KNESS

IDIA

chakraborty

& sen

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১.৪৪-৩১১.৪"১৮"

Book No গুরম্য
সং. স. (OR)

অষ্টাদশ বর্ষ [ভাদ্র, ১৩৩৭] পঞ্চম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৫২ নং উপন্যাস

শর্ষের মধ্যে ভূত

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

'লহরী' বৈদ্যুতিক মেশিন-প্রেসে

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

ব্রাঞ্চ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

165(15)

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY KOLKATA-32
Date 17.11.05
Acc No GN 36071

শর্ষের মধ্যে ভূত ?

সূচনা

জেল-খালাসী

একদিন প্রভ্যূষে বেলা আটটার সময় লণ্ডনের অদূরবর্ত্তী পেণ্টনওয়ার্থ রোডের বৃহৎ কারাগারের লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে কারারক্ষী ছয়জন কয়েদীকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া দিল। গাঢ় কুজ্ঝটিকারাশিতে তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কারাগারের বাহিরে ছয়টি নারী আগ্রহ ভরে কয়েদীগুলির মুক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিল ; তাহারা উক্ত ছয়জন কয়েদীর স্ত্রী। কয়েদীরা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিঃশব্দে চলিতে আরম্ভ করিল ; ছয়জন নারী তাহাদের অনুসরণ করিল।

চলিতে চলিতে কারামুক্ত কয়েদীদলের একজন তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তামাক-টামাক কিছু সঙ্গে আনিয়াছ সোফিয়া ?"

সোফিয়া বলিল, "হাঁ, আনিয়াছি বিল, তুমি অনেক দিন ধূমপান করিতে পাও নাই, তাহা কি জানি না ?"

সোফিয়া তাহার গাত্রাবরণের ভিতর হইতে এক বাণ্ডিল চুরুট ও একটি ম্যাচ-বাহির করিয়া তাহার স্বামীর হাতে দিলে 'বিল' বাণ্ডিল খুলিয়া এক একটি চুরুট তাহার সঙ্গীদের দিয়া স্বয়ং একটি মুখে গুঁজিল। বহু দিন পরে সে ধূম-পানে পরিতৃপ্ত হইল। সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "খাসা চুরুট ! এদিকে এসো সোফিয়া !"

বিল তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গাঢ় কুজ্ঝটিকারাশির ভিতর অদৃশ্য হইল।

কিছুকাল পরে কারাগারের দ্বার পুনর্ব্বার উন্মুক্ত হইল; এবার এক স্থূলকায় কারারক্ষী আর একজন কয়েদীকে কারাগারের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। এই সপ্তম কয়েদী কয়েদীগুলির অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল।

এই ব্যক্তি কৃশ, ঈষৎ কুব্জ; তাহার পরিচ্ছদ তেমন জীর্ণ ও বিবর্ণ না হইলেও ছাঁট-কাট সেকেলে ধরণের।

কারারক্ষী তাহাকে বিদায় দান কালে বলিল, "বিদায় ক্লীন, তোমার মঙ্গল হউক।"

এই কয়েদীর নাম কন্‌রাড ক্লীন। সে ঈষৎ হাসিবার ভঙ্গী করিয়া বলিল "হাঁ, ধন্যবাদ ওয়ার্ডার!"

তাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইলেও মধুর। সে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকিয়াও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে বঞ্চিত হয় নাই; তাহার অস্থিসার মুখমণ্ডল কারাবাসের কষ্টে বিবর্ণ হইলেও সে সুপুরুষ; তাহার মাথায় যে টুপিটি ছিল, তাহা পুরাতন ও বিবর্ণ হইলেও তাহার তলা দিয়া ক্লীনের ললাটের যত-টুকু অংশ দেখা যাইতেছিল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত লোকটি চিন্তাশীল।

তাহার পাশ দিয়া একখানি ট্রাম-গাড়ী চলিয়া গেল; কুয়াশার জন্য গাড়ীর আলো জ্বলিতেছিল। ক্লীন মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া বলিয়া উঠিল, "ওয়ার্ডার সাহেব, আমি বহুদিন তোমাদের অতিথিশালায় আটক ছিলাম কি না—সহরের কোন খবর-টবর রাখি না; বলিতে পার মিঃ রবার্ট ব্লেক এখনও বেকার ষ্ট্রীটে বাস করে কি?"

ওয়ার্ডার ক্লীনের প্রশ্নে বিস্মিত হইল; কিন্তু সে বলিল, "হাঁ; এখনও তিনি তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।—কেন মহাশয়?"

জেল-খালাসী কয়েদীকে 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ওয়ার্ডার

কুণ্ঠিত হইল ; কিন্তু অভ্যাস বশতঃই ঐ সম্বোধনটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

ওয়ার্ডার পুনর্ব্বার বলিল, "তুমি ডিটেক্‌টিভ ব্লেকের কথা বলিতেছ ? হাঁ, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের জেলখানাতেই ছিলেন ; আমাদের কর্ত্তার [illegible] তাঁহাকে খানা খাইতে দেখিয়াছিলাম।"

কন্‌রাড ক্লীন বলিল, "সত্য না কি ? আজ তিনি জেলখানার ভিতরেই ছিলেন ?"

তাহার নীল চক্ষু হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিল ; সে তাহার কোটের কলারটা উল্টাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেলখানার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। সেই সময় কুয়াসা ভেদ করিয়া একখানি মোটর-গাড়ী ক্লীনের পাশে আসিল ; পথে কাদা ছিল, গাড়ীর সম্মুখের চাকা সবেগে সেই কাদার উপর চাপিয়া পড়ায় খানিক জল কাদা ক্লীনের ট্রাউজারের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া তাহা কর্দ্দমাক্ত করিল। মুহূর্ত্ত পরে মোটর-গাড়ীখানির দ্বার উন্মুক্ত হইল।

একটি স্ত্রীলোক গাড়ীর পাশে ঝুঁকিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, "এস !"

ডাক্তার কন্‌রাড্‌ ক্লীন কারাগারে এম্‌ ৪৯৭ নং কয়েদী ছিল। রমণীর আহ্বানে সে পাশে চাহিয়া দেখিল সেই রমণীই গাড়ী চালাইতেছিল; সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ক্লীনেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রমণী সুন্দরী, তাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল ; বড় বড় চক্ষুদুটির দৃষ্টি প্রগল্‌ভতাপূর্ণ ও চঞ্চল, অধরোষ্ঠ সিঁদুরের মত লাল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "গাড়ীতে উঠিয়া এসো ! শীঘ্র।—তোমাকে আমার অনেক কথাই বলিবার আছে যে !"

ক্লীন মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর ওয়ার্ডারের মুখের দিকে না চাহিয়াই সেই গাড়ীতে উঠিয়া রমণীর পাশে বসিয়া পড়িল। গাড়ীখানি পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া চলিল, এবং মুহূর্ত্ত পরে দিগন্ত-ব্যাপী কুজ্ঝটিকা-রাশির ভিতর মিশিয়া গেল।

ক্লীন রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, থেল্‌মা, তুমি আসিয়াযথে ষ্ট লোক [illegible]

প্রকাশ করিয়াছ। তা তোমার কাছে চুরুট কি সিগারেট কিছু আছে কি ? নাইক
বোধ হয় ?"

স্ত্রীলোকটি মুক্তা জহরতখচিত একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া ক্লীনে
হাতে দিল। তাহার পর আদরমাখা স্বরে বলিল, "আহা, তুমি-বেচারা অনেক
দিন উহার স্বাদে বঞ্চিত আছ! কিন্তু এখন তোমার আর কোন চিন্তা নাই ন
ফ্যাসাদ ত সব চুকিয়া গিয়াছে। এখন তুমি স্বাধীন। উঃ, কতকাল হইতে আমি
তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি!"

ক্লীন একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইল, এবং তৃপ্তিভরে পর প
তাহাতে তিনটি দম দিল; তাহার পর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বেসুরো আওয়াজে
বলিল, "হাঁ, আমি এখন স্বাধীন। আশা করি তুমি দক্ষতার সঙ্গেই সকল কা
নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিয়াছ থেল্‌মা!"

সম্মুখে একখান ট্রাম-গাড়ী আসিয়া পড়িতে দেখিয়া রমণী মোটর-গাড়ীর মা
ঘুরাইয়া দিয়া সহজ স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া
কন্‌রাড!"

ক্লীন গম্ভীর স্বরে বলিল, "কিন্তু রবার্ট ব্লেকের সংবাদ কি ? তাহার সম্ব
কোন ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছ ?"

রমণী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না, কন্‌রাড, ঐটিই আমি পারি নাই; তুমি
জান আমি—"তাহার কথা শেষ হইল না, সে নীরব হইল। তাহার চক্ষু
আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল।

ক্লীন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "হাঁ তোমার কথা বুঝি
পারিয়াছি; সে জন্য কোন চিন্তা নাই সুন্দরি! আমরা তাহাকে গ্রে
প্যান্থারের হেফাজাতে ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব। তুমি কি
বল ?"

যুবতী বলিল, "গ্রে-প্যান্থার ? ব্লেক যে মূল্যবান ও সুসজ্জিত রোল্‌স-রয়েস
কারে চাপিয়া গোয়েন্দাগিরি করিয়া বেড়ায় আর স্ফূর্ত্তি করে—সেই গাড়ীর নাম
কি গ্রে-প্যান্থার নয় ? তাহাকে গ্রে-প্যান্থারের হেফাজাতে ছাড়িয়া

কার্য্যোদ্ধার করিবে—এ কথার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি ? আমি তো মার কথা বুঝিতে পারিলাম না !”

কন্‌রাড ক্লীন ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, “হাঁ, তাহার সেই গাড়ীর নামই গ্রে-প্যান্থার। আমার কথা বুঝিতে পারিলে না ? কিন্তু সে জন্য চিন্তা নাই, ক্রমে বুঝিবে ; দুই পাঁচ মিনিটে সব কথা তোমার মাথায় ঢুকাইয়া দিতে পারিব না ? এ কি ছেলে খেলা ? তোমার সাহায্যে আমি তাহাকে কি শাস্তি দিব তাহা তুমি পরে জানিতে পারিবে। আমার সাত বৎসর কারা-যন্ত্রনা ভোগের জন্য ব্লেকই দায়ী। সে ইহার প্রতিফল পাইবে।”

প্রথম ধাক্কা

কন্‌রাড ক্লীনের আহ্বান

লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবাট ব্লেক তাঁহার বসিবার ঘরে আরাম-কেদারায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাইপে তামাক সাজিতেছিলেন। তাম্রকূটে তাঁহার কিরূপ অসাধারণ অনুরাগ তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার প্রাতর্ভোজন শেষ হইয়াছিল। তিনি পাইপটা মুখে গুঁজিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে প্রাভাতিক দৈনিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

তাঁহার সুযোগ্য সহকারী স্মিথ সেই কক্ষের এক কোণে একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিল। সে এক এক বার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ধূমপানের ঘটা দেখিতেছিল। মিঃ ব্লেক অগ্নিকুণ্ডের দিকে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কুন্তলীকৃত ধূমরাশির গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের ডায়েরীর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "কর্ত্তা, আজ বেলা এগারটার সময় কোথায় আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার কথা তাহা আপনার স্মরণ আছে কি? আপনাকে প্রথম মিস্ ডাফ্‌নি ওয়েনির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে হইবে, তাহার পর আপনি 'এথিনিয়মে' সার বার্টন ফ্রেরীর সঙ্গে আহার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাও বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই?"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "না স্মিথ, আহারের অঙ্গীকার পালন করা আমার পক্ষে বোধ হয় দুরূহ হইবে। কারণ মিস্ ওয়েনির কায শেষ করিতে এত অধিক বিলম্ব হইবে যে, অন্য কোন দিকে মন দেওয়ার ফুরসৎ হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "সম্ভব বটে, কাল রাত্রে সেই বিপন্না যুবতী আপনাকে যে ভাবে 'ফোনে' আহ্বান করিতেছিল তাহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল তাহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। তথাপি তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ মিষ্ট যে, কোন 'খানা' সেরূপ মিষ্ট হইবে ইহা আমি আশা করিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপের ধূমরাশির ভিতর দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিতেই স্মিথ জিহ্বা দংশন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মিঃ ব্লেক তাহার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য কানে না তুলিয়া বলিলেন, "এই রমণী বোধ হয় আমেরিকান।—তোমার কি মনে হয় স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "ফোনে তাহার যে আওয়াজ ও কথার টান শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছিল সে আমেরিকান। আমি তাহাকে বলিলাম আপনি সুযোগ পাইলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেও পারেন। আমার কথা শুনিয়া তাহার মনের ভার লঘু হইয়াছিল বলিয়াই মনে হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নামটা শুনিয়া মনে হইতেছে মেয়েটি আমার নিতান্ত অপরিচিত নহে; হাঁ, চেনা নাম, কিন্তু কবে কোথায় যে—"

সহসা সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত হইল; মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্ বার্ডেল বিশাল দেহ আন্দোলিত করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানি কার্ড। কার্ডখানি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সেই প্রভাতে কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

মিসেস্ বার্ডেল মিঃ ব্লেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "একটি রসিক পুরুষ আপনার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইবে না মি: ব্লেক! তাহার পোষাকের ঘটা দেখিয়া মনে হইল সে সাদী করিতে বসিয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে! তাহার এক চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা। আবার বুকের বোতামের গর্ত্তে একটি ফুলের বাগান গুঁজিয়া আসিয়াছে! তারী সৌখীন পুরুষ, কর্ত্তা।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। তিনি তাহার হাত হইতে কার্ডখানি লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইলেন।

কার্ডে আগন্তুকের নামটি মাত্র লেখা ছিল ; সেই নাম কন্‌রাড ক্লীন।" ঠিকানা ছিল না।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর মিসেস্ বার্ডেলকে কোন কথা না বলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "আমাকে ৭ নং ইন্‌ডেক্স-বহি দাও স্মিথ!"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "আমি ভদ্রলোকটিকে কি বলিব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহাকে পাঁচ মিনিট পরে এখানে পাঠাইয়া দিবে ; যাও।"

মিসেস বার্ডেল প্রস্থান করিলে স্মিথ আলমারি হইতে চামড়া-মোড়া একখানি মোটা খাতা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল। মিঃ ব্লেক খাতাখানি খুলিয়া ক্লীন নামটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন ; তাহার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার ইন্‌ডেক্স-বহিতে একটি পরিণত বয়স্ক পুরুষের প্রতিকৃতি ছিল, তাহার নীচে ক্লীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত ছিল। মিঃ ব্লেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফৌজদারী মামলার বিবরণ হইতে, কখন বা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ফৌজদারী মামলার আসামীদের বিবরণ সংগ্রহ করেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তাঁহার যে সকল এজেন্ট আছে তাহারাও এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

মিঃ ব্লেকের ইন্‌ডেক্স-বহিতে ক্লীনের পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত ছিল,—

ক্লীন—অস্‌কার কন্‌রাড—(জন্ম ১৮৮৫ খৃঃ)

ইংরাজ ডাক্তার ও রসায়নবিৎ ; জন্মস্থান হামবার্গ, তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। পিতা লণ্ডনে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকে, এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। ক্লীনের শিক্ষা সেণ্ট পিটার্স স্কুলে। সে বালিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। পরবর্ত্তী শিক্ষাস্থান প্যারিস, শিক্ষাগুরু আল্‌ফন্‌সো পিনেল ; শিক্ষালাভের পর সে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯১২ অব্দে লণ্ডনে প্রত্যাগমন ও সেণ্ট মার্ক্‌স হাসপাতালে হাউস সার্জ্জনের পদ গ্রহণ। ১৮১৩ অব্দে মস্তিষ্ক রোগ সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

া প্রকাশ। অবশেষে হারলি ষ্ট্রীটে অবস্থিতি এবং মস্তিষ্ক রোগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া থ্যাতিলাভ। রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী। ১৯২২ অব্দে কলঙ্কজনক র অভিযোগে বিজড়িত; অভিযোগ এই যে, সে মার্কুইস অফ রামোডেনকে কেন্টের ংহ্যারিংফোর্ড নগরে তাহার পরিচালিত পাগলা-গারদে অবৈধরূপে আটক করিয়া রাখিয়া ছিল। মিঃ জষ্টিস মেডার মামলা ডিস্‌মিস্ করেন। ১৯২৪ অব্দে লেডি ডরোথি হুইপিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে পুনর্ব্বার য় অভিযুক্ত। ওল্‌ড বেলীর বিচারালয়ে মিঃ জষ্টিস্ হাভেরজিল এই মামলার বিচার করেন। আমি সেই আদালতে সপ্রমাণ করি—যে সকল নারী স্খিপথ-গামিনী হইয়া তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হউত সে তাহাদিগের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাহাদের অর্থ শোষণ করিত। আমার প্রদত্ত প্রমাণে নির্ভর করিয়া বিচারপতি তাহার প্রতি সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করেন। ১৯২৪ অব্দের ১১ই জানুয়ারী সে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল।—৪৯১ পৃষ্ঠায় বিচারের আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌ডেক্স-বহি বন্ধ করিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "ক্লীন যে তারিখে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহাও এই ইন্‌ডেক্স-বহিতে লিখিয়া রাখ। আমার বিশ্বাস সে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পেন্টন-ওয়ার্থ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ একটু লজ্জিত হইল; কারণ ক্লীনের কারামুক্তির দিনই ইন্‌ডেক্স-বহিতে ঐ সংবাদটি সন তারিখ দিয়া লিখিয়া রাখা উচিত ছিল।

স্মিথ বলিল, "কাযের চাপ পড়ায় আমি সকল কথা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই; শীঘ্রই ত্র সকল জের মিটাইয়া ফেলিব।"

সেই সময় মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, যে ব্যক্তি সেই কক্ষে তাহার অনুসরণ করিল সে যৌবন-সীমা অতিক্রম করিলেও যৌবনসুলভ সৌখীন পরিচ্ছদাদির মায়া কাটাইতে পারে নাই। তাহার পরিচ্ছদে ও ভাবভঙ্গিতে বিলাসিতা, দম্ভ ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর সুপরিস্ফুট।

ডাক্তার কন্‌রাড ক্লীন মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, মৃদুস্বরে বলিল, "গুড্‌মর্ণিং মিঃ ব্লেক, আশা করি আমি আপনার ঘরে আসিয়া কায কর্ম্মের অসুবিধা ঘটাইলাম না।"—তাহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস ছিল।

মিঃ ব্লেক নীরস স্বরে বলিলেন, "তথাপি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আপত্তি করি নাই। তা তুমি যখন আসিয়াছ—তখন তোমার কি বলিবার আছে তাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিতে পারিব।"

ক্লীন মাথা তুলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আপনি যে ভাবে আমার অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে কি পরিমাণ সদাশয়তা ও শিষ্টাচার লক্ষিত হইতেছে তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

ক্লীন মিঃ ব্লেকের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তাঁহার টেবিলের উপর টুপী ও লাঠী নামাইয়া রাখিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহার কি ভাবে অভ্যর্থনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমি কাহারও উপদেশ গ্রহণ করা অনাবশ্যক মনে করি। কেহ আমার অভ্যর্থনায় শিষ্টাচারের বা আন্তরিকতার অভাব দেখিলে তাহার প্রতিবাদও নিষ্ফল। যাহা হউক, বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করিবার অভ্যাস নাই; আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন তাহাই জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেকের কথাগুলি চাবুকের মত মর্ম্মভেদী হইলেও ক্লীন কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; কিন্তু ক্রোধে ও অপমানে তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ক্লীন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "১৯২৩ সালের ১১ই জানুয়ারী আমি সাত বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলাম। আপনি জানেন আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়াই বিচারক আমার প্রতি এই কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছিল। আমি সুচিকিৎসক বলিয়া দেশে বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছিলাম, এবং মস্তিষ্ক রোগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া

আমার মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত ; এমন কি, চিকিৎসকমণ্ডলী তাহার প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হইত না। কিন্তু আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই বিফল হইয়াছে ; আপনার পক্ষপাতপূর্ণ নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমাকে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে ; কতকগুলা ইতর, সর্ব্বপ্রকার পাপে অভ্যস্ত, সমাজের কলঙ্কস্বরূপ নরপশুর সহবাসে আমাকে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। তাহাদের দলে দস্যু, তস্কর, বাটপাড়, জালিয়াৎ এবং খুনে বদমায়েসের সংখ্যা—"

মিঃ ব্লেক ক্লীনের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সেই সকল লোককে তোমার সহবাসে এই দীর্ঘকাল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, এজন্য তাহারা আমার সহানুভূতির পাত্র। তোমার প্রতি বিচারক যে দণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই ; কারণ তোমার অপরাধের তুলনায় সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অত্যন্ত লঘু দণ্ড হইয়াছিল। তোমার শাস্তি আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। এতদিন পরে তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে—কিন্তু তোমার প্রতি দণ্ডাদেশের পর বিচারপতি মিঃ হাভেরজিল যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ইন্‌ডেক্স-বহির ৪৯১ পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিলেন,—বিচারপতি আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে, এবং এই দণ্ড সম্পূর্ণ সঙ্গতই হইয়াছে ; কারণ তুমি সমাজের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছ সেই অপরাধ অতি ভীষণ ; তাহা নরনারীর চরিত্রগত দুর্ব্বলতার কথা জনসমাজে প্রচারিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের শোণিত শোষণ, তাহাদের নিকট উৎকোচ গ্রহণ ! এই অপরাধকে নৈতিক হত্যাকাণ্ড বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

তুমি যে সম্মানিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলে, যে ব্যবসায়ে তুমি প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলে, তুমি দুষ্প্রবৃত্তি ও লোভের বশীভূত হইয়া আপনাকে সেই ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রতিপন্ন করিয়াছ। সুচিকিৎসক বলিয়া তুমি যে সম্মান ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলে, তুমি তাহার সম্পূর্ণ

অপব্যবহার করিয়াছ। তুমি প্রত্যেক সাধুপ্রকৃতি সম্মানিত ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়াছ।

'তোমার অপরাধ অধিকতর ঘৃণিত, সমাজের অধিকতর অনিষ্টকর হইয়াছে, কারণ তুমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ নর নারীগণকে সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, দারুণ অর্থলোভে তাহাদের অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, অনেকে তোমার পীড়নে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া তোমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তুমি'—"

মিঃ ব্লেক এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে ক্লীন তাঁহাকে বাধা দিয়া সক্রোধে বলিল, "থামো! তুমি কি মনে করিয়াছ জজের সেই কথাগুলি আমি ভুলিয়া গিয়াছি? সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরেরও অধিক কাল সেই সকল কথা বিষাক্ত শেলের ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মর্ম্মভেদ করিয়াছে; অনির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় আমার অন্তর দগ্ধ করিয়াছে; তরল বহ্নিস্রোতের ন্যায় আমার মস্তিষ্কে প্রদাহ উপস্থিত করিয়াছে। রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া সেই তীব্র তিরস্কার আমার নিভৃত কারাকক্ষের প্রত্যেক প্রাচীরে অনলের অক্ষরে লিখিত থাকিতে দেখিয়াছি! আমার হৃদয় অশান্তিতে হতাশায় পূর্ণ হইয়াছে। স্বপ্নঘোরে সেই অভিশপ্ত বাণী আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছে; ভয়ে আমি সারা রাত্রি চক্ষু মুদিতে পারি নাই। রাত্রির পর রাত্রি আমি আতঙ্কে উদ্বেগে অশান্তিতে জাগিয়া কাটাইয়াছি। আজ এত কাল পরে তুমি আমাক সেই কথা শুনাইতে বসিয়াছ! ধিক তোমার মনুষ্যত্বে, ততোধিক ধিক তোমার মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতায়!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কেতাব বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এজন্য আমি দুঃখিত ক্লীন! আমি প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোক নহি। তুমি দীর্ঘকাল কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ, তোমার আর কোন অনিষ্ট আমার প্রার্থনীয় নহে। আমি তোমাকে এই মাত্র উপদেশ দিতে পারি তুমি দেশান্তরে গিয়া সাধু ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা কর, তোমার পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ক্লীন একখানি ল্যাভেণ্ডার-বাসিত রেশমী রুমালে

মুখ মুছিয়া বলিল, "তুমি আমাকে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছ? আমি কি সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল আমার জীবন্ত সমাধি-গহ্বরে বসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি নাই? আমি কন্‌রাড ক্লীন—বর্ত্তমান যুগে দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধির সর্ব্ব-প্রধান বিশেষজ্ঞ হইয়াও কারাগারের কঠোর পরিশ্রমে এবং কারা-প্রহরীগণের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্তবৎ—"

ক্লীন উত্তেজিত ভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে একটি নীলাভ পিস্তল বাহির করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা মিঃ ব্লেকের মস্তকে উদ্যত করিয়া তাঁহাকে গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইল! তাহার মুখমণ্ডল তখন আরক্তিম, এবং তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা বর্ষিত হইতেছিল।

ক্লীনের ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্মিথ সভয়ে লাফাইয়া উঠিল এবং আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি সতর্ক হউন; এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক ক্লীনের আরক্তিম মুখের দিকে চাহিলেন, তিনি দেখিলেন ক্রোধে ও উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; সে তাঁহাকে গুলী করিবার জন্য অধীর হইয়াছিল! কিন্তু তাহা দেখিয়াও মিঃ ব্লেকের মুখ-ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। তিনি ক্লীনকে লক্ষ্য করিয়া অকম্পিত স্বরে "বলিলেন, ক্লীন, তোমার পিস্তল সরাইয়া রাখ, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ও ভাবে নাটুকে অভিনয় করিয়া লাভ নাই।"

মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত আত্ম-সংযম দেখিয়া স্মিথ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্লীন সক্রোধে বলিল, "আমি তোমাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিতে পারিতাম, তাহা জান ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "বোধ হয় পারিতে; কিন্তু তাহার কি ফল হইত তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ; কয়েক দিন পরে এক দিন প্রভাতে তোমাকে লইয়া গিয়া কারাগার-সন্নিহিত একটি মঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইত, সেই মঞ্চ হইতে আর তুমি প্রাণ লইয়া নামিয়া আসিতে পারিতে না। তাহাতে তোমার কতটুকু লাভ হইত, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

ক্লীন পিস্তলটি সরাইয়া লইয়া বাম হস্তে ললাটের ঘর্ম্মরাশি অপসারিত করিল বৃথ
তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিল, "ব্লেক, তুমি পিশাচ, তুমি শয়তান! আমি যে
তোমাকে হত্যা করিতে পারিতাম; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম তোমাকে হত
করা অত্যন্ত সহজ, এই জন্যই তোমাকে হত্যা করিলাম না। আমি এত সহজে
তোমাকে দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে দিব না। আমি কারাগারে
কষ্ট সহ্য করিয়াছি, প্রতিদিন যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, দীর্ঘকাল ধরি
তোমাকে সেইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য করিব। গত সাত বৎস
কাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তা
অপেক্ষা সহস্র গুণ কঠোর অভিজ্ঞতা, কঠোর শাস্তি তোমাকে লাভ করি
হইবে। স্পষ্টভাষী বিচারক যখন তোমাকে আসামীর কাঠরায় দাঁড় করাই
শত শত দর্শকের সম্মুখে তোমাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিবে, ঘৃণায় লজ্জা
তোমার মাথা যখন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, সেই সময় তুমি বুঝিতে পারি
তোমার ব্যবহারে আমি বিচারালয়ে কিরূপ অপমান সহ্য করিতে বা
হইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্কল্প প্রশংসনীয়"—তিনি ঘড়ির দিকে চাহি
দেখিলেন—বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে! সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে বাহিরে
যাইতে হইবে বুঝিয়া তিনি ক্লীনকে বলিলেন, "তুমি কি এই সকল কথা বলিবা
জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলে ক্লীন!"

ক্লীন বলিল, "হাঁ, আমি তোমাকে কি ভাবে শাস্তি দিব তাহাই তোমাকে
জানাইতে আসিয়াছিলাম।"

সে তাহার পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া টুপী ও লাঠী তুলিয়া লইল, তাহার পর
সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আবার দেখা হইবে!
আপাততঃ বিদায় মসিয়ে!"

কন্‌রাড ক্লীন কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "আপদ বিদায় হইয়াছে; আমার অনেকখানি

বৃথা সময় নষ্ট করিয়া গেল ! স্মিথ জানালা খুলিয়া দাও, বাহিরের নির্ম্মল বায়ু ঘরে আসুক।”

স্মিথ বলিল, “লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ এ রকম পশু হইতে পারে তাহা জানিতাম না কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পশু কি ? পশুরও অধম ; মানুষের এরকম নিকৃষ্ট নমুনা আর একটিও আমার সম্মুখে পড়ে নাই।”—তিনি একটি ফাউণ্টেন-পেন লইয়া তাঁহার ইন্‌ডেক্স-বহিতে ক্লীন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন।

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা, উহাকে আপনার মাথার উপর পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিতে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল ; আমার আশঙ্কা হথয়াছিল আপনাকে গুলী করিয়া সরিয়া পড়িবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ঐ প্রকৃতির উৎকোচগ্রাহীরা নরহত্যা করিবে ? না, উহারা নরহত্যা করিতে পারে না। উহারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কাপুরুষ।”

স্মিথ বলিল, “আমি তাহা জানিতাম না কর্ত্তা ! কিন্তু উহার চোখের দিকে চাহিয়া পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমার মনে হইয়াছিল, এই নরপিশাচ আপনাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াই এখানে আসিয়াছিল।”

সেই সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই আমেরিকান মহিলাটির পদশব্দ না কি ?”

স্মিথ বলিল, “দুইজনের পদশব্দ শুনিতেছি ! হাঁ, মিসেস্ বার্ডেল সিঁড়ি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে ; তাহার সঙ্গে অন্য কেহ আছে।”

মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “মিস্ ডাফ্‌নি ওয়েলি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন মিঃ ব্লেক !”

দ্বিতীয় ধাক্কা

আবিষ্কারের বিপদ

একটি সুন্দরী যুবতী মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক চেয়ার হ
উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনি বসুন মিস্ ওয়েনি
আপনাকে এক পেয়ালা কফি দিতে বলিব কি ?"

তাঁহার কথা শুনিয়া মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "উঁহার জন্য আমি এখনই ক
প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি ; আমার হাতের ওস্তাদি অনেক দিন উঁহার ম
থাকিবে।"

যুবতী মিঃ ব্লেককে ধন্যবাদ জানাইলে মিসেস্ বার্ডেল তাহার হাতের ওস্তা
দেখাইবার চেষ্টায় নীচে চলিয়া গেল।

যুবতী একখানি চেয়ারে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল ; মিঃ ব্লেক তা
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী সাধারণ রমণী নহে, সেরূপ সুবেশধারিণী য
বতী নারী সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে উৎকণ্ঠি
ও বিপন্না বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। তাঁহার মনে হইল শরতের মেঘা
পূর্ণচন্দ্রের সহিত যুবতীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখের তুলনা হইতে পারে। দুঃখে ও বিপদে
তাহার রূপ-মাধুরী যেন অধিকতর বিকশিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক যুবতীকে নীরব দেখিয়া সহানুভূতি ভরে কোমল স্বরে বলিলেন
"মিস্ ওয়েনি, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন শুনি। আমার যথাশক্তি
আপনাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন
উপকারের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে আপনি আমার উপর নির্ভর করিয়া
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

ডাফনি ওয়েনি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনাকে কষ্ট দিতে আমার
ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু এক মাস হইতে দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হইয়াছে।

আমার বান্ধবী মিসেস্ প্রোবীন এক দিন আমাকে বলিলেন তাঁহার সম্বন্ধে যে কলঙ্ক প্রচার হইয়াছিল, তাহা আপনার চেষ্টাতেই চাপা পড়িয়াছিল; আপনি তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন।—তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আপনার সঙ্গে দেখা করাই সঙ্গত মনে করিলাম।"

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "হাঁ মিসেস্ প্রোবীনের সেই কথা আমার স্মরণ আছে। সেই কলঙ্কজনক ব্যাপারে আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম।—ঐ ছেলেটি আমার সহকারী, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র; আমার মক্কেলদের কোন্ কথা উহাকে গোপন করা চলে না। আপনি আপনার মনের কথা উহার সাক্ষাতেও আমার নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারেন।"

মিস্ ওয়েনি আশ্বস্ত চিত্তে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত-ব্যাগটির দিকে দৃষ্টি অবনত করিল, তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কথা এই যে, একটা বদমায়েস ভয় দেখাইয়া আমাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে! এজন্য আশঙ্কায় ও উদ্বেগে আমি মৃতকল্প হইয়াছি।" GN 36071

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ভয় দেখাইয়া আপনার নিকট হইতে ইচ্ছামত টাকা আদায় করিতেছে! এ যে অত্যন্ত কুৎসিত অপরাধ; কথাটাও অত্যন্ত নোংরা! আপনি সকল কথা আমাকে খুলিয়া বলিবেন কি?"

মিস্ ওয়েনি কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনাকে আমার কোন নূতন কথা বলিবার নাই; ইহা বহু পুরাতন কাহিনী। অপদার্থ কপট প্রেমিকের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেকে কি ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করে, এবং সেই মোহের পরিণাম কি—তাহা ত আপনার অজ্ঞাত নহে। উইস্কন্‌সিনের রেসিনে আমার জন্ম হইয়াছিল। মিচিগান হ্রদে জাহাজ চালাইবার জন্য যে সকল জাহাজওয়ালা কোম্পানী ছিল, আমার পিতা তাহাদেরই একটা বড় কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার পিতার নাম ছিল জন, বি ওয়েনি, আমার মা ইংরাজ-কন্যা ছিলেন। আমার বয়স যখন সতের বৎসর সেই সময় আমার পিতার মৃত্যু হয়; তার পর আমি মায়ের সঙ্গে ইংলণ্ডে চলিয়া আসি। উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য মা আমাকে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে

পাঠাইয়াছিলেন। সেই স্থানেই পল লুগার্ডের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষা হইয়াছিল।"

মিস্ ওয়েনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল সেই সময় মিসেস্ বার্ডেল একখানি থালায় তিন পেয়ালা কফি লইয়া আসিল।

কফি দেখিয়া মিস্ ওয়েনি বলিল, "কি চমৎকার! আমি স্বদেশ ত্যাগের পর এমন সুন্দর সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদ কফি কখন পান করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে? কিন্তু আমরা আমেরিকানদের মত কফির গুণবিচারে সুদক্ষ নহি। কফি পান করিয়া একটু চাঙ্গা হইয়া লইয়া আপনার কথা শেষ করুন।"

কফির পেয়ালা খালি করিয়া মিস্ ওয়েনি বলিতে লাগিল, "হাঁ, সেই যুবকের নাম লুগার্ড। সে যে আমাকে কি গুণে মোহিত করিয়াছিল তাহা এখন বুঝিতে পারি না, এবং ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারি না! তাহার কিঞ্চিৎ রূপ ছিল স্বীকার করি; কিন্তু কোন কোন মর্কটেরও রূপ থাকে, এবং মাকাল ফলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অনেককেই মুগ্ধ করে; আমারও সেই দশা হইয়াছিল। আর এখন? তাহার মত বিবেকহীন, কুকর্ম্মে কুণ্ঠারহিত অমানুষ পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই—এখন এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যুবতী তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া একখানি ভাঁজ-করা চিঠি ও একখানি ফটো বাহির করিল, এবং সেদিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের হাতে দিল।

মিঃ ব্লেক সেই ফটোখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এই নমুনার যুবক আমি আরও অনেক দেখিয়াছি মিস্ ওয়েনি! ইহাদের বাহ্যিক চটকে অনেক সম্ভ্রান্ত কুলললনাকে মুগ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা সত্যই পাকা মাকাল ফল-জাতীয় পুরুষ।"

মিস্ ওয়েনি বলিল, "আমি তখন বোধ হয় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলাম! কিন্তু সে সময় আমি অপরিণত বুদ্ধি স্কুলের ছাত্রী মাত্র। সে নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী প্রেমের নাটক নভেল পড়িয়া মনে ভাবে তাহারাও

উপন্যাসের নায়িকা ; এজন্য নভেলী প্রেমে পড়িবার জন্য তাহাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। আমারও তাহাই হইয়াছিল ; আমার ধারণা হইয়াছিল সেই অকর্ম্মণ্য মাকালটাকে আমি সত্যই প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। আমি তাহাকে উপন্যাসের নায়িকার মত অনেক প্রেম-পত্র লিখিয়াছিলাম ; শেষে সে অপাঠ্য কুরুচিপূর্ণ কলায়-ভরা আধুনিক উপন্যাসের নায়কের আদর্শে আমাকে লইয়া পলায়নের আয়োজন করিল !"

মিস্ ওয়েনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে এইরূপ অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে রাত্রে আমাদের পলায়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল, পল তাহার পূর্ব্ব রাত্রেই ক্যাম্ব্রিজ হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়। পরে আমি জানিতে পারিলাম তাহার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল শুনিয়া সেই প্রেমিক পুরুষ জেলের ভয়ে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। পরে আরও জানিতে পারিলাম লণ্ডনে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র ছিল ; তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াই সে ফেরার হইয়াছিল! স্কুলের ছাত্রী আমি, এইরূপে সে যাত্রা আমার নভেলী প্রেমের প্রথম অঙ্কেই যবনিকা পড়িল।"

মিঃ ব্লেক দুই একবার পাইপ টানিয়া বলিলেন, "ঐ প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ভাগ্যে ঐ রকমই ঘটিয়া থাকে ; তাহারা প্রেমের গল্প লেখে, কবিতা রচনা করে, স্বাধীন প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সরলা বালিকাদের মস্তক চর্ব্বণের সুযোগ অন্বেষণ করে, তরুণেরা সভা করিয়া তাহাদের প্রতিভার পূজা করে ; তাহারাও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া যুবকদের সৎসাহসের প্রশংসা করে, অবশেষে কোন একটা কুকর্ম্মের অভিযোগে ধরা পড়িয়া জুতা খাইবার ভয়ে গোপনে দেশান্তরে পলায়ন করে।—যাক, তার পর কি হইল ?"

মিস্ ওয়েনি বলিল, "তাহার স্বভাব চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গেল। কিছুদিন পরে আমি সেই হতভাগাকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিলাম, তাহার কথা বিস্মৃত হইলাম। অবশেষে শুনিলাম সে ফরাসীদেশে পলায়নের চেষ্টায় ডোভারে গিয়া ধরা পড়িয়া কঠোর কারাদণ্ড ভোগ

করিয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাইনা না, কিন্তু একমাস পূর্ব্বে হঠাৎ আবার তাহার আবির্ভাব হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই রূপলব্ধ শ্রেণীর পাজীগুলা বহু নির্য্যাতনেও শায়েস্তা হয় না, নূতন কীর্ত্তি করিবার জন্য পুনর্ব্বার সহাজে ফিরিয়া আসে।"

মিস্ ওয়েনি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনাকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিতে বাধা নাই। তিনমাস পূর্ব্বে আমি এই লণ্ডনে একটি যুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার সকল আয়োজন শেষ করি এবার আমার চোখের নেশা নয়, তাহাকে আমি সত্যই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি, এবং সে আমার প্রেমের অযোগ্য নহে,ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি এবার আমার প্রতারিত হইবার আশঙ্কা ছিল না! শরতের প্রথমেই আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই যুবক বক্‌সের একটি পুরাতন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও সে বয়সে নবীন, তথাপি রক্ষী সৈন্যদলে মেজরের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। ডিক নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সাধু ও সদাশয়। কে কেহ বলে সে একটু সন্দিগ্ধমনা; আমারও বিশ্বাস—সে যদি পল লুগার্ডের সহি আমার সেই বাল্য প্রেমের কাহিনী শুনিতে পায় তাহা হইলে আমার সেই অপরা সে কোন দিন ক্ষমা করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক মিস্ ওয়েনিকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলেন, "কি পাগলের মত ব বলিতেছেন! আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আ কি ভাবে সেই অর্ব্বাচীনটার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সরল ভা আপনার প্রিয়তমের নিকটপ্রকাশ করিবেন। তিনিই পলকে তাহার ধৃষ্ট উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস, সকল কথা শুনিলে তিনি অকালকুষ্মাণ্ডটাকে এমন ভাবে জুতা-পেটা করিবেন যে, সে আর কখন যুবতীকে প্রেমের অভিনয়ে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে না।"

ডাফ্‌নি ওয়েনি বলিল, "না মিঃ ব্লেক, আপনি অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পা নাই। ডিকের মা লেডি হেলেন স্কারসন কি প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহা ত আ জানেন না; যদি তিনি আমার এক বিন্দু কলঙ্কের ছুতা পান তাহা হ

আমাদিগকে সমাজে অচল করিয়া রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাঁহার ছেলের সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া ত দূরের কথা ; তাঁহার কথা বেশ মিষ্ট, ব্যবহারেও সদাশয়তার পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার বংশে কৌলীন্যের একটু গন্ধ আছে কি-না, সেই অহঙ্কারে তিনি আমাদিগকে মশা মাছির মত নগণ্য মনে করেন ! আমি ডিকিকে বিবাহ করিব শুনিয়া আমাকে তিনি মনে মনে কি রকম অবজ্ঞা করিতেছেন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি ; ইহার উপর যদি আমার সেই কলঙ্কের কথা তাঁহার কানে যায় তাহা হইলে তিনি আমাদের বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ।”

মিঃ ব্লেক মিস্ ওয়েনির বিপদ বুঝিতে পারিলেন। লেডি হেলেন স্কারসন কিরূপ দাম্ভিকা এবং সম্ভ্রান্ত নারী-সমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল তাহা মিঃ ব্লেকের অগোচর ছিল না ; এমন কি, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার কিরূপ অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল, তাহাও তিনি জানিতেন।

মিঃ ব্লেক চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “সঙ্কটের কথা বটে ; যাহা হউক লুগার্ডের সঙ্গে পুনর্ব্বার কোন্ দিন আপনার দেখা হইয়াছিল বলুন।”

মিস্ ওয়েলি রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিল, “প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে, মিঃ ব্লেক ! আমি আমার একটি বান্ধবীর সঙ্গে ‘কস্‌মসে’ ডিনারে বসিয়াছিলাম সেই সময় পল আমাদের টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল। আমি যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই, এই ভাবে তাহাকে, উপেক্ষা করিয়া আহার করিতে লাগিলাম ; কিন্তু সে সেই স্থান হইতে নড়িল না অধিকন্তু আমাকে জানাইল পরদিন হোটেলের বাহিরে আমি তাহার সঙ্গে দেখা না করিলে আমার যথেষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। আমি অগত্যা পরদিন হোটেলের বারান্দায় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইলাম। তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কি ফল হইল তাহা আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তাহাকে যে সকল চিঠি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা সে সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল চিঠির তাড়া হইতে সে দুইখানি চিঠি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল ; দেখিলাম আমারই স্বহস্তলিখিত পত্র ; পত্রের কয়েক

ছত্র পড়িয়া লজ্জায় ঘৃণায় আমার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। নিজের বুদ্ধিকে, প্রবৃত্তিকে শত ধিক্কার দিলাম; কিন্তু সেই পিশাচ আমার বিপদ বুঝিয়া আনন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল! তাহার পর পত্রখানি পকেটে পুরিয়া প্রশান্ত ভাবে বলিল—যদি আমি অবিলম্বে তাহাকে পাঁচ শ পাউণ্ড না দিই তাহা হইলে সে আমার পত্রগুলি ডিকের অথবা লেডি হেলেনের নিকট পাঠাইয়া আমার ভবিষ্যৎ সুখের আশা চূর্ণ করিবে!"

মিঃ ব্লেক সক্রোধে বলিলেন, "শয়তান! আপনি তাহার কথা শুনিয়া কি বলিলেন?"

মিস্ ওয়েনি বলিল, "কি আর বলিব? আমার কিছুই ত বলিবার ছিল না; যাহা করিবার ছিল তাহাই করিলাম, তাহাকে পাঁচ শত পাউণ্ড পাঠাইয়া দিলাম। পাঁচ শত পাউণ্ড জলে ফেলিতে কাহার না কষ্ট হয়? আমারও কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু পাঁচ শত পাউণ্ড নষ্ট করিতে পারি আমার ততটুকু সামর্থ্য থাকা ভাবিলাম টাকাগুলি দিয়া যদি এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি তবে তাহা না করি কেন? টাকাগুলি তাহাকে দিয়া ভাবিলাম তাহার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত কায করিয়াছেন, মিস ওয়েনি! আপনি কি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই? সে ঐ সামান্য পাঁচশত পাউণ্ড লইয়াই আপনাকে মুক্তিদান করিবে এরূপ আশা করা আপনার প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল। আপনার বুঝিতে পারা উচিত ছিল যে, আর দুই দিন পরে সে পুনর্ব্বার আপনাকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া আরও কতকগুলি টাকার দাবি করিয়া বসিবে।"

মিস্ ওয়েনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তখন তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই। মানুষ ততদূর ইতর, ততদূর নির্লজ্জ হইতে পারে ইহাও প্রথমে ধারণা করিতে পারি নাই; কিন্তু এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার একখানি পত্র পাইলাম, সেই পত্রে সে আমাকে পুনর্ব্বার কস্‌মস্ হোটেলের বারান্দায় তাহার সহিত দেখা করিবার আদেশ করিয়াছিল; সেই পত্রে সে

আমাকে জানাইয়াছিল আমার নিকট যে টাকা পাইয়াছিল তাহার বিনিময়ে আমাকে সেই পত্র দু'খানি প্রত্যর্পণ করিবে! আমি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত দেখা করিলে সে আমাকে যে দুইখানি পত্র ফেরত দিল তাহাতে তেমন কোন দোষের কথা ছিল না। সেই পত্র দুইখানি সে আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, 'আমার অন্যান্য পত্রও সে ফেরত দিতে পারে কিন্তু সেজন্য তাহাকে আরও এক হাজার পাউণ্ড উৎকোচ দিতে হইবে! সে বলিল, সেই পত্রগুলির মূল্য হাজার পাউণ্ড!"

এই কথা বলিয়াই ডাঁফ্‌নি ওয়েলি উত্তেজিত ভাবে তাহার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে পশুরও অধম, মিঃ ব্লেক! তাহার দাবী শুনিয়া আমি কি করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এক হাজার পাউণ্ড অল্প টাকা নহে; আমার মায়ের মনে সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া অতগুলি টাকা তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট হইতে লইতে পারিব তাহারও আশা ছিল না। আমি পলের নিকট কয়েক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলাম। স্থির করিলাম কিছুদিন সময় পাইলে আমার কয়েকখানি জড়োয়া অলঙ্কার বন্দক দিয়া টাকাগুলি সংগ্রহ করিব; কিন্তু পাষাণহৃদয় পল বিলম্ব করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল ঐ হাজার পাউণ্ড তাহাকে দশ দিনের মধ্যে দিতেই হইবে। দশম দিনে টাকা না পাইলে তাহার পর দিন সে সেই সকল পত্র অথবা পত্রগুলির 'ফটো' লেডি হেলেনের নিকট রেজিষ্ট্রী-ডাকে পাঠাইয়া দিবে।—কাল সেই দশ দিন পূর্ণ হইবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি কোন উপায়ে টাকাগুলি—সেই হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাল আমি তাহাকে টাকাগুলি দিতে পারিব না, অথচ সে আর একদিনও বিলম্ব করিবে না; এ অবস্থায় আমি কি করিব বলুন। আমি আপনার নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। কাল আমি তাহার নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে; দুশ্চিন্তায় আমি বোধ হয় ক্ষেপিয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রখানি আপনার সঙ্গে আছে কি?"

মিস্ ওয়েনি তাহার হাত-ব্যাগ হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল। তিনি পত্রখানি তুলিয়া লইয়া দুই তিন মিনিট ধরিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন ; কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

একখানি সাধারণ চিঠির কাগজে পত্রখানি টাইপ-করা। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল ;—

ভিভেন্দি রেসিডেন্সিয়াল ক্লাব
লার্কস্পুর ষ্ট্রীট,
এস, ডব্লিউ ১০।

প্রিয় মিস্ ওয়েনি, গত ১৫ই তারিখে আমাদের যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সেই আলোচনার মর্ম্মানুসারে আজ তোমাকে স্মরণ করাইতে বাধ্য হইলাম যে, আগামী ৫ই বৃহস্পতিবার তোমার প্রতিশ্রুতি-পালনের শেষ দিন। সর্ত্তটি তোমার পক্ষে কিরূপ সুবিধাজনক, তাহা তুমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছ ; সুতরাং আশা করি সেই সুবিধা নষ্ট করিয়া তুমি ভবিষ্যতে আক্ষেপ করিবে না। তোমারই স্বার্থের অনুরোধে জানাইতেছি সেই দিন তুমি এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিলে ভবিষ্যতে অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা আছে ; সেজন্য পরে আমাকে দোষী করিও না।

তোমার বিশ্বস্ত
পল লুগার্ড।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুম্! রেমিংটনের কলে কোন শিক্ষানবীশ দ্বারা টাইপ করাইয়া লওয়া হইয়াছে! স্বাক্ষরটিতে তাহার বিশাল আত্মম্ভরিতা যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে!—স্মিথ, ডাইরেক্টরী খুলিয়া এই ঠিকানাটি দেখ ত।"—তিনি হাত বাড়াইয়া পত্রখানি স্মিথের হাতে দিলেন।

অনন্তর তিনি মিস্ ওয়েনির মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মিস্ ওয়েনি, এখন আপনার কর্ত্তব্য কি, এই সম্বন্ধে আমার উপদেশ গ্রহণের জন্য আপনি উৎসুক হইয়াছেন। যদি টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া কাল তাহাকে দেওয়া আপনার সম্পূর্ণ অসাধ্য না হইত, তাহা হইলেও আমি আপনাকে

বলিতাম,—কেবল উপদেশ নহে, আপনাকে আদেশ করিতাম,আপনি তাহার এই পত্র অগ্রাহ্য করিবেন।”

মিস্ ওয়েনি ব্যাকুল স্বরে বলিল, “কিন্তু মিঃ ব্লেক, তাহার এই পত্র অগ্রাহ্য করিতে আমার যে সাহস হইতেছে না! আপনি পলের স্বভাব ত জানেন না; কোন অপকর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা নাই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে না পারে এমন কায নাই। আমার জীবনের সকল সুখ শান্তি, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হউক তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু যেরূপেই হউক তাহার টাকা চাই; নতুবা সে আমাকে চুর্ণ করিবেই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার যে ঐরূপ দুরভিসন্ধি আছে এবিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই মিস্! কিন্তু লুগার্ডের মত কুক্কুরগুলাকে শায়েস্তা করিবার জন্য উপযুক্ত মুগুর ব্যবহার না করিলে কি করিয়া চলিবে? যে সকল নরপিশাচ এই ভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া উৎকোচ আদায়ের চেষ্টা করে তাহাদিগকে গায়ে হাত বুলাইয়া থামাইয়া রাখিবার জন্য যাহারা আগ্রহ প্রকাশ করে আমি তাহাদের কার্য্য-প্রণালীর সমর্থন করি না। সৌভাগ্যক্রমে এখন আদালত এই সকল হীন উৎকোচগ্রাহীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না। যাহারা এই ভাবে উৎপীড়িত হয় তাহারাই আদালতের আশ্রয় লাভ করে। আপনি অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া আমার বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট সকল কথা বলুন; হাঁ, আমাকে যে সকল কথা বলিলেন, তাঁহাকেও তাহাই বলিবেন। আপনি বিশ্বাস করুন, মিস্, পল লুগার্ড তাহার লোভের উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করিবে।”

মিস্ ওয়েনি মিঃ ব্লেকের প্রস্তাব শুনিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, “না মিঃ ব্লেক! আপনার উপদেশ পালন করিব সে সাহস আমার নাই; আগামী সপ্তাহে আমাকে ‘স্কারসন টাউয়ার্সে’ লেডি হেলেনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। হাঁ, তাঁহার সহিত আমার সেখানে বাস করিবার কথা আছে। আপনার পরামর্শানুসারে কায করিলে আমাকে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। যদি সংবাদপত্রে আমার নাম

গোপন রাখিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেও লেডি হেলেন তাহা জানিতে পারিবেন।”

এই সময় স্মিথ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “কর্ত্তা, ডাক বিভাগের বা টেলিগ্রাফ বিভাগের ডাইরেক্টরীতে ভিভেন্দি ক্লাবের নাম বোধ হয় রেজিষ্ট্রী করা হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সমস্যার কথা বটে!” তাহার পর তিনি মিস্ ওয়েনিকে বলিলেন, “আপনার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়াছি মিস্! কিন্তু এই ব্যাপার চাপা দিয়া না রাখিয়া ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করাই প্রার্থনীয়। স্কুলের মেয়েদের প্রেমের অভিনয়টাকে কেহ একটা মারাত্মক অপরাধ মনে করিবে না। এই রকম ছেলে-মানুষী উপেক্ষার যোগ্য।”

মিস্ ওয়েনি মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, মিঃ ব্লেক, আপনি উহা যতই উপেক্ষার যোগ্য মনে করুন, আমার সেই পত্রগুলি পাঠ করিয়া কেহই তাহা ছেলে মানুষের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবে না। আমি স্বীকার করি ঐ সকল পত্রের ভাষায় নভেলী প্রেমের উচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমার মনেও কোন দাগ পড়ে নাই; কিন্তু লেডি হেলেন বা ডিকি ত তাহা বিশ্বাস করিবে না। এই সঙ্কটে আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমি নিরুপায়!”—দুশ্চিন্তায় ও ভয়ে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপে সজোরে কয়েকটি টান দিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় বিপন্না নারীর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। তিনি চিন্তাকুল চিত্তে কয়েক মিনিট সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তাহার পর পাইপটা নামাইয়া রাখিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “আপনার জন্য কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিব; কিন্তু এখন আমি আপনাকে কোন রকম আশা ভরসা দিতে পারিতেছি না, কারণ ইহা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার! পল লুগার্ড পাজী লোক, তাহাকে কায়দা করা সহজ হইবে না। সে যে পত্রখানি লিখিয়াছে তাঁহাতে তাহার মনের ভাব প্রকাশিত হইলেও সে উহা এরূপ সতর্কতার সহিত লিখিয়াছে যে, কোন আইনব্যবসায়ী ঐ পত্রে

কোন প্রকার দুরভিসন্ধির আরোপ করিতে পারিবে না। উহা যে উৎকোচ আদায়ের জন্য তাগিদ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই; তথাপি আমি আপনার সঙ্কট দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

মিস্ ওয়েনি আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন মিঃ ব্লেক, আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, তাহাতেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আপনার কথার মূল্য আমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি হতাশ হইবেন না! হতাশ হইয়া লাভ নাই, আপনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবেন। আর এক কথা, বৃহস্পতিবার সেই প্রেমিক পুরুষটির সঙ্গে আপনার দেখা করিবার কথা আছে; কোথায় দেখা করিতে হইবে? কখন?"

মিস্ ওয়েনি বলিল, "বেলা চারিটার সময় কস্‌মস্ হোটেলের বারান্দায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; সময়টা বড় অল্প. এই জন্যই একটু অসুবিধার আশঙ্কা; তথাপি আশা করি আপনাকে সুসংবাদ দিতে পারিব।"

মিস্ ওয়েনি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অধিকতর উৎসাহিত হইল, এবং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; সেই হাসি শুভ্র জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় সুকোমল ও তরল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার বাসার ঠিকানা ও ফোন-নম্বর বলিয়া যান। পল লুগার্ডের সঙ্গে আমি দেখা করিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।"

মিস্ ওয়েনি বলিল, "আমি এখন মেফেয়ার হোটেলে বাস করিতেছি। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট করিলেন, আপনাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে; আপনাকে কিরূপে ধন্যবাদ জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] মনে হইতেছে আমার বুকের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া [illegible]।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে মিষ্ট বাক্যে বিদায় দান করিলেন।

মিস্ ওয়েনি প্রস্থান করিলে স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, লুগার্ড লোকটা কি পাজী! এ রকম সুন্দরী সরলা যুবতীকে ভয় দেখাইয়া ঘুষ আদায় করিতে তাহার একটুও সঙ্কোচ হইল না?"

মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে চাহিয়া স্মিথকে বলিলেন, "দরজা বন্ধ কর।"

স্মিথ তাঁহার আদেশ পালন করিলে মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে পাইপে নূতন করিয়া তামাক সাজিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "মিস্ ওয়েনিকে দেখিয়া বুঝিলাম উহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নয়; কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে এরকম সুদক্ষ অভিনেত্রী আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি।"

স্মিথ তাঁহার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "সুদক্ষ অভিনেত্রী? আপনার একথার অর্থ কি কর্ত্তা! আমি ত অভিনয়ের মত কিছুই দেখিতে পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ ডাফনি ওয়েনি আমেরিকান মহিলা বলিয়া আত্মপরিচয় দিল; কিন্তু তুমি আমি যদি আমেরিকান না হই তাহা হইলে সেও আমেরিকান নহে। সে কথা কহিবার সময় আমেরিকানদের কথার টানটুকু বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন সে উত্তেজিত ভাবে মর্ম্মব্যথা প্রকাশের অভিনয় করিল সেই সময় সেই টানটুকু আর সে বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহার বাক্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে থিয়েটারী ঢংটুকু এভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, সেই অস্বাভাবিক ভঙ্গিটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই আমার মনে হইতেছিল। আমি যে উহা ধরিতে পারিয়াছি ইহাও সে বুঝিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন সে কথার মধ্যে এরূপ দুই একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল, কোন আমেরিকান মহিলা কখনও সেই সকল শব্দ প্রয়োগ করিত না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনি যে একটি কথা ভুলিয়া যাইতেছেন; সে বহুদিন হইতে এদেশে আছে, এদেশের স্কুলে সে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এ অবস্থায় যদি সে দুই একটি শব্দও প্রয়োগে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে সন্দেহ করা কি সঙ্গত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহা হইলেও সে যে গোড়ায় [illegible]রিয়া বসিয়াছিল! মিস্ ওয়েনি আমাকে বলিয়া গেল মাননীয় রিচার্ড স্কারসনের সঙ্গে তিন মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; অর্থাৎ সেই সময় তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এবং বাগ্‌দানাটা লণ্ডনেই হইয়াছিল। কিন্তু আমি জানি মাননীয় রিচার্ড স্কারসন তিনমাস পূর্ব্বে

আফগানিস্থান হইতে ইণ্ডিয়ায় আসিবার সময় একজন আফ্রিদী সর্দ্দারের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনবৎসর প্রবাসের পর প্রায় একমাস পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় মিস্ ওয়েনির কথাগুলির কি কোন মূল্য আছে, না তাহা অভিনয় ভিন্ন আর কিছু ?"

স্মিথ বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তবে কি উহার কথাগুলা আগা-গোড়াই কাল্পনিক ? সে কি আপনাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছিল ? আপনাকে ও ভাবে প্রতারিত করিয়া উহার লাভ কি কর্ত্তা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ তথ্যটুকুই আমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে স্মিথ! তুমি আজ রাত্রে মেফেয়ার হোটেলে গিয়া ডিনার শেষ করিয়া আসিলে মন্দ হয় না; এই উপলক্ষে মিস্—কি বলে—ওয়েনির উপর নজর রাখিবার সুযোগ পাইবে। আমি মিঃ পল লুগার্ডকে একবার দেখিয়া আসিব; কিন্তু ডাইয়েক্টরীতে সেই ক্লাবের নাম খুঁজিয়া পাইলে না, আমি কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব ? দুর্ব্বোধ্য রহস্য বটে!"

তৃতীয় ধাক্কা

ডাকঘরে মদের আড্ডা

যে সকল পাঠক ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন লণ্ডনের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ডক-রোড ও লাইম হাউজ নামক পল্লীই দস্যুতস্কর ও বাটপাড় গাঁট-কাটাদের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থানগুলি না থাকিলে ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ কাহিনী রচনা করা কঠিন হইত। এই স্থানটি দুষ্টবুদ্ধি চীনাম্যান ও নানা জাতীয় বদমায়েস লস্কর দলের আড্ডা ; দস্যু তস্কর ও গাঁট-কাটা, খুনের দল এই স্থানে ষড়যন্ত্র করিয়া শিকার ধরিতে বাহির হয়। কিন্তু লার্কস্‌পুর ষ্ট্রীটের 'ভিভেণ্ডি রেসিডেন্‌সিয়াল ক্লাব'টি যে ইংল্যাণ্ডর ভীষণপ্রকৃতি দস্যুতস্কর ও খুনে বদ্‌মায়েসদের প্রধান আড্ডা, ইহা সেই পল্লীর কোন লোক কোন দিন সন্দেহ করিতে পারে নাই। অদূরবর্ত্তী ওয়াল্‌হাম গ্রীণের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীবর্গ কোন দিন জানিতে পারে নাই কিরূপ ভয়ানক গুণ্ডার দল প্রতিরাত্রি সেখানে সমবেত হইয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশের জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত।

ওয়াল্‌হাম গ্রীণ ষ্টেশন হইতে লার্কসপুর ষ্ট্রীট কয়েক মিনিটের পথ। লণ্ডনের সহরতলিতে যে সকল নির্জ্জন, আড়ম্বরবর্জ্জিত, নিস্তব্ধ পথ দেখিতে পাওয়া যায়, এই পথটিও সেইরূপ মনোমুগ্ধকর। পথের ধারে ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বাড়ীর পাশে এক একটি ছোট বাগান, বাগানগুলি সুদৃশ্য ; প্রত্যেক বাগান কাঁটা-গাছের বেড়া দিয়া ঘেরা।

পথের এক দিকে কয়েকখানি দোকান। দোকানের পাশে একটা লাল রঙ্গের থামের মত ডাক-বাক্স ; (vermilion piller box) তাহার অদূরে একটি সঙ্কীর্ণ ঘর। সেই ঘরের দ্বারে নীলবর্ণ এনামেলের সাইনবোর্ড ; তাহাতে লেখা ছিল, এই স্থান হইতে টেলিফোন করিতে পারা যায় ; কিন্তু সেই বাড়ীখানি দেখিলে ডাকঘর বলিয়া ভ্রম হইত। ছয় মাস পূর্ব্বে সেই বাড়ীখানি পল্লীর শাখা-

ডাকঘররূপে ব্যবহৃত হইত। সেই সময় ওয়াল্‌হাম গ্রীণে ডাকঘরের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। কিন্তু সেই অট্টালিকা হইতে ডাকঘর উঠিয়া যাইবার পর আমাদের গ্রামের সাবেক ডাকঘরের মত সেখানে 'কংগ্রেস-কর্ম্মীসঙ্ঘের আফিস' না হইয়া ভিভেন্দি রেসিডেন্‌সিয়াল ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতার নাম মেজর মোটাসিয়াল। এই মেজরটি জার্ম্মানী*! সে সোহো ক্লাবের মাতব্বর মুরুব্বি ছিল; কিন্তু কোন কারণে একদিন গোয়েন্দা-পুলিশ সোহো ক্লাবে খানাতল্লাস করিতে আরম্ভ করিলে মেজর সেই ক্লাবের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া লার্কসপুর ষ্ট্রীটে ভিভেন্দি রেসিডেন্‌সিয়াল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই ক্লাব স্থাপিত হইবার পর বাড়ী ঘরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; সুতরাং সাবেক ডাকঘরের মতই বাড়ীর চেহারা ছিল। মেয়ে কেরানীরা যেখানে বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিত, জনসাধারণ যে জানালার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া টেলিগ্রাফের ফরম বা দোয়াত কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিত, এবং যে গবাক্ষের পাশে বসিয়া কেরানীরা চিঠিপত্র রেজিষ্ট্রী করিত, সেগুলি ঠিক সেই ভাবেই ছিল; ক্লাব হইবার পর ক্লাবের সভ্যগণ ঐ সকল স্থানে বসিয়া মদ্যপান করিত।

মেজর মোটাসিয়াল এই ক্লাবের অধ্যক্ষ ছিল। ক্লাবের মেম্বর হইতে হইলে বার্ষিক দশ শিলিং প্রাবেশিক দর্শনী (entrance fee) দিতে হইত; দর্শনীর পরিমান অধিক না হইলেও ওয়াল্‌হাম গ্রীণ অঞ্চলের কোন অধিবাসী এই ক্লাবের সদস্যের পদ গ্রহণ করে নাই। ক্লাবের সহিত তাহাদের কাহারও সম্বন্ধ ছিল না।

প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত এই ক্লাবের দরজা খোলা থাকিত; [illegible] পল্লীর কোন কোন অধিবাসীর তখনও তাহা ডাকঘর বলিয়াই ধারণা ছিল। তাহারা হঠাৎ সেই পথে আসিয়া টিকিট কিনিবার জন্য দ্বার ঠেলিয়া যদি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিত তাহা হইলে সবিস্ময়ে দেখিত যেখানে পূর্ব্বে টিকিট বিক্রয় হইত সেই স্থানে বসিয়া কোন গম্ভীরাকৃতি ভদ্রলোক মদের গ্লাসে চুমুক দিতেছে, না হয় কয়েকজন খেলোয়াড় একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া মহা আড়ম্বরে 'ব্রীজ' খেলিতেছে; পোষ্টমাষ্টার যে টেবিলে বসিয়া

হিসাবের খাতা লিখিতেন, এবং অকর্ম্মণ্য হেড্-পিয়নের কাযের গাফিলী দেখিয়া তাহার পাকা দাড়ী ছিঁড়িবেন বলিয়া ধমকাইতেন, বা ইন্‌সিওর্ড চিঠি পত্র গালামোহর করিতেন, সেই টেবিলের চারিদিকে ব্রীজ্-খেলোয়ারদের কলরব উঠিতেছে দেখিয়া পথিকের দল স্তম্ভিত ভাবে সরিয়া পড়িত।

শরৎকালের সন্ধ্যা; কুঝটিকায় চর্তুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লার্কসপুর ষ্ট্রীটের আলোক-স্তম্ভশিরে দীপালোক প্রজ্বালিত হইয়াছিল; কিন্তু কুঝটিকা রাশিতে আবৃত হওয়ায় আলোগুলি পীতাভ প্রতীয়মান হইতেছিল। নির্জ্জন পথের কোন দিকে জনমানবের সমাগম ছিল না।

সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ সম্ভ্রান্ত বেশধারী প্রৌঢ় একখানি ট্যাক্সিতে ভিভেভি ক্লাবের নিকট আসিয়া ট্যাক্সি হইতে পথে নামিলেন।

তাঁহার দেহ ধূসরবর্ণ ওভারকোটে আবৃত; তিনি ক্লাবের বাহিরে সংরক্ষিত সেই লোহিত স্তম্ভবৎ বাক্সটির নিকট দাঁড়াইয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর ক্লাবের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বাহিরে একে কুঝাটিকা, তাহার উপর প্রচণ্ড শীত, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ গরম ও আরামদায়ক। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে কড়ি হইতে একটি কাচের হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, তাহা আলোকাধার; সেই আলোকাধার হইতে স্নিগ্ধ আলোক-প্রভা টেবিলস্থিত মদের বোতলগুলিতে প্রতিফলিত হইতেছিল। আগন্তুক সেই কক্ষে কুণ্ডলীকৃত নীলাভ তাম্রকূট-ধূম দেখিতে পাইলেন। পাঁচ ছয় জন লোক সেখানে চক্রাকারে বসিয়া, কেহ মদ্যপান কেহ বা ধূমপান করিতে করিতে গল্প করিতেছিল।

আগন্তুক একটি বাতায়নের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং সম্মুখস্থিত [illegible] টিকে অভিবাদন করিয়া কিঞ্চিৎ পানীয়ের ফরমাস করিলেন।

মেজর মোটাস্নিয়াল দন্ত বাহির করিয়া হাসিল। কে সেই লোকটিকে 'মেজর' খেতাব দিয়াছিল তাহা কেহ জানিত না; তবে একটা জনরব শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই আর্ম্মানীটী এক সময় মাল্টাসী সৈন্যদলে সার্জ্জেণ্ট-মেজরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

মেজর ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "আমি দুঃখিত হইতেছি মহাশয়! আমরা এখানে মাল-টাল টানি বটে, কিন্তু বেচি না; কারণ এটী আমাদের ঘরোয়া আড্ডা।" (private club)

মিঃ ব্লেক তাহার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি কি? আমার অল্প কিছু হুইস্কি-সোডা হইলেই চলিবে মেজর!"

মেজর সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না তা হয় না মিস্তার! এ আমাদের 'প্রাইভেট ক্লাব'। রাস্তার ও-ধারে আপনি মদের দোকান দেখিতে পাইবেন, সেইখানে যত খুসী মাল টানিতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মেজর, আপনি বলিতে পারেন—মিঃ পল লুগার্ড এখন কোথায় আছে? সে ত এখানেই থাকে?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মাতালের দলের গুঞ্জন-ধ্বনি বন্ধ হইল; তাহারা সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আর্ম্মানীটা মুহূর্ত্ত কাল ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, মিস্তার লুগার্ড এখানেই থাকে বটে, কিন্তু এখন সে বাহিরে গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে আমি এখানে প্রতীক্ষা করিব।"—তিনি আর্ম্মানীটার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অদূরবর্ত্তী একটা খালি মদের পিপার উপর বসিয়া পড়িলেন।

মোটাসিয়াল উৎকণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু মিস্তার লুগার্ড এক একদিন অর্দ্ধেক রাত্রি বাহিরে [illegible]টাইয়া আসে; আজ তাহার ফিরিতে [illegible]টা তিনটে বাজিয়া যাইতে পারে। সে পেশাদার নাচিয়ে, (pro[illegible] danther) এইজন্য—"

মিঃ ব্লেক একটা সিগারেট ধরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সেজন্য কোন অসুবিধা হইবে না মেজর, আমি সেই পর্য্যন্তই অপেক্ষা করিব।"

অনন্তর তিনি দলবদ্ধ মাতালগুলির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মেজর, এখানে ফাদার ও'ব্রায়েনকে দেখিতেছি। উনিও এখানে থাকেন বুঝি?

আহা, লণ্ডনের বাছা বাছা লোকগুলিকে আপনার এই ক্লাবে আশ্রয় দিয়াছে[illegible] দেখিতেছি!"

তিনি পাদরী-বেশধারী একটী স্থূলোদের পক্ককেশ স্ফূর্ত্তিবাজ মাতালের মুখে[illegible] দিকে চাহিলেন।

ফাদার ও'ব্রায়েন একটি পাকা বদমায়েস; সকল রকম নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য[illegible] আমদানী করিয়া যাহারা গোপনে সেই সকল সামগ্রীর ব্যবসায় করিত—তাহাদের দলের চাঁই। মিঃ ব্লেকের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আইরিশ্ চাষার কণ্ঠস্বরে বলিল, "আরে! তুমি কি সে[illegible] টিকটিকি মিঃ রবার্ট ব্লেক নও হে? বলি ওহে মিঃ ব্লেক! তুমি আছো কেমন[illegible] তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে খাসা স্ফূর্ত্তিতে আছ; চেহারা খুলিয়াছে ভালো।"

মিঃ ব্লেক তাহার ধৃষ্টতার পরিচয়ে আমোদ বোধ করিলেন। সে বহুদি[illegible] ধরিয়া শুল্ক বিভাগকে প্রতারিত করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে বিস্তর পিস্তল ও অন্য[illegible] অস্ত্র শস্ত্র চালান দিতেছিল এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে যখন বিপ্লব চলিতেছিল, সেই সম[illegible] সেই আইরিস জাতিকে ঐ ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও কোন দিন ধ[illegible] পড়ে নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কেমন আছ ও'ব্রায়েন! তোমার ত খুব স্ফূ[illegible] দেখিতেছি!"

ও'ব্রায়েন হাসিয়া বলিল, "তুমি কোন দিন আমার স্ফূর্ত্তির অভাব দেখিয়া[illegible] কি? কিন্তু এই শীতের রাত্রে তুমি কি মতলবে ভিভোঙি হৌসে আসিয়া জুটি[illegible] তাহাই আগে বল। বিনা-মতলবে এ রকম কু-স্থানে কখন ত তোমা[illegible] আসিতে দেখা যায় না; শীতের মধ্যে এখানে আসিয়াছ, [illegible] গ্ল্যাস [illegible] টানিয়াই ঘুঘুর মত চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত সে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কি[illegible] তোমাদের মেজর যে আমাকে আমোল দিল না! সে আমাকে দেখিয়া খু[illegible] হইতে পারে নাই।—এই স্থানটির কি নাম বলিলে?"

ও'ব্রায়েন বলিল, "ইহার নাম ভিভেঙি হৌস। আমরা বাছা-বাছা লো[illegible]

এখানে আমোদ আহ্লাদ করি ; তাহার পর স্ফূর্ত্তির চোটে মেঝের উপর গড়াগড়ি ! যদি কোন দিন সকালে এখানে আসিতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে—রাত্রে আমোদটা কতদূর গড়ায় !—কেমন মেজর, আমি কি সত্য কথা বলি নাই ?"

আর্ম্মানীটা ও'ব্রায়েনকে ধমক দিয়া বলিল. "কি ছ্যাবলামী করিতেছ ? তোমার দোষে আমাদের ক্লাবের বদনাম রটিবে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আবার হয় ত কোন দিন কাহারও গলায় ফাঁসও উঠিবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া আর্ম্মানীটা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল।

ও'ব্রায়েন বলিল, "আজ কাল তোমার চোর-ধরার ব্যবসা কি রকম চলিতেছে বলিবে কি মিঃ ব্লেক ? তোমার পেশাটা খুব মহৎ ও সমাজের হিতকর। এখানে কি শিকার-টিকারের সন্ধানে আসিয়াছ ? চোরগুলাকে আমি ঘৃণা করি বটে, কিন্তু সে বেচারাদের. চেয়েও আমি বেশী ঘৃণা করি কাহাদের জানো—ঐ টিকটিকি-গুলাকে। আমি শুল্কের শনি, দেশের লোকের হিতৈষী বন্ধু। তিন টাকার জিনিসে বাবা, পাঁচ টাকা চুঙ্গীকর আদায় হয় ! আমি সেটা ফাঁকি দিয়া সাধারণের উপকার করি বটে, কিন্তু চুরি চামারিকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।"

মিঃ ব্লেক জানিতেন তাহার একথা মিথ্যা নহে ; কিন্তু তিনি এই সকল বিষয়ের আলোচনায় সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া ও'ব্রায়েনকে বলিলেন, "পল লুগার্ড নামক কোন লোককে তুমি চেন কি ?"

ও' ব্রায়েন বলিল, "কি নাম বলিলে ? লুগার্ড ?—তাহাকে আমি চিনি না ? সে ত এখ[illegible]ক। হোটেল স্পিলিজের সে যে নাচিয়ে।"

সে[illegible]সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার দীর্ঘ দেহ সাদা পরিচ্ছদে মণ্ডিত ; মস্তকে অপেরা-হ্যাট্। তাহার মুখের ভাব নারীর মুখের মত, কুণ্ঠিত শঙ্কিত দৃষ্টি ;—তাহাকে দেখিয়াই মিঃ বুঝিতে পারিলেন সেই মহাপুরুষই পল লুগার্ড !

লুগার্ড মোটাসিয়ালের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সে লুগার্ডের কানে কানে

কি বলিল ; তাহা শুনিয়া লুগার্ড ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার চক্ষু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের চক্ষুর মত জ্ব উঠিল।

লুগার্ড মিঃ ব্লেকের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ ! কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অকারণে আসি নাই , কথাটা গোপনীয়। গোপ তোমার সঙ্গে দুই চারিটী কথা বলিবার সুবিধা হইবে কি ?"

লুগার্ড বলিল, "আমি তোমাকে চিনি না ; তুমি কে তাহাও জানিতে চা না।—হঠো।"

মিঃ ব্লেকের ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ সেই বদ্‌মায়েসটাকে পদাঘাতে ধরাশা করেন ; তিনি আরক্ত নেত্রে লুগার্ডের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

ও'ব্রায়েন বলিল, "লুগার্ড, তোমার এ কিরূপ ব্যবহার ? ভদ্রলোকের স কি এই ভাবে আলাপ করিতে হয় ? ছিঃ !"

লুগার্ড বুঝিল প্রথমেই অধীরতা প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। তাহার মনে ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলেও সে মৌখিক শিষ্টাচারের অভিনয় করিয়া অপেক্ষাকৃ মোলায়েম স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি আমার অপরাধ লইবেন না। আ ন্ধ্যার পর নানা কারণে আমার মেজাজ বড় গরম হইয়াছিল, মাথা ঠিক নাই এজন্য আমি একটু রূঢ় আচরণ করিয়াছি।—আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার স দেখা করিতে আসিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করি আসিয়াছি এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না ; কারণ তাহ[illegible] তোমা স্বার্থের সম্বন্ধ আছে। তবে কথাগুলি একটু গোপনীয়।—আমি মিস্ ওয়ে —মিস্ ডাফ্‌লি ওয়েনি সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা করিতে চাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লুগার্ডের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল ; তাহার চ হইতে সন্দেহ ফুটিয়া বাহির হইল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও তাঁহার সন্দেহ হইল তাঁহার কথা শুনিয়া তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি

আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি মিস্ ওয়েনির বাহ্যিক সরলতার অন্তরালে কপটতার পরিচয় পাইয়াছিলেন ; অথচ তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়া লুগার্ডের মনের ভাবও বুঝিতে পারিলেন না ! তিনি সঙ্কটে পড়িলেন।

লুগার্ড আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "হাঁ, সেই রমণীর সহিত আমার জানা শুনা আছে বটে ! আপনি আমার ঘরে চলুন মিঃ ব্লেক ! সেখানে আপনার সকল কথা গোপনে শুনিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক লুগার্ডের ব্যবহারের আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন ; তাহার কথাবার্ত্তায় ও ভাবভঙ্গিতে তাঁহার মন সন্দেহে পূর্ণ হইল ; অতঃপর সতর্কতাবলম্বন করা এবং হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিলে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার মনের ভাব গোপন করিবার শক্তি অসাধারণ। তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই মনের ভাব বুঝিতে পারে না।

লুগার্ড ক্লাবের অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এক এক বোতল হুইস্কি সোডা আর গ্ল্যাস, মেজর !"—তাহার পর সে একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "এই দিকে আসুন মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন ; সেই কক্ষের একপ্রান্তে গ্যাসের আলোকে তিনি একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন।

লুগার্ড সেই পথে চলিতে চলিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দোতলায় আমার বাসের ঘর ; কামরাগুলি বেশ আরামদায়ক মিঃ ব্লেক ! আমরা এখানে একদল স্ফুর্ত্তিদার ইয়ার লোক বাস করি কি না ; আমাদের দিনগুলি বেশ আমোদেই কাটিয়া য[illegible]।"

সম্মুখেই সিঁড়ি। মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "হাঁ, সে পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি।"

লুগার্ড দোতলার সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত একটি কুঠুরীর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাবি দিয়া সেই দ্বার খুলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল এই মেয়েলী ধরণের আকার-প্রকারবিশিষ্ট যুবক চরিত্র মনস্তত্ত্ববিদের অধ্যয়নের বস্তু। (Psychological study) তাহাকে করিবার কোন কারণ ছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইল না; কিন্তু তা ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। যদি সে ম মিস্ ওয়েনিকে মুঠায় পুরিয়া তাহার নিকট উৎকোচ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা সর্ব্বনাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহা হইলে মিস্ ওয়েনি মাননীয় ফি স্কারসন-সম্বন্ধে তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিল কে লুগার্ডই বা প্রথমে তাঁহার সহিত অভদ্র ব্যবহার করিয়া অবশেষে শিষ্টা প্রদর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল কেন?

অতঃপর লুগার্ড সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "এই আ বাসের কামরা মিঃ ব্লেক! কক্ষটি সামান্য হইলেও ইহা আমার নি দখলেই আছে।"

লুগার্ড 'সুইচ' টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আসবাব-পত্র ও সাজ-সজ্জা দেখিতে লাগিলে সেই কক্ষের দেওয়াল ও জানালাগুলি রেশমী পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। এক পা কমলা রঙ্গের বস্ত্রে আচ্ছাদিত কৌচ, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ রেশমী খো বালিশ। তাহার কিছু দূরে একটা পিয়েনো। তাহার উপর কয়েকটি অভিনে ফটো—ফ্রেমে আবদ্ধ। ফটোগুলির নীচে অভিনেত্রীদের নাম আঁকা-বাঁ অক্ষরে কালী দিয়া লেখা ছিল।

ম্যান্টল্‌পিসের উপর ক[illegible]কটি উলঙ্গ মূর্ত্তি। সেই কক্ষটি যে ভাবে সজ্জি তাহা দেখিলে মনে হইত তাহা কোন অশিক্ষিতা নর্ত্তকীর বা[illegible] সেই ক দেখিয়াই মিঃ ব্লেক লুগার্ডের রুচি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাইলেন।

লুগার্ড বলিল, "আমার কামরা বোধ হয় আপনার মনে ধরে নাই; কি উপায় কি? সকলের রুচি ত সমান নয়। আপনি দয়া করিয়া এই কৌচে বসু বসিয়া আরাম পাইবেন।"

লুগার্ড হাঁটুর উপর ভর দিয়া মেঝেতে বসিয়া গ্যাসের আগুন জ্বালিল; তাহ

পর আদরের স্বরে বলিল, "সোলাঙ্গী, আমি ঘরে না থাকায় তোর একা থাকিতে কষ্ট হচ্ছিল, কেমন ?"

লুগার্ডের সাড়া পাইয়া একটা প্রকাণ্ড পারসিয়ান বিড়াল একটা গদী-আঁটা ঝোড়ার ভিতর হইতে লাফাইয়া তাহার পায়ের কাছে গেল, এবং আদর করিয়া তাহার হাঁটুতে মাথা ঘসিতে আরম্ভ করিল।

লুগার্ড বিড়ালটার পিঠের সুকোমল নীলবর্ণ লোমে হাত বুলাইয়া বলিল, "দেখেছিস্ সোলাঙ্গী, আমাদের ঘরে কে এসেছেন ? উনি লণ্ডনের বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ রবার্ট ব্লেক।—বড় যে-সে লোক ন'ন।"

বিড়ালটা পিঠ ধনুকের মত বাঁকাইয়া সরিয়া গেল। লুগার্ড প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আমার এই বিড়ালটার নাম সোলাঙ্গী, এমন চমৎকার বিড়াল আর কখন দেখিয়াছেন ? আমি বড় বিড়াল ভালবাসি ; কারণ বিড়ালগুলা যেমন শিকারী, সেইরকম নিষ্ঠুর, আর ভয়ঙ্কর লোভী। আমি উহাদের এই সকল বিশেষত্বের ভারী পক্ষপাতী।"

মিঃ ব্লেক এই সকল বাজে কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে বিড়ালের গল্প শুনিতে আসি নাই ; তোমার কাছে মিস্ ডাফ্‌নি ওয়েনির কয়েকখানি গোপনীয় চিঠি আছে, সেই সকল চিঠিসম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে দুই চারিটি কথার আলোচনা করিতে আসিয়াছি।"

লুগার্ড তাঁহার কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া চক্ষু সঙ্কুচিত করিল এবং মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না ; কারণ—"

[illegible] শেষ হইবার পূর্ব্বে একটা আরদালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানি ট্রে, তাহার উপর এক একবোতল সোডা হুইস্কি ও গ্লাস।

লুগার্ড আরদালীকে বলিল, উইম্‌কিন্‌স, ও-গুলা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া যাও ; আমি না ডাকিলে এখানে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না।"

আরদালী সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, তাহার পশ্চাতে দ্বাররুদ্ধ হইল।

লুগার্ড মিঃ ব্লেককে বলিল, "হাঁ, আপনি কি বলিতেছিলেন বলুন। আপনি

কাহার চিঠিসম্বন্ধে কি বলিলেন তাহা বুঝিতে পারি নাই ; আপনার কি কথা বলিবার আছে খুলিয়া বলুন।”

লুগার্ড দুইটি গ্লাসে হুইস্কি ও সোডা ঢালিয়া মিঃ সম্মুখে একটি আগাইয়া দিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন ; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমার অধিক কিছু বলিবার নাই, এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহা এতই সুস্পষ্ট যে, তুমি কেন বুঝিতে পার নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ! তুমি মিস্ ডাফ্‌নি ওয়েনির কয়েকখানি প্রেমপত্র নিজের কাছে রাখিয়াছ, এবং সেই সকল পত্রের অপব্যবহার করিবার ভয় দেখাইয়া সেই বুদ্ধিহীনা সরলা যুবতীর নিকট ঘুস আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছ ! আমি সেই পত্রগুলি তোমার নিকট হইতে লইতে আসিয়াছি।”

লুগার্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আপনার এই অভিযোগ কেবল অসঙ্গত নহে, অত্যন্ত আপত্তিজনক। কোন্ সাহসে আপনি এভাবে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ও সকল ন্যাকামী রাখিয়া দাও লুগার্ড ! আমার সঙ্গে চালাকী করিয়াও লাভ নাই ; আমি সোজা কথার মানুষ। আমার এক কথা। মিস্ ওয়েনির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। সে আমার নিকট তোমার সকল কীর্ত্তির কথাই প্রকাশ করিয়াছে ; আমি তোমাকে তিন মিনিট মাত্র সময় দিলাম ; এই তিন মিনিটের মধ্যে যদি সেই পত্রগুলি বাহির করিয়া আমার হাতে না দাও তাহা হইলে—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লুগার্ড ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, “তাহা হইলে কি হইবে শুনি। আমা[illegible]সিয়া আমাকেই তুমি ভয় দেখাইতে সাহস করিতেছ !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে আমি তোমাকে এমন কোঁৎকানি দিব যে, জীবনে কখন তেমন কোঁৎকার আস্বাদন পাও নাই ; তাহার পর তোমাকে পুলশের হাতে দিব। তোমার ঐ অপরাধের কি শাস্তি—তাহা কি জান না ? আমি বিচারালয়ে তোমার অপরাধ সপ্রমাণ করিব ; তাহার ফলে তোমাকে

জীবনের অবশিষ্ট কাল জেলখানায় পচিতে হইবে। আশা করি এবার আমার সোজা কথা বুঝিতে পারিয়াছ।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লুগার্ডের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইল; সে মানসিক চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা গোপন করিতে না পারিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি তোমার কথা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। মিস্ ওয়েনির সঙ্গে আমার দুই একবার মাত্র দেখা হইয়াছে; কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আমার আলাপ নাই।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন সে সুদক্ষ অভিনেতা না হইলে সত্য কথাই বলিয়াছে; কিন্তু যদি তাহার কথা সত্য হয় তাহা হইলে মিস্ ওয়েনি কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লুগার্ডের বিরুদ্ধে ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছিল? কেনই বা কাতর ভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল?

মিঃ ব্লেক লুগার্ডের কথা বিশ্বাস না করিয়া হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এক মিনিট কাটিয়া গেল, আর দুই মিনিট সময় আছে; এখনও তুমি মিস্ ওয়েনির পত্রগুলি আমাকে দিলে না?"

লুগার্ড কাতরভাবে বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার কাছে মিস্ ওয়েনির চিঠি পত্র কিছুই নাই। আপনি আমার ঘরে বাক্স, আলমারি, দেরাজ খানাতল্লাস করিয়া দেখিতে পারেন। আপনি আমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অত্যন্ত অপমানজনক অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন মিঃ ব্লেক! ইহাতে আমার সুনাম—"

লু[illegible] শেষ না করিয়া হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন; তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল অবিলম্বেই তাঁহার বিপদ অপরিহার্য্য!

মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিস্তার লাভ করিতে পারিলেন না; মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তিনি মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার চেতনা-লোপের উপক্রম হইলেও তিনি

সম্মুখে একজন নূতন লোক দেখিতে পাইলেন ; তাহার মুখে মুখোস এবং হাতে রবারের নলের মাথায় বাঁধা একটি ভারী সীসার ভাঁটা !

মিঃ ব্লেক আঘাত-যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়াও তাঁহার আততায়ীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন সেই লোকটি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে সম্ভবতঃ লুগার্ডের অনুচর বা অর্থভোগী গুণ্ডা।

মুখোসধারী আগন্তুক চক্ষুর নিমেষে লুগার্ডের পাশে সরিয়া গিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কেমন কোঁৎকা খাইয়াছ, নাছোড়বান্দা ব্লেক !"

লুগার্ড ভীতিবিহ্বল নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; মিঃ ব্লেক মুখোসধারী আততায়ীকে অদূরে সরিয়া যাইতে দেখিয়া অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন ! তখন তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল, তিনি দক্ষিণ পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার আততায়ীকে জড়াইয়া ধরিবার পূর্ব্বেই সে এক লম্ফে আরও কিছু দূরে সরিয়া গেল—তাহার পর চক্ষুর নিমেষে তাহার হাত উর্দ্ধে উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে সেই সীসার গোলাটা পুনর্ব্বার প্রচণ্ডবেগে তাঁহার মাথায় পড়িল।

মিঃ ব্লেক সেই আঘাতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন ; তাঁহার মুখ-বিবর হইতে আর একটি কথাও নিঃসারিত হইল না, পতনমাত্রেই তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাঁহার নিস্পন্দ দেহ স্থির ভাবে পড়িয়া রহিল। তাঁহার অসাড় দেহে জীবনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

লুগার্ড কম্পিত দেহে দুই হাতে ম্যাণ্টল্‌পিস্ চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখ মৃতব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল। সে ব্যাকুল স্বরে মুখোসধারী গুণ্ডাটাকে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! তুমি এই গোয়েন্দাটাকে মারিয়া ফেলিলে !"

আগন্তুক গুণ্ডা তাহার মুখোসের চক্ষুর সম্মুখস্থ ছিদ্র দিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ আমি উহাকে সাবাড় করিয়াছি। যদি না

মরিয়া থাকে তাহা হইলে ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই শিঙা ফুঁকিবে ; এখন ত ঐখানে পড়িয়া থাক হতভাগা গোয়েন্দা !”

লুগার্ড মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য এক গ্ল্যাস হুইস্কি ঢালিয়া তাহা এক নিশ্বাসে পান করিল ; তাহা দেখিয়া মুখোসধারী বলিল, “আমাকেও কিছু ভাগ দিও।”—সে বোতলটা তুলিয়া-লইয়া বোতলের নির্জ্জলা হুইস্কিটুকু সমস্তই গলায় ঢালিয়া দিল। (poured the raw whisky down his throat,) তাহার পর সে তাহার হাতের সেই রক্তপ্লাবিত সীসার ভাঁটা রবারের নল-সহ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

মিঃ ব্লেকের এই আততায়ীর নাম উইল্‌সন ; সকলে তাহাকে ঠগী উইল্‌সন বলিত। তাহার মত ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা লণ্ডনের সেই অঞ্চলে একটিও দেখা যাইত না।

ঠগী উইল্‌সন আধ বোতল মদ গলায় ঢালিয়া মুখের উপর হইতে মুখোসটা সরাইয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দু’টি ছোট ও গোল, দেখিতে কতকটা পেঁচার চোখের মত ; নিষ্ঠুরতা ও শঠতা তাহার চক্ষু হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সে মিঃ ব্লেকের অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া বলিল, “গোয়েন্দা সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে।”—তাহার পর সে রবারের নলসংযুক্ত ভাঁটা বুকের পকেটে রাখিয়া বলিল, “ডাক্তারকে খবর দাও। কি রকম তোফা কায়দার সঙ্গে একটি ঘা জাঁতাইয়া দিয়াছি ! ইহাকে আমি হাতের বিজ্ঞান-সম্মত কেরামতি বলি।”

লুগার্ড টেবিলের কাছে আসিয়া টেবিল হাতে একটা মোমের পুতুল সরাইয়া ফেলিল, তাহার নীচে টেলিফোনের রিসিভার সংগুপ্ত ছিল ; কিন্তু পুতুলটি না সরাইলে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। লুগার্ড রিসিভারটি তুলিয়া লইয়া নীচের ঘরে উপবিষ্ট মেজরকে আহ্বান করিল, তাহাকে বলিল, “মেজর, ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও, তাঁহার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

দুই এক মিনিট পরে লুগার্ড টেলিফোনে সাড়া লইয়া বলিল, “কে ? তুমি ডাক্তার ! হাঁ, আমি পল কথা বলিতেছি। আমাদের যোগাড়-যন্ত্র কিরূপ নিখুঁত

হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ? গোয়েন্দাটা একটুও সন্দেহ করিতে পারে নাই ; সরল বিশ্বাসে সোজা আসিয়া ফাঁদে পা দিয়াছে। হাঁ, কায হাসিল। ড্রাইভার লেডি নীচে অপেক্ষা করিতেছে।"

লুগার্ড যে উত্তর পাইল তাহা শুনিয়া টেলিফোনের চোঙ নামাইয়া রাখিল।

ঠগী উইল্‌সন বলিল, "ডাক্তার কি বলিল ?"

লুগার্ড বলিল, "ডাক্তার এখনই আসিবে।"—সে একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।—মিঃ ব্লেকের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুখ ফিরাইয়া ফিরিয়া লইল ; এই প্রকার গুণ্ডামার পরিণাম কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিল।

লুগার্ড ভগ্নস্বরে বলিল, "দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে ?—কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "আমি, দরজা খোল।"

লুগার্ড দরজা খুলিলে কন্‌রাড ক্লীন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে একটী স্ত্রীলোক ছিল ; স্ত্রীলোকটি যুবতী, সুন্দরী ও পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

ক্লীন তাহার সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "থেল্‌মা, তোমার এখানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ; তবে যদি শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য আগ্রহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে থাকিতে পার। তোমার কৌশল বিফল হয় নাই ; যে কায তুমি আরম্ভ করিয়াছিলে মি: উইল্‌সন মিষ্ট ভাবে ও চমৎকার দক্ষতার সহিত তাহা শেষ করিয়াছে।"

যুবতী ক্লীনের পশ্চাৎ হইতে মিঃ ব্লেকের প্রসারিত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল এবং মুখ শুকাইয়া গেল।

কন্‌রাড ক্লীন তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার চাতুরীর ফল এরূপ অব্যর্থ হইবে, ইহা তুমি পূর্ব্বে প্রত্যাশা কর নাই মিস্ ওয়েনি !

উৎপীড়িতা নারীর সম্মান রক্ষা করিতে আসিয়া বীরপুরুষের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা দেখিয়া খুসী হইতে পার নাই? কিন্তু আমার কৌশল চিরদিনই অব্যর্থ। আমার প্রতিহিংসা অমোঘ।"

ক্লীনের সঙ্গিনী অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি যে খেলা আরম্ভ করিয়াছ, তাহার শেষ কোথায়? কি ভাবেই বা ইহার শেষ হইবে? শেষ রক্ষা করিতে পারিবে কি?"

চতুর্থ ধাক্কা

ধরা ও ছাড়া

গভীর রাত্রে স্মিথ বাড়ী ফিরিল; কিন্তু তাহার মন তখন অত্যন্ত চঞ্চল। 'মে-ফেয়ারে' সে একাকী আহার করিয়া আসিল। তাহার আশা ছিল মধুরহাসিনী মধুরভাষিনী বিলাসিনী রূপসী মিস্ ওয়েনি তাহার সঙ্গে বসিয়া ভোজন করিবে, হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিবে, এবং সময়টা বেশ আনন্দেই কাটিবে; কিন্তু তাহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই।

যে কেরানীর উপর অভ্যর্থনার ভার ছিল (the reception clerk) তাহার নিকট স্মিথ জানিতে পারিয়াছিল শ্রীমতী অনেক আগেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল; সুতরাং তাহার ফিরিতে রাত্রি অধিক হইবারই কথা। একথা শুনিয়াও স্মিথ হতাশ না হইয়া মিস্ ওয়েনির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

স্মিথ রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সেই হোটেলের তালিকুঞ্জে অপেক্ষা করিল; কিন্তু মিস্ ওয়েনির সন্ধান মিলিল না। তখন সে অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে নিজের পয়সায় নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত!

স্মিথ সেই গভীর রাত্রেও তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইল, এবং তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে নিদ্রাভিভূত হইল বটে, কিন্তু কিছুকাল পরেই টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে [illegible]র অধিক ঘুমাইতে পারে নাই; কিন্তু চক্ষু ডলিতে ডলিতে শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেই সে বুঝিতে পারিল বহুপূর্ব্বে প্রভাত হইয়াছে! শরৎ-প্রভাতের উজ্জ্বল রবিকর জানালা দিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল।

টেলিফোনের ঝন্‌ঝনির আর বিরাম নাই !—স্মিথ বিরক্তি ভরে বলিল, "দুত্তোর ঝন্‌ঝনি ! একটু যে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইব তারও যো নেই। সময় নেই অসময় নেই—কেবলই ঝন্ ঝন্ ঝন্ !"

স্মিথ বিরক্তিভরে উঠিয়া রিসিভার তুলিয়া লইল ; সে সাড়া দিতেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ভারী গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল ; তখন সে বলিল, "হাল্লো, হাঁ আমি স্মিথ। আমি ঘুমাইতেছিলাম, এত সকালে আমার আরামের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দিলেন কেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দায়ে পড়িয়া তোমার আরামের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইল স্মিথ ! একটা দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

স্মিথ সভয়ে বলিল, "দুঃসংবাদ ! কিরূপ দুঃসংবাদ ইন্‌স্পেক্টর ? আশা করি আমাদের কর্ত্তার সম্বন্ধে কোন দুঃসংবাদ দিতে আসেন নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তোমার সন্দেহ অমূলক নহে স্মিথ ! আজ সকালে সাড়ে ছয়টার সময় মিচারের মাঠে তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। শেষরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজা মাটীতে তিনি যে কয় ঘণ্টা পড়িয়া ছিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন। হাসপাতালের গাড়ীতে তাঁহাকে সেণ্ট ম্যাথুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমাদের বড় ভয় হইয়াছে।"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইল ; তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "সত্য করিয়া বলুন ইন্‌স্পেক্টর, তাঁহার কি জীবনের আশা নাই ? আপনি যে ভয়ানক কথা বলিলেন !"

কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি ? তাঁহার জীবনের আশা আছে কি না তাহাই বা কিরূপে বলিব ? তবে হাসপাতালের ডাক্তার বলিতেছেন তিনি এই ধাক্কা সাম্‌লাইতেও পারেন ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার মাথার আঘাত অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। এখন আমি হাসপাতাল হইতে তোমাকে কথা বলিতেছি।"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে আগ্রহভরে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া অ

কিছুকাল ওখানে অপেক্ষা করিবেন ইন্‌স্পেক্টর! আমি এখনই হাসপাতালে যাইতেছি; ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আশা করি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সদয় ভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি প্রতীক্ষায় থাকিলাম; তুমি আর একটুও বিলম্ব করিও না। তুমি অধীর হইও না স্মিথ! আমার বিশ্বাস মিঃ ব্লেক শীঘ্রই সামলাইয়া উঠিবেন; না, তাঁহার জীবনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার মত সবলকায় সুস্থ লোকের পক্ষে এরূপ ধাক্কা সামলাইয়া উঠা আদৌ কঠিন নহে।"

স্মিথ কম্পিত হস্তে রিসিভার নামাইয়া রাখিল। মিঃ ব্লেকের জীবন বিপন্ন, অবস্থা সঙ্কটজনক। যদি তিনি না বাঁচেন! স্মিথ চারি দিক অন্ধকার দেখিল—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল। মিঃ ব্লেককে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল, অথচ মিঃ ব্লেক সেই সময় বৃষ্টিধারা প্লাবিত কর্দ্দমাক্ত মাঠে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, এ কথা চিন্তা করিয়া স্মিথের মন অনুশোচনায় পূর্ণ হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল মিঃ ব্লেকের আততায়ীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে এই অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল দিবে। সে তাড়াতাড়ি একখানি ট্যাক্সি লইয়া সেণ্ট ম্যাথুর হাসপাতালে উপস্থিত হইল।

শ্বেত পরিচ্ছদ মণ্ডিতা শুশ্রূষাকারিণী স্মিথের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করিল। আইডোফর্ম্মের গন্ধে সেই কক্ষের বায়ুস্তর পরিপূর্ণ।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি চেয়ারে বসিয়া স্মিথের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ। তিনি স্মিথকে দেখিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "এস স্মিথ, তোমার কর্ত্তাটিকে লইয়া ভারী বিপদে পড়া গিয়াছে; হাঁ, বিষম সঙ্কট!"

স্মিথ আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, ব্যাকুল ভাবে বলিল, "সংবাদ কি ইন্‌স্পেকটর, দোহাই আপনার, কর্ত্তা কেমন আছেন শীঘ্র বলুন, তাঁহার জীবনের আশঙ্কা নাই ত?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সদয় ভাবে স্মিথের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "অস্থির হইয়া কোন লাভ নাই হে ছোকরা! তোমার ব্যাকুলতায় তাঁহার কোন উপকারের আশা নাই। তুমি হতাশ হইও না। ডাক্তার বলিতেছিলেন মিঃ ব্লেকের সহ্য করিবার শক্তি অসাধারণ; দেহখানি ইস্পাতের মত সুদৃঢ়। সুতরাং মস্তিষ্কে শক্ত-রকম ঝাঁকুনি লাগিলেও তাহার ফল সাংঘাতিক হইবার আশঙ্কা অল্প; তবে হঠাৎ কোন উপসর্গ আসিয়া জুটিবে না এ কথা ত বলা যায় না। কাল শেষরাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘকাল তিনি মাঠে পড়িয়া ছিলেন কিনা, তাহার ফল ভাল হইবে ইহা কিরূপে আশা করা যায়? বিশেষতঃ, এখন তাঁহার ১০৪ ডিগ্রী জ্বর এবং—"

স্মিথ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু এই দুর্ঘটনার কারণ জানিবার জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি। এ কাণ্ড কাল কোন্ সময় কোথায় ঘটিয়াছিল? কেহ কি জন্য কর্ত্তাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমি তোমাকে অধীর হইতে নিষেধ করিলাম, সে কথা কি তুমি শুনিতে পাও নাই? শান্ত হও, ধীর ভাবে সকল কথা শুনিও। তুমি বোধ হয় প্রাতর্ভোজন না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছ?"

স্মিথ ব্যাকুলস্বরে বলিল, "প্রাতর্ভোজন চুলোয় যাক! কর্ত্তা এখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার জীবন-সঙ্কট অবস্থা—এ সংবাদ পাইয়াও আমি আহারের প্রতীক্ষায় বাড়ীতে বসিয়া থাকিব, আপনি কি আমাকে এই রকম পেটুক—"

ইন্‌সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এই দেখ! তুমি কি কোন-মতেই মন স্থির করিতে পার না? এই ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া কি লাভ হইবে বলিতে পার? ডাক্তার বলিয়াছেন এখনও অন্ততঃ দুই ঘণ্টার মধ্যে মিঃ ব্লেকের চেতনা-সঞ্চারের আশা নাই। এ অবস্থায় এখন কোন রেস্তরাঁয় গিয়া যদি আমরা প্রাতর্ভোজনটি শেষ করি এবং সেই সময় এই সকল কথার আলোচনা করি তাহা হইলে কি বুদ্ধিমানের মত কায করা হইবে না?"

কথাটা স্মিথের মনঃপুত না হইলেও সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রস্তাবের প্রতিবাদ

করিতে সাহস করিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উঠিয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলে স্মিথ অনিচ্ছার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেণ্ট ম্যাথুব হাসপাতালের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া উভয়ে নিঃশব্দে চলিতে চলিতে কিছু দূরে একটি রেস্তরাঁ দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেখানে আহার করিতে চলিলেন; তাঁহার ইঙ্গিতে স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বরাহ-মাংস ও পক্ষীডিম্বের রসাস্বাদন করিতে করিতে স্মিথকে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিচাম থানার এলাকা হইতে সকালে সাড়ে সাতটার সময় টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল ঐ পল্লীর অদূরবর্ত্তী মাঠের পূর্ব্ব দিকে যে নালা আছে—একজন কন্‌ষ্টেবল সেই দিকে পাহারায় বাহির হইয়া—সেই নালার ভিতর মিঃ ব্লেককে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কনষ্টেবল তাঁহার পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল তিনি দীর্ঘকাল হইতে সেই স্থানে পড়িয়া ছিলেন। কন্‌ষ্টেবল তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মস্তকে দুইটি আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিল। কাল শেষরাত্রে অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই বৃষ্টিতে তিনি যে ভাবে ভিজিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া কন্‌ষ্টেবলটির ধারণা হইয়াছিল তিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সেই স্থানে সেই ভাবে পড়িয়া ছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথাগুলি শুনিয়া স্মিথ অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে কিছুই খাইতে পারিল না; আহারে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ডিস্‌খানি ঠেলিয়া রাখিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা রাখিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে টস্‌-টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা না করিয়া বলিলেন, "সেই কন্‌ষ্টেবল হাসপাতালের গাড়ীর জন্য টেলিফোন করিয়াছিল; কারণ সেই বিভাগের পুলিসের ডাক্তার মিঃ ব্লেকের দেহ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর স্কেরী এখন মিচাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী

তিনি সুদক্ষ ও সদাশয় কর্ম্মচারী। তিনি এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়াই তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমি কর্ত্তার মুখেও তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি! আশা করি তিনি রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হইবেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "কিন্তু তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিবে ত? হাঁ, তোমার সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। প্রথম কথা, মিঃ ব্লেক কাল রাত্রে ঐ পল্লীতে কেন গিয়াছিলেন? সেখানে তাঁহার কি কায ছিল তাহা জানা প্রয়োজন এবং সম্ভবতঃ তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে; দ্বিতীয়তঃ, এরূপ কোন লোকের সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য উৎসুক ছিল? আমি জানি আমাদের শত্রুর অভাব নাই, সেইরূপ তাঁহারও শত্রু-সংখ্যা অল্প নহে; তাঁহার মাথা লইবার জন্য অনেকেরই হাত নিশ্ পিশ্ করে। অনেকে মনে করে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাহারা নিষ্কণ্টক হইবে। তাঁহার চেষ্টায় কত অপরাধী দীর্ঘ-কালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিয়াছে; তাহাদের অনেকে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদের কেহ এই কার্য্য করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ আছে কি? ডাক্তারের রিপোর্টে প্রতিপন্ন হইয়াছে মিঃ ব্লেক সীসার ভাঁটা দ্বারা মস্তকে কঠিন আঘাত পাইয়াছিলেন।"

স্মিথ একটা সিগারেট ধরাইয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "কাল সকালে কর্ত্তার মাথায় গুলী প্রবেশ করিত; কিন্তু তিনি তখন নিজের ঘরে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে খুন করিয়া পলায়ন করা তত সহজ হইত না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স কৌতূহলভরে বলিলেন, "সে কিরূপ ব্যাপার?"

স্মিথ বলিল, "প্রতিহিংসা বলিয়াই মনে হয়। কাল সকালে কন্রাড ক্লীন নামক একটি লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া কর্ত্তাকে গুলী করিয়া মারিবার জন্য পিস্তল উঠাইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বটে! কন্‌রাড ক্লীন? সেই বদ্‌মায়েসটাকে ত আমি চিনি। দশ দিন পূর্ব্বে সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সে জেলখালাসী কয়েদী। তাহার সম্বন্ধে তুমি কি জান বল।"

স্মিথ সংক্ষেপে সকল কথাই বলিল। ক্লীনের সহিত মিঃ ব্লেকের যে সকল কথা হইয়াছিল, সে তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া কি ভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিয়া অবশেষে সে মিস্ ওয়েনির সহিত তাঁহার আলাপের মর্ম্মও কুট্‌সের গোচর করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সকল কথা শুনিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ, এতক্ষণে বুঝা গিয়াছে! মিঃ ব্লেক সেই ছুঁড়ীর সুন্দর মুখ দেখিয়া তাহার উপকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন; তাহার পর যেমন তাহার চক্ষুতে কুম্ভীরাশ্রু দর্শন আর তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করণ যে, সেই বদ্‌মায়েস ঘুষখোরটার সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। তাহার পর সঙ্কল্প-সাধনে যাত্রা। ফল কুপোকাৎ! আমি জানি ত মেয়ে মানুষের রূপ দেখিয়া ও মিষ্ট কথায় ভুলিয়া তাহার হিতের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাওয়া মিঃ ব্লেকের একটা ফ্যাসান; উহাকে মানসিক ব্যাধি বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। সহানুভূতিই বল, আর করুণাই বল ঐ সকল দুর্ব্বলতার বালাই আমাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। চিনি না শুনি না বেটী সম্মুখে আসিয়া চোখের জল ফেলিল আর গলিয়া গিয়া তাহার বকেয়া প্রেমিকের বদ্‌খেয়ালের জন্য তাহার কৈফিয়ৎ লইতে ছুটিলাম এ নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কায; যাহা হউক, তুমি সেই ক্লাবটির কি নাম বলিলে?"

স্মিথ বলিল, "সেই প্রেমিক ঘুষখোরটি যে ক্লাবে বাস কর[illegible]র নাম ভিভেণ্ডিও রেসিডেন্সিয়াল ক্লাব। একেই ত শিয়াল ধূর্ত্ত, তাহার উপর রেসিডেন্ শিয়াল বোধ হয় আরও বেশী ধূর্ত্ত। কর্ত্তা কি সত্যই সেই শিয়ালের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সেই ক্লাবটি কোথায়, জানিতে পারিয়াছ কি?"

স্মিথ বলিল "কর্ত্তা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ওয়াল্‌হাম গ্রীণের

লার্কসপুর ষ্ট্রীটে সেই ক্লাবটি বর্ত্তমান। যখন রেসিডেন্‌শিয়াল ক্লাব তখন তাহা বাঘের মত বড় শিয়াল হওয়াই সম্ভব।”

ইনস্পেক্টর কুট্‌স সোৎসাহে বলিলেন, “হাঁ, এই সূত্র নির্ভর করিবার যোগ্য বটে! ইন্‌স্পেক্টর স্কেরীকে মিচামের মাঠে তদন্তের ভার দিয়া তোমাতে আমাতে সেই রেসিডেন্‌শিয়াল ক্লাবের সন্ধানে যাওয়া যাউক, কি বল স্মিথ!”

স্মিথ বলিল, “কথাটা মন্দ নয় বটে, কি—কিন্তু কর্ত্তা কেমন থাকেন তাহা না জানিয়া তাড়াতাড়ি সেই দিকে যাওয়া মনে করুন যদি তিনি—”

ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “যদি তিনি ইতিমধ্যে পঞ্চত্ব লাভ করেন ইহাই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছ?—ও সকল বাজে কথা! পুরে হাঁসপাতালে ফোন করিলেই তাঁহার শারীরিক মানসিক সকল সংবাদই জানিতে পারিবে। পুলিশকে সাহায্য করাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য; মিঃ ব্লেকেরও ইহাতে আপত্তি হইবার কথা নয়। তিনি সুস্থ হইয়া তাঁহার আততায়ীকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ রকম একটা বিষয় লইয়া তুমি ব্যস্ত থাকিলে তোমার মনও ভাল থাকিবে।”

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারিল না। সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, “বেশ তাহাই হউক; কিন্তু কর্ত্তা মনে না করেন আমি তাঁহার সন্ধান না লইয়া অন্য কাযে চলিলাম, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই অল্প!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তিনি বন্ধুবার তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ নাই, এখন এস বাহির হইয়া পড়ি।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভোজনালয়ের বিলের টাকা মিটাইয়া দিয়া স্মিথকে লইয়া পথে বাহির হইলেন এবং উভয়ে বাঁধের উপর দিয়া ওয়াল্‌হাম গ্রীণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্মিথকে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করিবার জন্য মৌলিক রসালাপ করিলেও মিঃ ব্লেকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ছিল। মিঃ ব্লেককে তিনি হিতৈষী বন্ধু মনে করিতেন; মিঃ ব্লেকের সাহায্যে তিনি কত দিন কত মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন,

কত জটিল রহস্য ভেদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা তিনি কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই; আজ মিঃ ব্লেক আহত অবস্থায় সেণ্টম্যাথুর হাসপাতালে পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় রাখিয়া দূরে যাইতে কুট্‌স অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি স্মিথকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না। .তিনি চলিতে চলিতে একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া স্মিথকে বলিলেন, "লুগার্ড ভারী বদ লোক বলিয়াই মনে হইতেছে স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তারও সেইরূপ ধারণা; কিন্তু কর্ত্তার ইন্‌ডেক্স বহিতে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহাদের ট্যাক্সি লার্কসপুর ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া ডিভেণ্ডি ক্লাবের বাহিরে আসিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সিওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন, তাহার পর সেই অট্টালিকার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারান্দার দিকে চাহিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এ যে পোষ্টআফিসের মত দেখাইতেছে! (looks like a post office)

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সেইরূপ মনে হইতেছে; আমরা ঠিক যায়গায় আসিয়াছি কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ কুট্‌স বলিলেন, "আমাদের বোধ হয় ভুল হয় নাই। দরজায় একটা পিত্তল-ফলক দেখা যাইতেছে; উহাতে কি লেখা আছে একটু সরিয়া গিয়া পড়িয়া দেখ।"

স্মিথ বারান্দার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভিভেণ্ডি রেসিডেন্‌শিয়াল ক্লাব, হাঁ, এই বাড়ীই বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

রুদ্ধ দ্বারের অন্য পাশে কাহার পদধ্বনি হইল। কয়েক জনের মৃদু কণ্ঠধ্বনিও তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। মুহূর্ত্তপরে দ্বারের অর্গল খুলিবার শব্দ শুনিয়া তাঁহারা সতর্ক ভাবে দ্বারের দিকে চাহিলেন; দ্বারটি ঈষৎ খুলিয়া ক্লাবের আর্দ্দালী উইল্‌কিন্‌স বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল।

কুট্‌স তাহাকে বলিলেন, "আমি একটি সংবাদ জানিতে চাই ; মিঃ পল লুগার্ড এখানে আছেন কি ?"

আর্দ্দালী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "হাঁ, তিনি এখানে থাকেন বটে, কিন্তু এখন বাহিরে গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আপনার কথা তাঁহাকে জানাইতে পারি। আপনার নামটি তাঁহাকে বলিতে হইবে ত ? কি নাম বলিব ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "নাম ? আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স। কিন্তু তোমাকে ঐ কষ্টটুকু স্বীকার করিতে হইবে না ; কারণ আমি আমার বক্তব্য বিষয় স্বয়ং তাঁহাকে বলিব, এবং এ জন্য তাঁহার প্রতীক্ষায় ক্লাবের ভিতর বসিয়া থাকিব—অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ ক্লাবে না ফিরিবেন ততক্ষণ আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া আর্দ্দালীটার মুখ চুণ হইয়া গেল ; সে সভয়ে মাথা ঘুরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। সেই সুযোগে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রচণ্ডবেগে কপাটে এক ধাক্কা দিলেন ; সেই ধাক্কায় দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল, এবং আর্দ্দালীটা হাত দুই তফাতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল।

তখন বেলা নয়টার অধিক না হইলেও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে ছয় সাত জন লোককে সুরা দেবীর অর্চ্চনা করিতে দেখিলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তিনি পাশের দিকে চাহিতেই বিয়ারের একটি পিপার উপর শুভ্রকেশ ও দাড়ি গোঁফে মণ্ডিত একটি পাদরী-বেশধারী বৃদ্ধকে মদের বোতল খালি করিতে দেখিলেন। এই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ধর্ম্মাত্মা পাদরী ও'ব্রায়েন।

ও'ব্রায়েন দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ডমণি ইন্‌স্পেক্টর! দুঃখিত হচ্ছি যে, আপনাকে এক পাত্র 'অফার' কর্‌তে পারলাম না। (I'm sorry I can't offer ye a dhrink,) কারণ আপনি এই বিশাল ও গৌরবপূর্ণ ক্লাবের বাসিন্দা ন'ন, তা ছাড়া কাযটা বেআইনিও বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর আরক্তনেত্রে সেই আইরিস্‌ম্যানটার মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "হঃ, ওয়াল্‌হাম গ্রীণে এ রকম একদল বদমায়েসের আড্ডা আছে ইহা আমার জানা ছিল না।"—তিনি আর্দ্দালীটাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "এই আড্ডার মালিক কে হে?"

উইল্‌কিন্‌স আড়ষ্ট স্বরে বলিল. "মে-মেজর মোটাসিয়াল, সার! আমি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিব আ—আপনি এখানে আসিয়াছেন?"

কুট্‌স তীব্র স্বরে বলিলেন, "যা শীঘ্র খবর দে।"

প্রকৃতপক্ষে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সেখানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। অতগুলি বদমায়েস একত্র জুটিয়া নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে (before the scheduled time) তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মদ্যপান করিতেছিল দেখিয়া ক্রোধে তিনি বিচলিত হইলেও তাঁহার কিছু করিবার এক্তার ছিল না; কারণ যে কোন ক্লাবের মেম্বরেরা ক্লাবে বসিয়া যখন খুসী মদ্যপান করিতে পারে, তাহা বেআইনি নহে।"

ও'ব্রায়েন মদের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আজকার প্রাতঃকালটা কি 'গ্র্যাণ্ড' ইন্‌স্পেক্টর! কিন্তু আপনাকে যেন কিঞ্চিৎ গরম দেখাচ্ছে, তা আপনি এক গ্লাস খনিজ জল ইচ্ছা করেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "মুখ বুঁজিয়া থাক ও'ব্রায়েন! আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না।"

ও'ব্রায়েন চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "হুঁ, মেজাজ যে খুবই গরম দেখ্‌চি! মশায়ের মতলব কি? ওরে উইল্‌কিন্‌স, আর এক পাঁ'ট বিয়ার আন্ দেখি। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমার কথা শুন্‌তে গররাজি অন্য ভাবেই আমাদের মুখ চলুক।"

তাহার কথা শুনিয়া কোণের টেবিলের মানুষগুলি সোৎসাহে বলিল, "বাহবা বেঁচে থাকো ভাই!"

কয়েক মিনিট পরে ক্লাবের প্রতিষ্টাতা মোটাসিয়াল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার কালো দাড়ি-মণ্ডিত মুখে লাবণ্যের সম্পূর্ণ অভাব, তাহার উপর সোনা-বাঁধানো দশন-কান্তি বিকাশ করিয়া সে যখন ইন্‌স্পেক্টর

কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন একটা ঘুসি মারিয়া তাহার কনককান্তি দন্তপাটির মহিমা বিলুপ্ত করিবার জন্য কুট্‌সের আগ্রহ হইল ; তিনি অতি কষ্টে সেই লোভ সংবরণ করিলেন।

মেজর দুইহাত নাচলাইয়া বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর, আপ্‌নি না কি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছেন ?"

কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা করিবার দরকার হইয়াছিল। তুমি এই আড্ডায় একজন লোককে বাসা দিয়াছ—তাহার নাম লুগার্ড ?"

মেজর বলিল, "হাঁ দিয়াছি। খাসা ভদ্রলোক, আর মেজাজ তাঁর অতি ঠাণ্ডা ; গো-বেচারা ভাল মানুষ।"

কুট্‌স অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুম্‌! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তুমি চোর পুষিবার জন্য এই আড্ডাটি খুলিয়াছ ?"

মেজর বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "চোর পুষিবার আড্ডা! আপনি কোন্ প্রমাণে এতবড় মানহানিকর কথা বল্‌লেন ? আপনি বল্‌তে চান কি ইন্‌স্পেক্টর ? আমার এ সম্ভ্রান্ত ক্লাব ; এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই ধর্ম্মভীরু নিরীহ ভদ্রলোক। কোন চোরকে আমি ইহার কাছে ঘেঁসিতে দিই না।"

ইন্‌স্পেক্টর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী! স্পাইক মুলিন্‌স ওখানে বসিয়া কি করিতেছে ? ঐ যে সে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে! স্পাইক্‌স্, আর তোমার লুকাইয়া ফল নাই। তুমি কখন কোথায় থাক তা থানায় জানাইতে বাধ্য, এ বিষয়ে কসুর হইলে আমি তোমাকে জেলে পুরিব।"

কুট্‌স যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিলেন, সে এক কোণে দাঁড়াইয়া বিব্রত ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মেজরকে বলিলেন, তোমার ভাড়াটেগুলি সকলেই কি এই রকম সম্ভ্রান্ত লোক ? এখন বল লুগার্ড কোথায় ?"

মেজর বলিল, "তিনি বলে গিয়েছেন এক সপ্তাহের জন্য স্থানান্তরে যাবেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে তাঁর নাচের বায়না আছে কি না।"

কুট্‌স বলিলেন, "হুম্! কাল রাত্রে কে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

আর্ম্মেনিয়ানটা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "কাল রাত্রে? এখানে? কৈ, আমি ত কাকেও আস্‌তে দেখি নি। আর কাল তিনি অনেক রাত্তিরে ক্লাবে ফিরেছিলেন, আমি তখন নিজের কাযে ব্যস্ত, তাঁর সঙ্গে কথা কইবার অবসর পাই নি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি কতবড় সত্যবাদী তা তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি।—আমি তাহার ঘর খানাতল্লাস করিব।"

মেজর সভয়ে বলিল, "তাঁর ঘর খানাতল্লাস করবেন! কেন ইন্‌সপেক্টর! কোন রকম গোলমাল হয়েছে না কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, ভারী জবর ফ্যাসাদ! আমি তাহাকে না লইয়া এখান হইতে নড়িব না।"

মেজর বলিল, "তাঁহার বিরুদ্ধে কি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পাকা লোক, কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি সত্যের অপলাপ করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইতেন না; বিশেষতঃ মিঃ ব্লেকের জীবন বিপন্ন, তখন বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিলে চলিবে না বুঝিয়া তিনি ধাপ্পা দিয়া আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নোটবহির ভিতর হইতে একখানি নীলবর্ণ পরোয়ানা বাহির করিয়া আর্ম্মেনিয়ানটার মুখের উপর সবেগে আন্দোলিত করিলেন। পরোয়ানাখানির চেহারা দেখিয়াই ক্লাবের মালিক মেজর বুঝিতে পারিল তাহা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিল না; কিন্তু তাহা অন্য একটা দুর্দ্দান্ত ফেরারী চোরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানাখানি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাওলা করা হইয়াছিল। কিন্তু কুট্‌স পরোয়ানাখানি মোটাসিয়ালের মুখের উপর এভাবে আন্দোলিত করিলেন যে, সে পরোয়ানায় আসামীর নামটি দেখিবার সুযোগ পাইল না। পরোয়ানাখানি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অন্য আসামীর গ্রেপ্তারী

পরোয়ানা লইয়া লুগার্ডকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন—এরূপ সন্দেহও তাহার মনে স্থান পাইল না। পরোয়ানা দেখিয়াই মেজরের চক্ষুস্থির!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পরোয়ানাখানি তৎক্ষণাৎ নোট-বহির ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া সুদীর্ঘ ও স্থূল গোঁফ-জোড়াটায় চাড়া দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে মোটাসিয়ালের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "লুগার্ডের গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট দেখিলে ত? এখন আমাকে তাহার ঘরে লইয়া যাইবে? না, আমি জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিব? সরকারী কাযে বাধা দিলে কি ফল হয় তাহা ত তোমার অজ্ঞাত নহে।"

আর্ম্মেনিয়ানটা নিরুপায় হইয়া উঠিয়া আসিল। ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া সে অস্ফুট স্বরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে গালি দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতেছিল; সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের চালবাজিতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার কানে কানে বলিল, "আপনি সব পারেন ইন্‌স্পেক্টর! আপনার ধাপ্পায় ক্লাবের এই আরমানী মালিক-বেটা খুব ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সদম্ভে বলিলেন, "ঘাব্‌ড়াইবে না? আমার এই উপর চালে উহার বাপ্‌কে পর্য্যন্ত ঘাব্‌ড়াইতে হইত। দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করিতে না পারিলে কি পুলিশের চাকরী করিয়া নাম যশ লাভ করিতে পারা যায়? যে যে রকম লোক, তাহার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার না করিলে পদে পদে অপদস্থ হইতে হয়।"

মোটাসিয়াল সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে উঠিতে একবার মুখ ফিরাইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিল। কুট্‌সের কথাগুলি সে শুনিতে না পাইলেও তাহার সন্দেহ হইল ইন্‌স্পেক্টর তাহারই সম্বন্ধে কোন কোন কথা বলিতেছিলেন। তাহার চক্ষুতে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোনো মোটা-সিয়াল, তোমার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে আমার সঙ্গে কোন রকম

চালাকি করিবার মতলব ভাঁজিতেছ! যদি সে রকম কিছু কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই ক্লাবের মাথা খাইয়া দিব। কালই তোমার ক্লাব উঠিয়া যাইবে।"

মোটাসিয়াল মুখ কাচু মাচু করিয়া বলিল, "আমি চালাকি করিবার মতলব করিয়াছি! আপনার সঙ্গে? পুলিশ কি চিজ্, তা' কি আমি জানি না? আমি সখ করিয়া আপনাদের লেজে খোঁচা মারিব? আমি নিরীহ লোক, সৎপথে থাকিয়া দু'পয়সা রোজগার করিয়া খাইতেছি; পুলিশ তাহাতে বাধা দিলে এই গরীবের প্রতি—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার মায়া কান্না বন্ধ করিয়া শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও।"

মোটাসিয়াল দোতালায় উঠিয়া পকেট হইতে এক-গোঁছা চাবি বাহির করিল। সে একটি চাবি দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি কক্ষের দরজা খুলিল। সেই কক্ষটি দিবাভাগেও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কারণ সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলির সম্মুখে পুরু পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় কোনও দিক দিয়া এক বিন্দু আলোক প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। তামাকের ধোঁয়ার উগ্র গন্ধে সেই কক্ষের বদ্ধ বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অসচ্ছন্দ চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল! সেই কক্ষের অন্ধকারে কি যেন ভীষণ রহস্য সংগুপ্ত ছিল। স্মিথ দেখিল—সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে একজোড়া গোল গোল চক্ষু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! যেন তাহা শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্রের ক্ষুধিতদৃষ্টি! স্মিথ সভয়ে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পশ্চাতে সরিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মোটাসিয়ালকে বলিলেন, "শীঘ্র সুইচ টিপিয়া আলো জ্বাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

মোটাসিয়াল তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপিয়া সেই কক্ষ বৈদ্যুতিক দীপের আলোকে উদ্ভাসিত করিল। লুগার্ডের পোষা বিড়াল সোলাঙ্গী একটি বাক্সের উপর হইতে

লাফাইয়া নীচে পড়িল এবং পিঠ ধনুকের মত বাঁকাইয়া, সর্ব্বাঙ্গের লোমরাশি কণ্টকিত করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আগন্তুকগণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোটাসিয়াল হাত ঘুরাইয়া বলিল, "সন্দেহজনক কিছুই এখানে নাই ইন্‌স্পেক্‌টর! এই ঘরেই মিঃ লুগার্ড বাস করেন। আপনি যতক্ষণ খুসী খানাতল্লাস করুন। ঐ দেখুন মিঃ লুগার্ডের বিছানা, আর এই সকল আসবাব-পত্রের মধ্যে সাংঘাতিক কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারবেন কি? বোমা-টোমা কিছু? শুনেছি আসামীদের হাতে দড়ি দেওয়ার জন্যে ও সকল মান আপনাদের সঙ্গে রাখাই দস্তুর!"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি এখন নীচে গিয়া অপেক্ষা কর মোটাসিয়াল! তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

আর্ম্মেনিয়ানটা এই প্রস্তাবে একটু আপত্তি করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া সে তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিলেন।

পঞ্চম ধাক্কা

মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন

মোটাসিয়াল অদৃশ্য হইলে ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স স্মিথকে বলিলেন, "এই কুঠুরীতে আসিয়া আমার শরীর ঘিন্‌-ঘিন্‌ করিতেছে স্মিথ! যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে।—তুমি জানালার পর্দ্দাগুলি সরাইয়া দাও, ঘরে একটু আলো ও বাতাস আসুক।"

স্মিথ জানালা হইতে পর্দ্দাগুলি সরাইয়া দিলে বাহিরের আলো ও বাতাস ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। অতঃপর ইন্‌স্পেক্‌টর সেই কক্ষের শয্যা ও আসবাব-পত্র পরীক্ষা করিয়া ডেস্কের দেরাজ খুলিলেন; কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

স্মিথ টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল ও গ্ল্যাস দেখিয়া বলিল, "কাল রাত্রে বাহিরের কোন লোক লুগার্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। টেবিলে হুইস্কির ও সোডার বোতল, গ্ল্যাস, ট্রের উপর সিগারেট ও চুরুট অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে!—এ সকল কি কোন আগন্তুকের অভ্যর্থনার নিদর্শন নহে?"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স বলিলেন, "হইতেও পারে; কিন্তু মিঃ ব্লেকই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? হাল্লো! কার্পেটের উপর ও কি?"

মেঝের গালিচার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিয়াই ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স সেই স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। স্মিথও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লাল গালিচার উপর কয়েক ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া কালো দাগ দেখিতে পাইল।

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স পকেট হইতে লাল রুমাল বাহির করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পকেটে গুঁজিয়া রাখিলেন, এবং মাথা নাড়িয়া স্মিথকে বলিলেন, "না, আমার লাল

রুমাল দিয়া পরীক্ষা করা চলিবে না, তোমার পকেটে সাদা রুমাল থাকিলে তাহাই বাহির কর।"

স্মিথ পকেট হইতে সাদা রুমাল বাহির করিয়া, তাহার একপ্রান্ত জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া ভিজাইয়া লইল ; তাহার পর সে তাহা কুট্‌সের হাতে দিলে কুট্‌স রুমালের সেই ভিজা অংশ গালিচার কালো দাগের উপর ঘষিতে লাগিলেন। দুই এক মিনিট পরে তিনি রুমালখানা তুলিয়া লইয়া স্মিথের সম্মুখে উচু করিয়া ধরিলেন ; সেই দিকে চাহিয়া স্মিথের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ যদি রক্তের দাগ না হয় ত আমার নামই মিথ্যা ! হাঁ, এ তাজা রক্তের দাগ ; কাল রাত্রেই এখানে রক্তপাত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের মাথা ফাটিয়া তাঁহারই রক্তে গালিচার এই অংশ ভিজিয়াছিল কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই ; তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া গেল বটে ; এখন দেখা যাউক পর্দ্দাগুলির আড়ালে রহস্যের অন্য কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না।"

স্মিথ দেওয়ালের পর্দ্দাগুলি সরাইয়া একখানি পর্দ্দার আড়ালে একটি ক্ষুদ্র দোলা (lift) দেখিতে পাইল। এই অট্টালিকা যখন ডাকঘর ছিল, সেই সময় এই দোলার সাহায্যে ডাকের পার্শেলগুলি নীচের আফিস হইতে এই কক্ষে আনিয়া সঞ্চয় করা হইত। দোলাটি ক্ষুদ্র হইলেও একজন মানুষ তাহাতে বসিয়া নামা-উঠা করিতে পারিত। সেই দোলার পাটাতন (the floor of the lift) পরীক্ষা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মানুষের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ইহাও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মনে করিয়া তিনি উৎসাহে শিষ দিলেন।

তিনি স্মিথকে বলিলেন, "মেঝের উপর গালিচায় রক্তচিহ্ন এবং দোলায় মানুষের পদচিহ্ন—এই দুইটি সূত্র উপেক্ষার যোগ্য নহে। কি করিয়া বলি যে আমাদের সন্দেহ ভিত্তিহীন বা অমূলক ? এখানে আর কোন সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিব না ; এখন নীচে চল, সেখানে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় কি না দেখিতে হইবে।"

তাঁহারা সেই কক্ষের দীপালোক নির্ব্বাপিত করিয়া নীচে আসিলেন। স্মিথ

তখনও এক কোণে কয়েকজন মাতালটাকে জটলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু ইঁদুর-মুখো স্পাইককে সে দেখিতে পাইল না, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথায় ভয় পাইয়া সে চম্পট দান করিয়াছিল। (the rat-faced Spike had disappeared)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হল-ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মোটাসিয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মোটাসিয়াল, কাল রাত্রে কোন্ সময় মিঃ রবার্ট ব্লেক তোমার এই ক্লাবে আসিয়াছিলেন ?"

মোটাসিয়াল গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, অবার্ট বেলেক লণ্ডনের বেসরকারী গোয়েন্দা ব্লেকের কথা বল্‌চেন কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তিভরে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কোন্ বেলেকের কথা বল্‌চি, তা কি তুমি জান না ? আমার কাছে ন্যাকামী খাট্‌বে না উল্লুক! লণ্ডনে রবার্ট ব্লেক একজন ভিন্ন দু'জন নাই।"

পাদরীবেশধারী ও'ব্রায়েন বলিল, "এ যে ভারী তাজ্জবের কথা ইন্‌স্পেক্টর! রাত্রিকালে আমাদের ক্লাবে ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক! আপনি কি স্বপ্ন দেখিলেন ইন্‌স্পেক্টর ?

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে হুঙ্কার দিলেন ? "মুখ বুঁজিয়া থাক বেটা শয়তান! কে তোকে সর্দ্দারী করিতে বলিয়াছে ? আর কোন কথা বলিলে তোর মুখ ভাঙ্গিয়া দিব।"

মোটাসিয়াল শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে মিট্‌-মিট্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল, "বলি ও ইনিস্‌স্পেক্টার সায়েব! আপনি ও কি কথা বল্‌ছেন ? আপনার কি মাথার ঠিক নেই ? আপনি ত এই সকালে দারু-টারু টানেন নি যে মাথা বিগ্‌ড়োবে ? মিঃ ব্লেক এখানে কি করতে আস্‌বেন ? আমি সেই ভদ্র লোকটিকে কোনও দিন চক্ষে দেখি নি, তবে কাগজ-পত্রে তাঁর চেহারা দেখেছি বটে! হাঁ, তাঁর ছবি অনেকবার দেখ্‌বার সুযোগ হয়েছে একথা স্বীকার না কর্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে ; আর মিথ্যা কথা আমার মুখ দিয়ে কখন বের হয় না। মিঃ বেলেক এখানে এলে আমি তাঁকে আলবৎ দেখ্‌তে পেতাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বুঝিলেন তিনি যতই জেরা করুন—সেই ধূর্ত্ত আর্ম্মানীটা একবার যাহা অস্বীকার করিয়াছে তাহা তাহাকে দিয়া স্বীকার করাইতে পারিবেন না। তিনি মোটা-সিয়ালকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আরদালীটার নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আরদালী উইল্‌কিন্‌স শয়তানীতে পরিপক্ক; সে মিঃ ব্লেককে চেনে না, এবং তিনি পূর্ব্বরাত্রে সেই ক্লাবে আসিয়া থাকিলে সে তাহা জানিতে পারে নাই বলিল। সে জেরায় আরও বলিল তাঁহার অপরিচিত কোন লোক পূর্ব্বরাত্রে ক্লাবে আসে নাই।

ইন্‌স্পেক্টর নিষ্ফল ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; মিঃ ব্লেকের সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে না পারিয়া তিনি মোটাসিয়ালকে বলিলেন, "লুর্গার্ত ম্যান্‌চেষ্টারের কোথায় নাচের বায়না পাইয়াছে বল।"

মোটাসিয়াল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহা আমার জানা নাই; আমি তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার অনধিকার চর্চ্চার কোন প্রয়োজন ছিল না।" তাহার কথা শুনিয়া তিনি হতাশভাবে নাক ঝাড়িলেন এবং ওভার-কোটের বোতাম আঁটিয়া টুপিটা কপালের উপর নামাইয়া দিলেন; তাহার পর কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমি শীঘ্রই আবার এখানে ফিরিয়া আসিব, কিন্তু আমি বলিয়া যাইতেছি তোমাদের এই চোর ডাকাতের আড্ডা ভিভেণ্ডি ক্লাব এক সপ্তাহের মধ্যে উঠিয়া যাইবে। আমি এই আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিব—এ কথা তুমি স্মরণ রাখিও মোটাসিয়াল!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা ক্লাব ত্যাগ করিলে ও'ব্রায়েন দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল নাড়িতে লাগিল; তাহার পর মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "সকাল বেলাটা তোমার বৃথা নষ্ট হইল ইন্‌স্পেক্টর! এখানে তোমার চালাকি খাটিল না। এখানে দাঁত ফুটানো কি তোমার সাধ্য? তোমাদের মুরুব্বি ব্লেক এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া—"

মোটাসিয়াল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক গাধা! লুগার্ডের ভাগ্য ভাল যে সে আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল। সে থাকিলে রীতিমত

দাঙ্গা আরম্ভ হইত ; তাহার পর একপাল পুলিশ আসিয়া আমাদের বাঁধিবার চেষ্টা করিত। ডাক-গাড়ীখানা আজ ভোরে এখান হইতে রওনা হইলে কাহারও নজরে পড়ে নাই—তাই রক্ষা ! যদি পুলিশ পথের মধ্যে উহা আটক করিয়া খানাতল্লাস করিত, তাহা হইলে আমরা হাতে হাতে ধরা পড়িতাম !"

একটা চোর বলিল, "ড্রাইভার লেডি তুখোড় লোক, তাহাকে ধরা বড় সহজ নয় ; কিন্তু মেজর কুট্‌সের আসিবার আগেই ঐ গাড়ী ক্লাবের আঙ্গিনা হইতে সরাইয়া ফেলা তোমার উচিত ছিল। কুট্‌স ঐ গাড়ী খানাতল্লাস করিলে তাহার কি ফল হইত বলা কঠিন।"

মোটাশিয়াল বলিল, "ও কথাটা আমার স্মরণ ছিল না।"

ক্লাবের আঙ্গিনায় একটি গ্যারেজ ছিল ; সেই গ্যারেজে লাল রঙ্গের একখানি 'ফোর্ডে'র লরী থাকিত, তাহা দেখিতে সরকারী ডাক বহিবার 'রয়াল্ মেল'-ভ্যানের অনুরূপ। এই গাড়ীখানিতে দস্যুরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া ক্লাবে লইয়া আসিত। ক্লাবের এই বাড়ীতে বহু দিন ডাকঘর ছিল বলিয়া সাধারণে মনে করিত ঐ গাড়ীখানি 'রয়াল মেল-ভ্যান।' উহাতে সরকারী ডাক যাইতেছে।—এমন কি, এই লাল ডাক-গাড়ী পুলিশেরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ নগরে ঘুরিত ! মিঃ ব্লেক আহত হইবার পর তাঁহাকে এই গাড়ীতে তুলিয়াই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে মিচামের মাঠে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

* * * * *

মিঃ ব্লেকের চেতনাসঞ্চার হইলে তিনি হাসপাতালের শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। সেই সময় হাসপাতালের ডাক্তার তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাঁহার জ্বর পরীক্ষা করিতেছিলেন। ডাক্তার থার্ম্মোমেটারটি নিজের শুভ্র কোটের পকেটে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার অবস্থা আশাপ্রদ ; আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই বটে, কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবেন না। এখন আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। দশ দিন অচেতন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া সেই দিনই তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইয়া

ছিল। তিনি অতিকষ্টে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। তাঁহার দেহ ব্যায়ামপুষ্ট ও বলিষ্ঠ না হইলে তিনি সেই ধাক্কা সামলাইতে পারিতেন না।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন; তাঁহার মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, দেহও দুর্ব্বল।

তিনি মৃদুস্বরে ডাক্তারকে বলিলেন, "আমার আর জ্বর নাই ত ডাক্তার! আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। আর কত দিন এইভাবে পড়িয়া থাকিতে হইবে ডাক্তার? কবে আমি উঠিয়া বেড়াইতে পারিব?"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। মিঃ ব্লেক! আপনি এখনই উঠিবেন কি? এখনও একমাস আপনাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইবে। আপনার পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার মাথার খুলি নড়িয়া গিয়াছিল; মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত জ্বর দেখিয়া আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। এই জ্বরটাই সাংঘাতিক হইবার আশঙ্কা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক মাস বিশ্রাম!—অসম্ভব ডাক্তার! নিষ্কর্ম্মার মত এক মাস পড়িয়া থাকা আমার অসাধ্য। আমার মাথা সারিয়া গিয়াছে, আমি বেশ সুস্থ বোধ করিতেছি। নিজের শরীরের অবস্থা আমি কি বুঝিতে পারি না?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনার শারীরিক অবস্থা আমি আপনার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছি। আপনি নিজের খেয়াল ছাড়িয়া আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনারও অভিজ্ঞতা আছে, আপনার মাথার আঘাত কি রকম সাংঘাতিক হইয়াছিল তাহা ত আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন; আপনি সুস্থ হইলেও এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারেন নাই। এখন অল্প পরিশ্রমে বা মানসিক উত্তেজনায় মস্তিষ্ক-বিকারের আশঙ্কা আছে। এখন কয়েক সপ্তাহ আপনার মস্তিষ্ককে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে। এখন কিছুদিন চোর ডাকাতের চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করুন। যদি আপনি জাহাজে চাপিয়া কয়েক সপ্তাহ ভূমধ্যসাগরে বেড়াইয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইবে; আপনি নূতন মানুষ হইবেন।" (You will be a new man.)

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অসম্ভব, ডাক্তার! প্রথমতঃ আমার হাতে বিস্তর কায জমিয়া গিয়াছে; এখন যদি সেই সকল কায শেষ করিতে না পারি তাহা হইলে ইতিমধ্যে আরও এত বেশী কায জমিয়া যাইবে যে, আমাকে কাযের চাপে হাঁপাইয়া মরিতে হইবে। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকা আমার অসাধ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে ভদ্রলোকটি আমার মাথায় তাহার বাহুবলের পরীক্ষা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে শীঘ্র আমার বুঝাপড়া না করিলে চলিবে না।"

ডাক্তার কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন সেই সময় সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া শুভ্রবেশিনী নর্স তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহার পশ্চাতে মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ। স্মিথের এক হাতে কাগজের থলি, অন্য হাতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া; সেই পুষ্পরাশির সুগন্ধে সেই কক্ষের বায়ুস্তর সুরভিত হইল।

স্মিথকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু স্নেহার্দ্র হইল। তিনি কোমলস্বরে বলিলেন, "এস স্মিথ; কেমন আছ তুমি? এত সকালে আসিতে পারিবে—ইহা আমি আশা করি নাই।"

স্মিথ তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "আপনি কেমন আছেন কর্ত্তা! আপনার জন্য ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। আপনার চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ফুলের গন্ধে আপনার মন প্রফুল্ল হইবে জানিয়া কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি; আর কভেন্ট-গার্ডেন হইতে আপনার জন্য কয়েক থোকা পাকা আঙ্গুর আনিলাম। বোধ হয় আপনার ভালই লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া ফুলের তোড়াটি হাতে লইলেন; তাহার মিষ্ট গন্ধে তিনি তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, ক্লোরোফর্মের গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছিল; এই ফুলের গন্ধে বেশ আরাম পাইলাম স্মিথ।"

স্মিথ ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার সুচিকিৎসায় কর্ত্তা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন দেখিতেছি। আপনি উঁহার অবস্থা এখন কিরূপ বুঝিতেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ যাত্রা মরিতে পারিবেন না একথা এখন বোধ হয় জোর করিয়া বলিতে পারি। অবস্থা ত ভালই; কিন্তু উনি যে ডাক্তারের ব্যবস্থা

অগ্রাহ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাই চিন্তার বিষয়। তুমি যদি পার, তবে উঁহাকে বুঝাইয়া দাও যে, পুলিসকোর্টের মামলার অপেক্ষা উঁহার স্বাস্থ্যের মূল্য অনেক বেশী।" (his health is more important than police-court cases.)

ডাক্তার মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। স্মিথ মিঃ ব্লেকের মাথার কাছে বসিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট উভয়ই নীরব রহিলেন। স্মিথ প্রত্যহ হাসপাতালে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া যাইত, উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে তাঁহার চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিত তাহা তিনি জানিতেন না। ডাক্তারের কথায় এত দিন সে আশ্বস্ত হইতে পারে নাই; আর তাঁহার জীবনের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়াছিল। সে ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিল তিনি বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘকাল অজ্ঞান অবস্থায় মাঠে পড়িয়া থাকায় তাঁহার যে জ্বর হইয়াছিল, তাহার ফল সাংঘাতিক হইতে পারিত। জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অন্যান্য উপসর্গ আসিয়া জুটিবার আশঙ্কা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, মস্তিষ্কের প্রদাহও হ্রাস হইয়াছিল। জ্বর ত্যাগের পর তিনি ক্রমেই সুস্থ হইতেছিলেন।

স্মিথ বলিল, "শুশ্রূষাকারিণী বলিতেছিল—আপনার দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হইয়াছে; শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন তিনি আজ বিকালে আপনাকে দেখিতে আসিবেন। প্ল্যাস পেজ আপনাকে অভিবাদন জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে—আপনি কবে ধূমপানের অনুমতি পাইবেন? সে আপনার জন্য একবাক্স খুব ভাল চুরুট সংগ্রহ করিয়াছে, আপনি 'কালিক্সটো লোপেজ' চুরুট ভালবাসেন কি না।"

মিঃ ব্লেকে হাসিয়া বলিলেন, "এই দুর্দ্দিনে আমি তোমাদের আন্তরিক সহানুভূতির মূল্য বুঝিতে পারিতেছি। তোমাদের মত সহৃদয় সুহৃদ আর কাহারও আছে কি না আমার জানা নাই। আমি একটু দুর্ব্বলতা ব্যতিরেকে অন্য কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি না। আমি শীঘ্রই কার্য্যভার লইতে পারিব। কুট্‌স লুগার্ডের সন্ধান পাইয়াছে কি?"—তাঁহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ গম্ভীর হইল।

স্মিথ বলিল "না কর্ত্তা, লুগার্ড একদম ফেরার ; কেবল লুগার্ড নহে, তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনী—আপনার সুন্দরী মক্কেলানী শ্রীমতী ডাফ্‌নি ওয়েনিরও কোন সন্ধান নাই ! ম্যাঞ্চেষ্টারের পুলিশ লুগার্ডের সন্ধানের জন্য বহু আড্ডায় খানাতল্লাস করিয়াছে ; তাহার সন্ধান নাই। তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। এমন কি লুগার্ডের চেহারার বর্ণনা সহ যে হুলিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক হইয়াছে ; সেই চেহারার কোন লোককে পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার স্মিথ ! তুমি বলিতেছিলে আমার এই বিপদ-কনরাড ক্লীনের ষড়যন্ত্রের ফল ; তোমার এই অনুমান অমূলক বলিয়া মনে হইতেছে না।"

স্মিথ বলিল, "ও বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি কর্ত্তা ! আমি ত সে দিন আপনাকে বলিয়াছিলাম যে দিন ভিভেণ্ডি ক্লাবে লুগার্ডের সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম সেই দিন বাড়ীতে বসিয়াই আমি একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। সেই পত্রে জানিতে পারি আপনি সেখানে আহত হইয়াছিলেন, আর সে জন্য লুগার্ডই দায়ী। আপনি তখন অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া ছিলেন। সেই পত্রের সংবাদে নির্ভর করিয়াই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভিভেণ্ডি ক্লাবে খানাতল্লাস করিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই পত্র কে লিখিয়াছিল তাহাও আমি অনুমান করিয়া বলিতে পারি। পাদরীবেশী ও'ব্রায়েন খানাতল্লাসের সময় ক্লাবে উপস্থিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।"

স্মিথ বলিল, "আপনার অনুমান সত্য। মিসেস্ বার্ডেলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ব্যক্তি পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছিল তাহার চেহারা কিরূপ ?—মিসেস্ বার্ডেল পত্রবাহকের চেহারার যে বর্ণনা দিয়াছিল তাহা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল ও' ব্রায়েনই সেই পত্রখানি মিসেস্ বার্ডেলের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল। লোকটা চোর বটে, কিন্তু তাহাকে ইতর বলিয়া মনে হয় না। তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব খারাপ নয় কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে এখন সৎপথে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমার বিশ্বাস আমার প্রতি উৎপীড়নের জন্য সে দায়ী নহে ; এই ষড়যন্ত্রে তাহার সংস্রব ছিল না। আমার ধারণা হইয়াছে লুগার্ড ও মিস্ ওয়েনি আমাকে সেখানে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার উপলক্ষ মাত্র ; তাহারা অন্যের আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমি আমার আততায়ীকে চিনিতে পারি নাই। দ্বিতীয় বার আঘাতের পর আমার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল ; যখন চেতনা হইল—তখন বুঝিতে পারিলাম—এই হাসপাতালে পড়িয়া আছি। কিরূপে এখানে আসিলাম তাহা জানিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "লুগার্ডকে ধরিতে পারিলে এই রহস্যভেদ করিতে পারিতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু লুগার্ড প্রকৃত অপরাধী নহে ; সে অন্যের হাতের যন্ত্র-মাত্র। কন্‌রাড ক্লীনকে ধরিতে না পারিলে আমরা রহস্যভেদ করিতে পারিব না। কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না ; যদি ক্লীনই আমার নির্য্যাতনের জন্য দায়ী হয় তাহা হইলে সে আমাকে হত্যা করিল না কেন? সে অথবা তাহার ভাড়াটে গুণ্ডা কি ভাবিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া মাঠে ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমার বিশ্বাস, তাহাদের অন্য কোন রকম দুরভিসন্ধি আছে ; আমাকে হত্যা করিলে আমি সহজেই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব বুঝিতে পারিয়া তাহারা আমাকে কঠোরতর যন্ত্রণা দানের জন্য কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে হাসপাতালের জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; সহসা তাঁহার চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হাসপাতালের ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইল। তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে দেখিয়া নিজের উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, আমাকে একটা সিগারেট দাও।"

স্মিথ তাঁহার আদেশ পালন করিবে কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সে বিব্রত ভাবে বলিল, "আপনাকে সিগারেট দেওয়া কঠিন নয় ; কিন্তু আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই, এ অবস্থায় আপনার ধূমপান করা উচিত

কি না, তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে কি না ডাক্তারকে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া—”

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিলেন, “চুলোয় যাক তোমার ডাক্তার! আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, শীঘ্র আমাকে একটা সিগারেট দাও।”

মিঃ ব্লেকের কঠোর মন্তব্য শুনিয়া স্মিথ বিস্মিত হইল; তাহার আশঙ্কা হইল, তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নাই! স্মিথ স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখিল; তাঁহার কণ্ঠস্বরে সে অস্বাভাবিক কঠোরতার পরিচয় পাইল। (his voice sounded harsh and unnatural) সে তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর পূর্ব্বে কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। স্মিথ ব্যথিত চিত্তে সিগারেটের কৌটা তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া মুখে গুঁজিলেন; স্মিথ একটা দীপশলাকা জ্বালিয়া তাহা ধরাইয়া দিল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কঠোর ব্যবহারে সে মনে আঘাত পাইয়াছে। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “স্মিথ, আমার অধীরতায় তুমি ক্ষুব্ধ হইয়াছ। আমার এই ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। আমার মনে হইতেছে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে; আত্মসংযমের শক্তিও লোপ পাইয়াছে!”

স্মিথ হাসিয়া বলিল, “কিন্তু নিজের অবস্থা যে আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, ইহাও মন্দের ভাল।”

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু সে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল।

ষষ্ঠ ধাক্কা

গ্রে-প্যান্থারের কথা

লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'ডেলি রেডিও'র নৈশ সম্পাদক জুলিয়স্ জোন্‌স তাঁহার আফিসে বসিয়া রাশিকৃত টেলিগ্রাম হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন ; সেই সময় 'ডেলি রেডিও'র ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের রিপোর্টার প্ল্যাস্ পেজ একতাড়া কাগজ লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সম্পাদকের সম্মুখস্থ টেবিলে চাপিয়া বসিয়া বলিল, "আজ খবরের মত একটা খবর পাওয়া গিয়াছে ; মন স্থির করিয়া শুনিতে থাক।"

"গত রাত্রে সার ইউজিন মরগানের পার্ক লেনের বাড়ী হইতে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের জহরত চুরি গিয়াছে। সার ইউজিন এখন ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে আছেন। —এই চুরিতে চোরের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

"চোরেরা রাত্রি বারটার পর দেওয়ালের গা-নীলীর সাহায্যে দোতালায় উঠিয়া একটি জানালার ভিতর দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। বাড়ীর কোন লোক কোন রকম গোলমাল শুনিতে পায় নাই। আজ প্রভাতের পূর্ব্বে কেহ এই চুরির সংবাদ জানিতে পারে নাই। আজ সকালে লেডি মরগান তাঁহার স্বামীর পাঠ-কক্ষের সিন্দুক খুলিলে এই চুরি ধরা পড়ে। সেই সিন্দুকে ঐ সকল জহরত সঞ্চিত ছিল।

"লেডি মরগান সিন্দুকের ডালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন ধূসর বর্ণের একখানি গোলাকার টিকিট সেই ডালার উপর আটা দিয়া আঁটিয়া রাখা হইয়াছে! সেই টিকিটখানিতে একটি বাঘের ছবি ছিল। তিনি সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন তাহার ভিতর হইতে জহরতের অলঙ্কারগুলি অদৃশ্য হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন তাহার ভিতর ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পাঁচশত পাউণ্ডের নোট ছিল, তাহাও অপহৃত

হইয়াছে। সিন্দুকের কলখানি সাধারণ কল নহে, এবং সাধারণ চাবি দিয়াও তাহা খুলিবার উপায় ছিল না; তথাপি তস্করেরা তাহা অনায়াসে খুলিয়া ঐ সকল সামগ্রী অপহরণ করিয়াছিল! লেডি মরগান এই সংবাদ অবিলম্বে পুলিশের গোচর করিয়াছিলেন।

"স্কট্‌ল্যাণ্ড" ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে এই চুরির তদন্ত-ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি তদন্ত করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা কোন পাকা-চোরের কায। (work of an expert) ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অঙ্গুলি-চিহ্ন বা অন্য কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; কেবল সিন্দুকের ডালায় "গ্রে-প্যাস্থারের" একখানি ছবি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সিন্দুক ভাঙ্গে নাই, বলপ্রয়োগেরও কোন চিহ্ন নাই; তাহা কৌশলে খুলিয়া জহরতাদি অপহৃত হইয়াছে।"

জুলিয়স্ জোন্‌স বলিলেন, "পুলিশ কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই? তবে ত চোর ধরিতে বেগ পাইতে হইবে!"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল; "কিন্তু গ্রে প্যাস্থারের ছবিটি সিন্দুকের ডালায় আঁটিয়া রাখিবার কারণ কি? এই নামটি ত আমার অপরিচিত নহে।—ঐ নাম কোথায় শুনিয়াছি?—হাঁ, হাঁ, ঠিক মনে পড়িয়াছে। উহা যে মিঃ রবার্ট ব্লেকের নিজস্ব মোটর-কারের নাম। দাঁড়াও, বুড়াকে লইয়া একটু মজা করি।"

প্ল্যাস্ পেজ টেলিফোনে মিঃ ব্লেককে আহ্বান করিয়া বলিল, "হাল্লো মিঃ ব্লেক, আপনি গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়া বুড়ো বয়সে চোরের পেশা অবলম্বন করিয়াছেন না কি?" (have you turned burglar in your old age?)

মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার এ কি রকম রসিকতা!—ও কথার মানে?"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "কিছুমাত্র জটিল নয়। সার ইউজিন মর্গানের দোতালার সিন্দুক হইতে কোন ভদ্র মহোদয় কুড়ি হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরতাদি বাহির করিয়া লইয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পটদান করিয়াছেন এবং তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শনস্বরূপ গ্রে প্যাস্থারের একখানি ছবি সিন্দুকের ডালায় আঁটিয়া রাখিয়া গিয়াছেন"

মিঃ ব্লেক কৌতূহল ভরে বলিলেন, "কি বলিলে ? গ্রে-প্যান্থারের ছবি ?"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "হাঁ, ছবিখানি আপনার মোটর গাড়ীর নয়, উহা ধূসরবর্ণ এক-টুক্‌রা কাগজে একটি বাঘের ছবি, সুতরাং তাহার অর্থ গ্রে-প্যান্থার ! নোংরা কায। বৃদ্ধ কুট্‌স এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন। ভাবিলাম, কথাটা শুনিলে আপনার কৌতূহল হইবে। সে যাহা হউক, আজকাল আপনি আছেন কেমন ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বেশ সারিয়া উঠিয়া বোঝা বহিতে আরম্ভ করিয়াছি। তুমি আমাকে যে চুরুটগুলি উপহার পাঠাইয়াছিলে, তাহা প্রায় সাবাড় করিয়া তুলিলাম। এই উপহারের জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ।"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও প্রীতির যৎসামান্য নিদর্শন। আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে ? কাল আমার সঙ্গে আপনার আহার করিবার সুযোগ হইবে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ ; আপত্তির কোন কারণ দেখি না। কোথায় তোমার দেখা পাইব ?"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "সিম্‌সনের ওখানে, বেলা একটার সময়,—কি বলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।—গ্রে-প্যান্থার সম্বন্ধে নূতন কোন রহস্যের সন্ধান পাইলে আমাকে জানাইও ; এ কি কাণ্ড তাহা জানিবার জন্য একটু আগ্রহ হইয়াছে।"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "হাঁ, ভিতরে কোন রহস্য আছে ; চোরের মতলবটা কি তাহা আমারও জানা চাই।"

প্ল্যাস্ পেজ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া নৈশ সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইলে জুলিয়স্ জোন্‌স বলিলেন, "আজ কাল কাগজ বাহির করা কঠিন হইয়াছে প্ল্যাস্ ! হজুগের একান্ত অভাব কি না, নগদ বিক্রি একদম কমিয়া গিয়াছে। এই চুরির সংবাদে হজুগের একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। তুমি একটু সন্ধান লইয়া সংবাদটা গুছাইয়া লিখিতে পারিলে মন্দ হয় না।"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "বেশ তাহাই হইবে।—'মে-ফেয়ারে ভীষণ ব্যাঘ্র-ভীতি !'

'দোতালার পাঠাগারে বাঘের হুম্‌কি !'—এই রকম শিরোনামা দিয়া সংবাদটি লোমাঞ্চকর ভাষায় লিখিতে পারিলে পঞ্চাশ হাজার কাগজ এক নিশ্বাসে উড়িয়া যাইবে না ?"

সম্পাদক বলিলেন, "হুঁ, চায়ের পেয়ালায় তুফান আরম্ভ হইবে ; যেরূপে হউক একটি হুজুগের সৃষ্টি করা চাই। নূতন নূতন হুজুগই দৈনিক কাগজের প্রাণ। তাহার উপর ভাষার কসরৎ চাই।"

প্ল্যাস্ পেজ মিঃ ব্লেকের বন্ধু ; সে অনেক বার অনেক বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সহযোগিতা করিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার বিদ্রূপপূর্ণ ভাষায় হুজুগ সৃষ্টি করিতে গিয়া সে কি ভীষণ অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে—তাহা সে তখন ধারণা করিতে পারিল না। তাহার রচিত গল্পে যে আন্দোলন-তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে তাহা অচিরে সমগ্র পৃথিবীকে বিচলিত করিয়া তুলিবে (that was destined to shock the whole world) ইহাও সে তখন বুঝিতে পারে নাই !

* * * *

স্মিথ কতকগুলি সংবাদ-পত্রের চিহ্নিত সংবাদগুলি কাঁচি দিয়া কাটিয়া 'ইন্‌ডেক্স-বহি'তে আটা দিয়া জুড়িবার আয়োজন করিতেছিল—সেই সময় টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিতে আরম্ভ করিল। সেই আওয়াজ শুনিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, এ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাতের কারচুপি !"

মিঃ ব্লেক হাঁই তুলিয়া বলিলেন, "তাহাকে বল দরকার থাকিলে সে এখানে আসিতে পারে। এত সোরগোলের প্রয়োজন কি ?"

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক সেণ্ট ম্যাথুর হাসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করেন নাই ; দুই চারি দিনও বিশ্রাম না করিয়া মস্তিষ্ক চালনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কয়েক মিনিট পরে সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের শুভাগমন হইতেছে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর ভাবে মিঃ ব্লেকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ গোঁফ-জোড়াটা দেখিতে শিকারী বিড়ালের গোঁফের মত ; পোষাকের জাঁক একটু অসাধারণ।

তিনি বাতাসে মাথা ঠুকিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু মেজাজ অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিতে, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া যেরূপ শিষ্ট ও মিষ্ট ব্যবহার করিতেন—আজ যেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজ তিনি পুলিশ! মিঃ ব্লেক যেন তাঁহার কৃপায় পাত্র! তিনি মিঃ ব্লেকের বাক্স ডেস্ক প্রভৃতির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু তিনি আসল কার্য ভুলিলেন না, মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে এক গ্ল্যাস হুইস্কি ও সোডা নিঃশেষিত করিয়া একটা চুরুট মুখে গুঁজিলেন। মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি কুট্‌সের মুখে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ-কর্ম্মচারীর কঠোরতা লক্ষ্য করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বলিলেন, "আমি পার্ক লেন হইতে এখানে আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "বটে! সার ইউজিন মর্গানের বাড়ীতে চুরির তদন্তে গিয়াছিলে বুঝি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! এই চুরির সংবাদ আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন? ইহা ত এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই!"—হঠাৎ তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন "হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছি। প্ল্যাস্ কিছুকাল পূর্ব্বে টেলিফোনে আমাকে সকল কথাই বলিয়াছে। সে তাহার কাগজের জন্য এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এই সকল হুজুগে কাগজ-ওয়ালাদের অনধিকারচর্চ্চা অসহ্য! এ বড়ই অদ্ভুত চুরি ব্লেক! কোনও চোর যে এরকম সাফাই হাতে চুরি করিতে পারে—ইহা আমার জানা ছিল না! লেক্‌টি ম্যাক্ শ্লাইড জেলে না থাকিলে মনে করিতাম এ তাহারই কার্য্য। চোর

এরূপ কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই—যাহার সাহায্যে এই চুরির তদন্ত চলিতে পারে ; কেবল সে সিন্দুকের ডালায় একটা বিড়ালের কি বাঘের ধূসরবর্ণ একখানি ছবি আঁটিয়া রাখিয়া গিয়াছে ! হাঁ, উহা দেখিয়া গ্রে-প্যান্থারের ছবি বলিয়াই মনে হইতেছিল। তোমার গাড়ীরও ত ঐ নাম !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সিন্দুকের ডালায় গ্রে-প্যান্থারের ছবি ? অদ্ভুত বটে ! চুরিটা ঘরের লোকের কায নয় ত ?”

কুট্‌স বলিলেন, “না, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আমি সেই বাড়ীর সকলকেই সতর্কভাবে জেরা করিয়াছি। সেই বাড়ীতে সর্দ্দার-খানসামা একজন আর্দ্দালি, একজন বাবুর্চ্চি ও দুইটি পরিচারিকা আছে। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি তাহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহারা মরগান-পরিবারে বহুকাল হইতে চাকরী করিতেছে, এবং সকলেই বিশ্বাসী।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কর্ত্রীটিকে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ নাই ? ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর তহবিল হইতে জহরতের মূল্য আদায় করিবার জন্য গৃহলক্ষ্মীরা নিজের জিনিস চুরি করিয়া চোরের ঘাড়ে সকল অপরাধ চাপাইয়া থাকেন—ইহা ত তোমার অজ্ঞাত নহে ; এই চুরিও সেই রকম ব্যাপার নয় ত ? শুনিয়াছি সার ইউজিন এখন ফ্রান্সের দক্ষিণাংশের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেছেন, গিন্নি বাড়ীতে একা আছেন ; তাঁহার মাথায় কি খেয়াল চাপিয়াছিল—তাহা অন্যে কিরূপে বুঝিবে ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বহুদর্শী ও সন্দিগ্ধচেতা পুলিশ কর্ম্মচারী-হইলেও লেডি মর্গানকে সন্দেহ করিতে পারেন নাই ; তিনি মিঃ ব্লেকের কথায় সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, না, এ সন্দেহ অমূলক। ও কথা কি আমি ভাবি নাই ? কিন্তু উহা বিশ্বাসের অযোগ্য। সার ইউজিন মর্গান ধনকুবের ; যে সকল হীরকালঙ্কার চুরি গিয়াছে তাহার মধ্যে একছড়া মরকতের নেক্‌লেস প্রধান ; কেবল তাহারই মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড ! কিন্তু তাহা এখনও ইন্‌সিওর করা হয় নাই ; কারণ দশ দিন মাত্র পূর্ব্বে সার ইউজিন তাহা ক্রয় করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে জন্মদিনের উপহার দিয়াছিলেন। সেই নেক্‌লেসের ধুক্‌ধুকি খুলিয়া

যাওয়ায় তাহা গেরামতের জন্য আজ সকালে সিন্দুক হইতে বাহির করিতে গিয়া লেডি মর্গান এই চুরির কথা জানিতে পারেন। কেবল সেই নেক্‌লেস নহে, সিন্দুকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছে!

"তিনি গত রাত্রে সেই নেকলেস্ পরিয়া একটা ভোজের মজলিসে যোগ দিয়াছিলেন; মজলিস ভাঙ্গিলে তিনি ঘরে ফিরিয়া যখন তাহা সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন তখন রাত্রি সাড়ে এগারটা। আমি আজ সকালে সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি চোর একটা শয়ন-কক্ষের জানালার ভিতর দিয়া দোতলায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেই শয়ন-কক্ষে গতরাত্রে কেহ শয়ন করে নাই। যে নালি বহিয়া চোর সেই জানালায় উঠিয়াছিল তাহাতে দাগ দেখিতে পাইয়াছি। দোতলার অন্যান্য কক্ষে চোর তাড়াইবার এলার্ম আছে, কেবল সেই কক্ষটিতেই তাহা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কোন চতুর চোরের কায; কিন্তু বাঘের ছবির কথা কি বলিতেছিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার নোট-বহির ভিতর হইতে একখানি লেফাপা বাহির করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি সেই সিন্দুকের ফটো লইয়াছি; সিন্দুকের ডালার উপর এই ছবিখানি আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি গরমজলে ছবিখানি ভিজাইয়া রাখিলে ইহা সহজেই উঠিয়া আসিল। আমি চোরের অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু গৃহকর্ত্রীর অঙ্গুলি-চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গুলি-চিহ্ন সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক কুট্‌সের হাত হইতে লেফাপাখানি লইয়া বলিলেন, "চোর দস্তানা হাতে দিয়া সিন্দুক খুলিয়া চুরি করিয়াছিল—এইজন্য তোমার চেষ্টা সফল হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক লেফাপাখানির মোড়ক খুলিয়া তাহা হাতের তলায় উপড় করিবামাত্র একখণ্ড কাগজ তাঁহার করতলে পড়িল। কাগজখানি দুই ইঞ্চি দীর্ঘ। তাহা একটি বাঘের ছবি; বাঘটি শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার ভঙ্গিতে বসিয়া ছিল। ছবিখানি ধূসরবর্ণে চিত্রিত—গ্রে-প্যান্থার।

মিঃ ব্লেক ছবিখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গ্রে-প্যান্থারই বটে!—এ ছবি আমার গাড়ীতে ছিল, এবং ইহা আমার গাড়ীরই নামের প্রতীক। চোর আমার গাড়ী হইতে ছবিখানি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। গাড়ীতে ছবি নাই—ইহা আমি পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমিও ঐ রকম অনুমান করিয়াছিলাম! কিন্তু এ যে কাহার কীর্ত্তি তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য হইয়াছে। আমি নিউইয়র্কের উইলব্রাইটকে তার করিয়াছি, প্যারিসের গোয়েন্দা বিভাগের দেভিনোকেও সংবাদ পাঠাইয়াছি। সিন্দুক খুলিয়া যাহারা এই ভাবে চুরি করে তাহাদের কেহ ঐ সকল এলাকা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে কি না তাহার সন্ধান লইতে অনুরোধ করিয়াছি। এই চোর যদি এ দেশের লোক হয় তাহা হইলে সে কোন নূতন লোক বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকগুলি সকলেই জেলে আছে।" (All the best man are inside).

মিঃ ব্লেক ছবিখানি লেফাপায় পুরিয়া বলিলেন, এখানি এখন আমার কাছে রাখিয়া যাও কুট্‌স! আমি ইহা অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে সম্ভবতঃ কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিব। তুমি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে না! চোর সিন্দুকে তাহার ব্যবসায়ের এই চিহ্নটি আঁটিয়া রাখিয়া যাওয়ায় আমার ধারণা হইয়াছে, ইহা তাহার ভবিষ্যত অপকার্য্যের সূচনা মাত্র।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনার কি এইরূপই ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগত্যা। একটা সাধারণ চুরি উপলক্ষে অন্যের ব্যবহার্য্য চিহ্ন আত্মসাৎ করিয়া তাহা এই ভাবে ব্যবহার করিবার সার্থকতা কি? আমার বিশ্বাস, এই গ্রে-প্যান্থারঘটিত অন্যান্য চুরির সংবাদও আমরা শীঘ্রই শুনিতে পাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমিও সেই গ্রে-প্যান্থারকে শিকার করিব। সেই বদমায়েস কয়বার আমার চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিবে?"

অনন্তর তিনি হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমাকে

এখনই ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আপনি যদি ছবিখানি পরীক্ষা করিয়া কোন গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা আমাকে জানাইবেন।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক সেই লেফাপাখানি তাঁহার ডেস্কের দেরাজে ফেলিয়া রাখিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “কুট্‌স একটি নিরেট গাধা।”

স্মিথ বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক সুস্থ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্মিথের আশঙ্কা হইত তাঁহার মস্তিষ্ক তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয় নাই; সামান্য কারণে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, কখন কখন তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহার চক্ষু হঠাৎ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইত, তিনি অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতেন। স্মিথের মনে হইত এ সকল সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নহে। মিঃ ব্লেক ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করায় স্মিথ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত; কিন্তু সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও মিঃ ব্লেক তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সেই দিন প্রভাতে স্মিথ তাঁহাকে বলিয়াছিল, “আপনি এখনও বেশ সারিয়া উঠিতে পারেন নাই কর্ত্তা, এখন কিছু দিন কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া চলুন—আপনাকে লইয়া সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়া আসি। মাথার খাটুনি কিছু দিন বন্ধ রাখিলে আপনাকে অনাহারে থাকিতে হইবে—সে ভয় ত নাই।”

স্মিথের কথা শুনিয়া তিনি বিরক্তি ভরে বলিয়াছিলেন, “থামো হে ছোকরা! আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; আমি সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হইয়াছি। পৃথিবীতে অলস ধনবান ও পরাশ্রয়ীর (rich idlers and parasites in the world) সংখ্যা অল্প নহে; আমি তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের ভয়ে আমি আলস্যের প্রশ্রয় দান করিবার জন্য উৎসুক নহি।

বস্তুতঃ মিঃ ব্লেক তাঁহার মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণধার তরবারির ন্যায় কার্য্যোপযোগী মনে করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল—ব্যবহারের অভাবে তাহাতে মরিচা ধরিতে

পারে ; সর্ব্বদা ব্যবহারে তাহা উজ্জ্বল ও তাহার শক্তি অক্ষুন্ন থাকিবে। হাস-পাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নানা কার্য্যে মস্তিষ্ক পরিচালিত করিত-ছিলেন, কিন্তু গ্রে-প্যাস্থারের ছবি সংক্রান্ত যে রহস্যভেদে তাঁহার মস্তিষ্ক পরিচালিত করিবার প্রয়োজন হইল—তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য জটিল রহস্য অপরাধতত্ত্বের ইতিহাসে (in the annals of criminology) সম্পূর্ণ নূতন এবং অসাধারণ ব্যাপার। তাহার পরিণতি অতীব বিস্ময়কর ও ভয়াবহ।

সপ্তম ধাক্কা

বিচিত্র রহস্যাধার

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার আফিসের টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া চেয়ারে ঠেস্ দিয়া মূলোর মত লম্বা একটা কালো চুরুট চিবাইতে চিবাইতে হতাশ ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন ; তাহার দৃষ্টি জানালার বাহিরে টেমস নদীর বাঁধের উপর সন্নিবদ্ধ। অদূরে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার সাঁকো, সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বার্জ্জ ও নানাজাতীয় নৌকা।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জহরত চুরির জটিল রহস্যের অন্ধকারে আলোক দেখিতে না পাইয়া বিরক্তি ভরে বলিয়া উঠিলেন, "চুলোয় যাক গ্রে-প্যান্থার !" (curse the Grey Panther !)

সার ইউজিন মর্গানের পার্ক লেনস্থ ভবনে যে চুরি হইয়াছিল, সেই দুর্ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অতুলনীয় কর্ম্মকুশলতা (unparalled activity) সত্তেও সেই ব্যাঘ্র অভিধধারী সুদক্ষ তস্করের কোন সন্ধান না হওয়ায় লণ্ডনের দৈনিকগুলি পুলিশের প্রতি যে সকল সুশাণিত বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতেছিল, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষতঃ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন ! এই ব্যাপার লইয়া এরূপ বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল যে, সমাজের সকল শ্রেণীর নরনারীর মুখেই গ্রে-প্যান্থারের নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড বুঝিতে পারিল লণ্ডনে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী নূতন তস্করের আবির্ভাব হইয়াছে ; সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গৌরব নষ্ট করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। তাহার সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে লণ্ডনের ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সকল যোগাড় যন্ত্র ব্যর্থ হইবার উপক্রম।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উপরওয়ালার তাড়া খাইয়া নাস্তানাবুদ ; তাহার উপর

দৈনিক পত্রিকাগুলির চোখা-চোখা বুলি !—তাঁহার চাকরি বজায় রাখা ভার হইয়া উঠিয়াছিল ; তাঁহার টেবিলে সেই দিনের একখানি 'ডেলি রেডিও' পড়িয়া ছিল। কাগজখানি তাঁহাকে তাঁহার কোন অজ্ঞাতনামা বন্ধু উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাহা অপ্রসন্ন মনে খুলিয়া, একটি অংশে নীল পেন্সিলের দাগ দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাহাতে মোটা মোটা হরফে এই কথাগুলি লেখা ছিল,—

ব্যাঘ্র ভূতের পুনরাবির্ভাব !

চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট অদৃশ্য !

এক সপ্তাহে সপ্তম বার চুরি !

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দম্ভচূর্ণ, পুলিশ হতভম্ব।

রিপোর্টার—ডেরেক পেজ।

"'গ্রে-প্যান্থার' বলিয়া চোর নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছে। এই গ্রে-প্যান্থার কে ? স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রাণপণ চেষ্টা ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও এই অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ চতুর তস্করের সন্ধান হইল না !"

"এই অজ্ঞাতনামা, অসাধ্য সাধন-তৎপর তস্করচূড়ামণি উপর্যুপরি সাত দিনে সাত স্থানে চুরি করিল, কিন্তু কোন স্থানেও চুরির কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইল না, অথচ ইহা একই তস্করের কায, তাহার প্রমাণ যেখানেই সে চুরি করিয়াছে—সেই স্থানেই গ্রে-প্যান্থারের একটি ক্ষুদ্র চিত্র আঁটিয়া-রাখিয়া তাহার অনন্যসাধারণ শক্তির ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় রাখিয়া দিয়াছে।—ইহার মর্ম্ম এই যে, "আমি গ্রে-প্যান্থার, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে অপদস্থ ও হতভম্ব করিবার জন্য চুরি করিয়া চলিলাম ; যাহার সাধ্য হয় সে আমাকে ধরুক।'

"তাহার অনুষ্ঠিত শেষ চুরির সংবাদ আজ প্রত্যূষে জানিতে পারা গিয়াছে। এই চুরিও অত্যন্ত অদ্ভুত, অতীব বিস্ময়কর ; ইহা অসাধারণ সাহস ও দুর্দ্দমনীয় শক্তির নিদর্শন ! হাটন গার্ডেনের সুপ্রসিদ্ধ রত্নবণিক মেসার্স হফোর্ড ব্রনষ্টীনের

দোকানের দ্বার ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের লোহার সিন্দুক হইতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট অপহৃত হইয়াছে।

"আমরা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি সিন্দুকের কোন অংশ ভাঙ্গে নাই। সিন্দুক খোলা হইলেও সিন্দুকের কোন স্থানে তস্করের অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সিন্দুকের কপাটের উপর গ্রে-প্যান্থারের ছবি আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত তস্করের উপস্থিতির আর কোন নিদর্শন নাই।

"এই দুঃসাহসী তস্কর এইরূপ কৌশলে নগরের নানাস্থানে পুনঃ পুনঃ চুরি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করায় এবং স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ কর্ম্মচারীরা তাহাকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত না পাওয়ায় সাধারণের আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, রাত্রে কেহ সুস্থ চিত্তে ঘুমাইতে পারিতেছে না। সিন্দুকে ধনরত্ন রাখিয়া কেহই নিশ্চিন্ত নহে। সাধারণের এই আতঙ্ক অমূলক, এ কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? প্যান্থার নামধারী দস্যু গত রবিবার হইতে এক সপ্তাহে কাহার কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে—নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে—

রবিবার—সার ইউজিন মর্গানের বাড়ীতে চুরি।—অপহৃত জহরতাদির মূল্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড।

সোমবার—মাননীয় ডেনিস্ ক্লেগের নাইটব্রিজের বাড়ীতে চুরি।—অপহৃত হীরক রত্নাদির মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

মঙ্গলবার—থ্রেড্ নিড্ল ষ্ট্রীটের ট্রাট্‌ফোর্ড স্মিথ কোং লিমিটেডের আফিসে চুরি।—কুড়ি হাজার পাউণ্ডের সিকিউরিটী অপহৃত।

বুধবার—সুবিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ ললিতা ফেনের সাফ্‌টসবারি এভিনিউ-স্থিত ভবন হইতে এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের মুক্তার নেক্‌লেস অপহৃত।

বৃহস্পতিবার—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্ কমিশনর সার হেন্‌রী ফেয়ার ফক্সের বাসগৃহ হইতে মূল্যবান তসবীর অপহৃত; চোর ফ্রেমের ভিতর হইতে চিত্রপট কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে!

শুক্রবার—সাউদার্ণ কাউন্টিস্ ব্যাঙ্ক হইতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের বণ্ড অপহৃত।

শনিবার—বিখ্যাত রত্নবণিক হল্‌ফোর্ড ব্রনষ্টীনের দোকান হইতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের আকাটা হীরা (uncut diamonds) লুণ্ঠিত।

"অতএব দেখা যাইতেছে প্যান্থার নামধারী দস্যু গত এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লী হইতে লক্ষাধিক পাউণ্ড অপহরণ করিয়াছে; কিন্তু সে ধরা পড়িতে পারে এরূপ কোন সূত্র কোন স্থানে রাখিয়া যায় নাই। প্রত্যেক চুরিতেই তাহার অসাধারণ সাহস, সতর্কতা ও চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে এরূপ তৎপতার সহিত গোপনে প্রত্যেক স্থানে চুরি করিয়াছে যে, সতর্ক প্রহরীরা কিছুই জানিতে পারে নাই; ঘরে চোর আসিয়াছে—ইহাও কেহ বুঝিতে পারে নাই।

"অনেকের ধারণা কয়েকজন পাকা চোর দলবদ্ধ হইয়া ঐ সকল স্থানে চুরি করিয়াছে, ইহা তাহাদের মিলিত চেষ্টার ফল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই সকল চুরির তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়া মহা উৎসাহে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি এই এক সপ্তাহে শতাধিক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা গত রাত্রে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই উক্তি হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি তিনি যে সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার সাহায্যে প্রকৃত চোরকে সনাক্ত করা তাঁহার অসাধ্য হইবে না।

"তাঁহার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি এই অপকর্ম্মে লিপ্ত আছে সে পেশাদার তস্কর নহে (is not a professional crook) সে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে যাঁহাদের গৃহে গোপনে প্রবেশ করিয়া চুরি করিয়াছে তাঁহাদের সকলেরই সে সুপরিচিত এবং সে যে চুরি করিতে পারে ইহা তাঁহাদের ধারণারও অতীত।

"সুপ্রসিদ্ধ অপরাধতত্ত্ববিৎ (eminent criminologist) মিঃ রবার্ট ব্লেক সংপ্রতি কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি বিস্তর চিন্তার পর

সপ্তম ধাক্কা

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমেরিকার কোন কোন পাকা চোর ইয়ুরোপের তস্কর-চূড়ামনিদের সহিত যোগদান করিয়া চিকাগোর একজন প্রসিদ্ধ বদমায়েসের নেতৃত্বে এই ভাবে বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। চিকাগোর সেই নামজাদা বদমায়েসটা কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে ইয়ুরোপে যাত্রা করিয়াছে।

"কিন্তু জনসাধারণ এই সকল রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া বিষম ধাঁধায় পড়িয়াছে, তাহারা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এই গ্রে-প্যান্থার নামক লোকটি কে ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স 'রেডিও'খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ডেক্সের উপর হইতে পা দুইখানি নামাইয়া লইলেন, তাহার পর সোজা হইয়া বসিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "এই জনসাধারণের জ্বালায় অস্থির হইলাম যে !—বেটারা গোল্লায় যাক।"

বস্তুতঃ এই সকল চুরির তদন্ত-ভার লইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অত্যন্ত বিব্রত ও বিপন্ন হইয়াছিলেন, কোন কার্য্যের ভার লইয়া পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে এভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। চোরের সন্ধান না হওয়ায় সংবাদ-পত্র সমূহ তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেছিল, তাহাদের উপহাস বিদ্রূপ কঠোর মন্তব্য তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে দুইবেলা কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছিল ! উপরওয়ালার কঠোর কটূক্তি নীরবে সহ্য করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না !

'গ্রে-প্যান্থার এই ছদ্ম নামধারী তস্কর পুলিশ-কমিশনরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালস্থিত ছবির ফ্রেম হইতে একখানি মূল্যবান চিত্র অপসারিত করিয়া সেই ফ্রেমের ভিতর একটি বাঘের (গ্রে-প্যান্থারের) ছবি আঁটিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ; সে কখন কি কৌশলে এই কার্য্যটি করিয়া গিয়াছিল সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাহা জানিতে পারেন নাই ; তিনি ঘরে আসিয়া মূল্যবান তসবিরের পরিবর্ত্তে সেই বাঘের ছবি দেখিয়া ক্রোধে ক্ষোভে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল ! তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুটসের উপর মুসলধারে

গালি বর্ষণ। কুট্‌স নিরুপায় হইয়া নীরবে সেই তিরস্কার পরিপাক করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ কুট্‌স্‌কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে চোর লণ্ডনে এরূপ ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে সে কে তাহা নির্ণয় করা বা তাহাকে গ্রেপ্তার করা তাঁহার অসাধ্য। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বহুদর্শী, কষ্টসহ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ পুলিশ-কর্ম্মচারী; কোনও সাধারণ অপরাধের তদন্ত-ভার লইয়া তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন। (competent enough to handle only ordinary crime.) কিন্তু গ্রে-প্যান্থার যে কৌশলে চুরি করিয়া অদৃশ্য হইতেছিল, সেই কৌশল তাঁহার বুঝিবার শক্তি ছিল না। সে তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন চতুর ও ফন্দিবাজ।

কুট্‌স সুদক্ষ গোয়েন্দা ছিলেন; প্রমাণ পাইলে, চুরির পর কোন্ সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে তিনি নানা প্রকার কৌশলের সাহায্যে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতেন। কি প্রণালীতে চুরি হইয়াছে, চুরির বিশেষত্ব কি, ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি চোর ধরিতে পারেন; কিন্তু তিনি কল্পনাকুশল কর্ম্মচারী নহেন, বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন—ইহা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব না থাকিলেও সহিষ্ণুতার অভাব লক্ষিত হয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যদি তিনি চোর ধরিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে না পারেন তাহা হইলে পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটার অধিক হয় নাই; তিনি টেলিফোনে মিঃ ব্লেককে আহ্বান করিয়া তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ টেলিফোনে সাড়া দিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অধীর স্বরে বলিলেন, "হ্যাল্লো, মিঃ ব্লেক বাড়ী আছেন?"

স্মিথ বলিল, "না ইন্‌স্পেক্টর! তিনি চেল্‌সিথার গিয়াছেন। লর্ড হেলিং

তাঁহাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোন কায থাকিলে আমাকে বলিতে পারেন।"

কুট্‌স বলিলেন, "না, তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমাদের কর্ত্তা প্যাম্বার সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন কি?"

স্মিথ বলিল, "না, তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই; সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তাঁহার বিশ্বাস তাহা করা, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেরই কায। তা ছাড়া, আজ কাল তাঁহার কি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহার এক বিন্দু বিশ্রাম নাই, তিনি সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকেন; মনে হয় তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে কায কর্ম্ম বন্ধ করিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলে তিনি আমাকে কামড়াইতে আসেন!—তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হুম্', ব্লেক চিরদিনই ভয়ঙ্কর একরোখা। তিনি সতর্ক না হইলে এমন অসুখে পড়িবেন যে, শেষে প্রাণ হইয়া টানাটানি হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রিসিভার রাখিয়া টুপিটা মাথায় তুলিয়া আঁটিয়া দিলেন তাহার পর চিন্তাকুলচিত্তে বাহিরে চলিলেন।

* * * * *

চেল্‌সিয়ার চেনিওয়াকে লর্ড হেলিংয়ের বাসভবন। মিঃ ব্লেক সেই রাত্রে সেখানে আহার করিতেছিলেন। লর্ড হেলিংস মিঃ ব্লেক ভিন্ন আরও কয়েকজন বন্ধুকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারান্তে তাঁহারা কফি ও মদিরা পানে রত ছিলেন। একটি বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল, তাঁহার ভিতর দিয়া টেম্‌স নদীর বাঁধ দেখা যাইতেছিল। দূরস্থ রাজপথ হইতে নানা প্রকার শকটের শব্দ নৈশ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল।

লর্ড হেলিং কূট রাজনীতিক। পিকিনের রাজদরবারের এক সময় তিনি বৃটিশ রাজদূতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্লেক, যুবক যুবতীর দল ওদিকে নাচের

মজলিস গুলজার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আমোদ প্রমোদ করুক; তুমি আমার সঙ্গে আমার কৌতুকাগারে চল। আমি যে সকল দুর্লভ প্রাচীন শিল্প-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, সেগুলি তোমাকে দেখাইবার অন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। ঐসকল সামগ্রী সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানিতে চাই। (tell me what you think of it) চীন দেশীয় প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং তুমি তাহাদের মূল্য বুঝিতে পারিবে।

তাঁহার কন্যা মণিকা অদূরে বসিয়া একটা গ্রামোফোন লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, সে তাহার পিতার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "বাবা, গ্রে-প্যান্থার যদি হঠাৎ আসিয়া তোমার ঐ সকল সখের জিনিস চুরি করে—তাহা হইলে তোমার এ স্ফূর্ত্তি কোথায় থাকিবে?"

লর্ড হেলিং হাসিয়া বলিলেন, "সেই ছদ্মনামধারী চোরটার ভয়ে তোমরা সকলেই অস্থির! কিন্তু সে এখানে আসিতে সাহস করিবে না, ব্লেক এখানে আছেন তাহা কি সে জানে না?"

লেডি মণিকার বর রুপার্ট কেপ্‌ল বলিল, "হয় ত তাহা তাহার জানা নাই।"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল; (his eyes were unnaturally brilliant.) মিঃ ব্লেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, ইহা তিনি স্বীকার না করিলেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত দেখাইতেছিল। তিনি হাসপাতাল হইতে মুক্তিলাভের পর কিরূপ অবসন্ন, নিরুৎসাহ ও চঞ্চল হইয়াছিলেন, তাঁহার স্নায়ু কিরূপ শিথিল হইয়াছিল তাহা তাঁহারই অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার ধীর স্থির প্রশান্ত প্রকৃতির সহিত এই পরিবর্ত্তনের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না।

তিনি বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, কিছুই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না; এই জন্য তিনি তাঁহার পুরাতন বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার আশা হইয়াছিল, বন্ধুসমাগমে তাঁহার মন অনেক পরিমাণে সুস্থ হইবে, মনের ভার লঘু হইবে। তিনি একটু নূতনত্বের আস্বাদন পাইবেন।

লর্ড হেলিং নৈশ ভোজনের জন্য অনেককেই আহ্বান করিয়াছিলেন ; যুবক যুবতীরা এই উপলক্ষে নৃত্যগীতের মজলিস করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের দলে না মিশিয়া গৃহস্বামীর সহিত তাঁহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত চীন দেশের মূল্যবান দুর্লভ শিল্পসম্ভার দর্শন ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহারা উভয়েই চীন দেশীয় প্রাচীন শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন।

লর্ড হেলিং ব্লেকের সঙ্গে লাইব্রেরীর ভিতর দিয়া একটি সুদীর্ঘ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার প্রত্যেক দেওয়ালে কাচনির্ম্মিত সেল্‌ফ, তাহার উপর চীন দেশীয় মহামূল্য শিল্পসম্ভার থরে থরে সজ্জিত ছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধুগৃহে আসিয়া এই সকল সামগ্রী পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড হেলিং তাঁহার বন্ধুগণকে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা সেগুলির প্রশংসা করিলে তাঁহার হৃদয় অহঙ্কার ও আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইত। সেই সকল সামগ্রী চীনের বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদের উপাদানও অদ্ভুত !

সেই সমুদয় সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ ও মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক উৎসাহিত হইলেন ; তাঁহার মনের ভার লঘু হইল।

সেই কক্ষের এক কোণে কাচনির্ম্মিত একটি আধার ছিল, লর্ড হেলিং সেই সামগ্রীর প্রতি ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, "ঐ জিনিসটি পরীক্ষা করিয়া দেখ ব্লেক ! ইহা চীনা পোরসেলেনের আকারে একটি কবিতা।"

কাচের আবরণে যে জিনিসটি সঞ্চিত ছিল—তাহা একটি দীর্ঘাকৃতি পাত্র—তাহার বর্ণ নীলাভ সবুজ। তাহার ভিতর হইতে ডিমের খোলার মত আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার উপর চীনের ড্রাগনের একটি মূর্ত্তি খোদিত ; মূর্ত্তিটি এরূপ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত যে, দেখিলে সজীব মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত।

মিঃ ব্লেক উৎসাহভরে বলিলেন, "কি সুন্দর ! ইহার কোনখানে খুঁত নাই ; ইউরোপের কোন শিল্পী ইহা প্রস্তুত করিতে পারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে

পারিতেছি না। ইহা চীনের প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও শিল্পোন্নতিরই নিদর্শন, ইয়ুরোপ তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত—"

লর্ড হেলিং হাসিয়া বলিলেন, "এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও তখন বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিয়া ডারউইনের উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু পূর্ব্বেই প্রথমে সূর্য্যের উদয় হয়, পাশ্চাত্য ভূভাগ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। প্রথমেই তাহারা উষালোকের সংস্পর্শে আলোকিত হইয়াছিল—এজন্য অহঙ্কারের কারণ নাই; কিন্তু প্রতীচি আজ প্রাচীর ঋণ তুলিয়া গিয়াছে, তাহারা এখন গুরুমারা বিদ্যায় সুপণ্ডিত।"

লর্ড হেলিং বলিলেন, "পশ্চিমে যখন অন্ধকার রাত্রি ঘনাইয়া আসিবে, তখন পূর্ব্বে পুনর্ব্বার অরুণোদয় হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হঁা, প্রাচ্যের তুরস্ক চীন, জাপান, আফগানিস্তান ইণ্ডিয়া আবার জাগিয়া উঠিবে তাহার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। যে দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় মহাপুরুষের, বিবেকানন্দের ন্যায় মানবহিতৈষী প্রচারকের, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপ্রাণ ত্যাগীর আবির্ভাব হয়—সে দেশের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।"

লর্ড হেলিং বলিলেন, "কিন্তু আমার এই পাত্রটি চীনের অতীত গৌরবের অন্যতম নিদর্শন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হঁা, কথায় কথায় অনেক দূরে গিয়েছিলাম। আপনার এই জু-চাও ঘট স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ; আপনি কিরূপে কোথায় ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন?"

লর্ড হেলিংএর চক্ষু আনন্দে ও আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল হইল, তিনি মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা কি আমি বলি? তাহা বলিলেন রাজকীয় গুপ্ত কথা (state secrets) প্রকাশ করা হইবে; আমি আপনার মত বন্ধুর কাছেও তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। আমি যে সকল দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, এটি তাহাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, হোনান প্রদেশের জু-চাও নামক স্থানে আমি ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন শতাধিক বৎসর ধরিয়া চীনের সুং রাজবংশ চীন সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিল, সেই সময় প্রাচীন চীন দেশে পোরসেলেন শিল্প উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা সেই গৌরবময় যুগের শিল্পীর প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল।"

চীন সম্রাটের আদেশে এই অপূর্ব্ব ঘট নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা যে নীলাভ সবুজবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই রং ফলাইবার কৌশলটি অন্যান্য শিল্পীর অজ্ঞাত ছিল। চীন দেশের এই দুর্লভ সামগ্রী গোপনে লণ্ডনে আনীত হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক অতৃপ্ত নয়নে তাহার শোভা, লাবণ্য ও বর্ণগৌরব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

লর্ড হেলিং বলিলেন, "লণ্ডনের মিউজিয়াম দেশ বিদেশের অনেক দুর্লভ সামগ্রী সঞ্চিত আছে বটে কিন্তু এরূপ সামগ্রী আপনি সেখানে দেখিতে পাইবেন না; ইহা অতুলনীয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখিলেও ইহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না—ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য, ইহা অত্যুক্তি নহে।"

তাঁহারা চীন দেশের অতীত যুগের কথা আলোচনা করিতে করিতে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশেষে লর্ড হেলিং মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মহিলাদের মজলিসে না যাইলে তাহারা দুঃখিত হইতে পারে, সুতরাং সেখানে একবার যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক লর্ড হেলিংএর সহিত লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া হলঘর দিয়া যুবক যুবতীদের নাচের মজলিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। হল-ঘরের এক প্রান্তে কমলা লেবুর একটি ক্ষুদ্র গাছ ছিল। উহা জাপানী কমলা লেবুর গাছ। অত ছোট গাছেও প্রস্ফুটিত কুসুম বিকশিত হইয়া সৌরভ বিকীরণ করিতেছিল; কমলার মিষ্টগন্ধে বায়ুস্তর সুরভিত। জাপানীরা অতটুকু ছোট গাছে কি কৌশলে ফুল ফল উৎপাদন করে তাহা অন্য দেশের লোকের অবিদিত; উহারা এই গুপ্ত রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ করে না। সেই গাছটিতে ছয় সাত থোকা

ফুল ফুটিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই গাছটির কাছে দাঁড়াইয়া ফুলগুলির মিষ্ট গন্ধ উপভোগ করিতে লাগিলেন; তাহার পর সিগারেটের বাক্স বাহির করিবার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বিরক্তি ভরে মুখ বিকৃত করিলেন, এবং ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লর্ড হেলিংকে বলিলেন,"দয়া করিয়া এখানে একটু অপেক্ষা করিবেন? সিগারেটের কৌটাটা বোধ হয় লাইব্রেরীতে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক একাকী লাইব্রেরীতে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; তাহার পর তিনি যখন লর্ড হেলিংএর সহিত গানের মজলিসে প্রবেশ করিলেন, তখন লেডি মণিকা গ্রামোফোনের একটি নাচের গৎ বাজাইতেছিল।

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিদায় গ্রহণ করিল। লর্ড হেলিং সহাস্যে মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনি আবার শীঘ্র আসিবেন ত? আমার সংগৃহীত ঐ সকল প্রাচীন শিল্প-সম্ভারের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে এরূপ গুণগ্রাহী লোক আপনি ভিন্ন আর একজনও আছে কি না সন্দেহ। আপনার সঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। আপনার সঙ্গে আরও অনেক কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।"

লেডি মণিকা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "গ্রে-প্যান্থার আপনার ঐ মহামূল্য সামগ্রীর প্রতি লোভ না করিলে পরে আপনাদের আলোচনা চলিতে পারে। সে কি ঐ দুর্লভ সামগ্রীর সন্ধান পায় নাই?"

তাহার মুখের হাসি মিলাইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন; ট্যাক্সিওয়ালা তাঁহার আদেশে বেকার ষ্ট্রীটে ধাবিত হইল।

অষ্টম ধাক্কা

গুপ্ত প্রকাশ

স্মিথ শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল ; হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সে চমকিয়া উঠিল। তাহার ঘড়িটা বালিশের নীচে ছিল, তাহা সে টানিয়া বাহির করিল ; গাঢ় অন্ধকারে কাঁটা চক্-চক্ করিতেছিল। সে দেখিল. তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইয়াছিল।

স্মিথ দুই এক মিনিট রুদ্ধনিশ্বাসে শয্যায় পড়িয়া রহিল। অকারণে এই ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ইহা সে জানিত ; সে উদ্যত কর্ণে স্তব্ধভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিল ; তাহার মনে হইল পাশের কক্ষ হইতে যেন একটা গানের সুর আসিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল ! কাহারও কণ্ঠস্বর হইলে তাহা অদ্ভুত বটে ! সে শুনিতে পাইল কে যেন সুর করিয়া মৃদুস্বরে বলিতেছিল—'যু-যু-উ-যো, যু-যো যু-উ।'—একঘেয়ে সুর স্তব্ধ রাত্রিতে বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল ! স্তব্ধ রাত্রে কোন পায়রা ঘরের কার্ণিশে বসিয়া মৃদু গুঞ্জনধ্বনি করিলে যেরূপ শুনায় সেইরূপ ধ্বনি তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছিল।

স্মিথের কৌতূহল এরূপ প্রবল হইল যে, সে আর শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া খালি পায়ে নিঃশব্দে গালিচার উপর দিয়া চলিয়া তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া, দুই পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ভর দিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল ; কিন্তু পাশের কক্ষে সে মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল না ! সে মনে মনে বলিল," তাই ত ! কর্ত্তা কোথায় ?"

স্মিথ রাত্রি বারটার পর শয়ন করিয়াছিল, মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে

শীঘ্র এখানে আসুন। আমি গ্রে-প্যান্থারকে কায়দায় পাইয়াছি। সে চোরামাল সহ এখানে হাজির। আর উহাকে ছাড়িতেছি না, আপনি শীঘ্র আসুন কর্ত্তা! আপনি কি ঘুমাইতেছেন ?"

স্মিথের কথা শুনিয়া ধূসর বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ চেয়ারের এক পাশে কাত হইয়া পড়িল ; তাহা দেখিয়া স্মিথ পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই ধূসর আবরণের ভিতর হইতে স্মিথ শুনিতে পাইল—সেই মূর্ত্তি ভারী গলায় বলিল, "চুপ কর নির্ব্বোধ ! স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাক, নতুবা এই মুহূর্ত্তে আমি তোকে হত্যা করিব।"

সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্মিথ আড়ষ্ট দেহে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে টেবিলের এক প্রান্ত ধরিয়া কোন রকমে সামলাইয়া লইল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল, আতঙ্কে বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল! সে যে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল তাহা ক্রোধে ও অধীরতায় বিকৃত হইলেও তাহার চিনিতে বিলম্ব হইল না। স্মিথ ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, আপনি ? গ্রে-প্যান্থার লোকটা আপনি ভিন্ন আর কেহ নহে ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? ঐ সকল রহস্যপূর্ণ চুরি ডাকাতি কি তবে—"

মিঃ ব্লেক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে আমি। ওরে মূর্খ ! তুই তোর হাতের পিস্তল নামাইয়া রাখ। শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর।"

মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে মুখ হইতে আবরণ অপসারিত করিলেন। (whipped off the hood that covered his face.) স্মিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিন হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠ হইতে অতি তীব্র মর্ম্মভেদী আতঙ্ক-সূচক ধ্বনি নিঃসারিত হইল। সে আতঙ্ক-বিহ্বল-নেত্রে সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তাহা মিঃ ব্লেকের মুখই বটে, কিন্তু সেই মুখের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন ! কি কুৎসিত ভয়ালভাব, কি পৈশাচিকতা সেই মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ! সেই মুখ উন্মাদের মুখ, সঙ্কুচিত অধরোষ্ঠে পিশাচের সুদৃঢ় সঙ্কল্প উভয় নেত্রে নরকানল প্রজ্জ্বলিত !

স্মিথ পিস্তলটা বগলে পুরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল ; নিদারুণ উত্তেজনাতেই

বোধ হয় সে মোহাচ্ছন্ন হইল না, মূর্চ্ছিত হইল না। সে ভগ্নস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা! আপনি ওভাবে আমার মুখের দিকে চাহিবেন না। আপনার এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

মিঃ ব্লেক দাঁত বাহির করিয়া পিশাচের মত হাসিলেন, তাহার পর কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে কুকুর, তোর এই অনধিকার চর্চ্চা অমার্জ্জনীয়।—আমি তোকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হত্যা করিব। পিস্তলটা শীঘ্র নীচে ফেলিয়া দে।"

স্মিথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; সে জীবনে বহুবার বহু সঙ্কটে পড়িয়াছিল, গোয়েন্দা গিরিতে সে মিঃ ব্লেকের সাহার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকবার অতিকষ্টে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এরূপ ভীষণ পরীক্ষা জীবনে তাহার এই প্রথম। মিঃ ব্লেক কি সত্যই উন্মাদ হইয়াছেন? তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির এই ফল? লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান ডিটেক্‌টিভ আজ অজেয় দস্যু সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, আইনের সম্মান রক্ষার জন্য যিনি আজীবন সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কর্ত্তব্য পালনের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে উদ্দাম মৃত্যু তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আজ এ কি সংহার মূর্ত্তি, তাহার পিতৃস্থানীয়, স্নেহময়, করুণ হৃদয় রবার্ট ব্লেক আজ উন্মাদ। নরহত্যায় আজ তাঁহার কুণ্ঠা নাই, তাঁহার নেত্রে আজ নরকানল প্রজ্জ্বলিত, মুখে পিশাচের নিষ্ঠুরতা দেদীপ্যমান!

মিঃ ব্লেক স্মিথকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফাইয়া উঠিলেন, তাহা দেখিয়া স্মিথ সভয়ে দূরে সরিয়া গিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা! আপনি স্থির হউন, আপনার এ কি ভীষণ-মূর্ত্তি? আপনি অসুস্থ হইয়াছেন, আপনার মাথা খারাপ হইয়াছে। আপনি শুইয়া বিশ্রাম করুন, আমি এখনই ডাক্তারকে ফোন—"

স্মিথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সে কথা শেষ করিতে পারিল না, মিঃ ব্লেক ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে মেঝের উপর সবলে চাপিয়া ধরিলেন, মাটীতে পড়িয়া স্মিথের হাতের

পিস্তল হইলে সশব্দে গুলী বাহির হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে দ্বারের ঘণ্টা সবেগে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক স্মিথের বুকের উপর বসিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, বিকৃত স্বরে বলিলেন, "তোর অনধিকার চর্চ্চা, তোর ধৃষ্টতা আমার অসহ্য; আজ আমি তোর গলায় পা চাপাইয়া তোকে যমের বাড়ী পাঠাইতেছি। আমি তোর মনিব নহি, তোর যম। আমি আজ—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সিঁড়িতে দুপ্ দাপ্ পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মিঃ ব্লেক সহসা মাথা তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই ডিটেক্‌টিক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কক্ষের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্মিথের বক্ষঃস্থলে উপবিষ্ট ব্লেককে দেখিতে পাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তে একটা ভারী পিস্তল। তিনি সেই পিস্তল দ্বারা মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র তোমার দুই হাত মাথার উপর উচু কর ব্লেক এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে আবার এই পিস্তলের গুলী তোমার বক্ষঃস্থ বিদীর্ণ করিবে।"

তাহার পর এক মিনিটের মধ্যে কি কাণ্ড ঘটিল মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যখন তীব্র স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের দিব্য তুমি সত্য বল এ সকল কি ব্যাপার ব্লেক!"—তখন যেন তাঁহার চেতনাসঞ্চার হইল; তিনি দেখিলেন তাঁহাকে তাঁহার চেয়ারে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার উভয় হাত হাতকড়ি দ্বারা আবদ্ধ, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। কুট্‌সের শৃঙ্খলাবদ্ধ মুখ মলিন, চক্ষু চিন্তাক্লিষ্ট; তিনিও যেন হতবুদ্ধি!

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের হাতকড়ির দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "এ কি? কি হইয়াছে? তোমার উদ্দেশ্য কি কুট্‌স?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ ব্লেক! না, আমি ও তোমার অন্যান্য বন্ধুগণ এতকাল পর্য্যন্ত তোমার দ্বারা প্রতারিত হইয়া আসিয়াছি? তোমাকে আমরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ বলিয়াই জানিতাম। তোমাকে শ্রদ্ধা করিতাম, সম্মান করিতাম, তোমার উপদেশে চলিতাম।—এ সকলই কি আমাদের ভ্রম? এতকাল কি তুমি

কপটতার সাহায্যে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া আসিয়াছ ? আজ জানিতে পারিলাম তুমি দস্যু—না দস্যু অপেক্ষাও হীন, তুমি ইতর তস্কর ! পরের সর্ব্বস্ব চুরি করাই তোমার পেশা ! তুমি ভদ্রতার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মুখোস পরিয়া এতকাল সকল লোককে ঠকাইয়া আসিয়াছ ? ধিক্ তোমাকে !”

মিঃ ব্লেক সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাতকড়ির দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টি পড়িতেই তিনি হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। স্মিথ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল ; মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে চক্ষু অবনত করিল, তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাহার সাহস হইল না।

স্মিথ হতবুদ্ধি হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাড়াতাড়ি উন্মত্তপ্রায় ব্লেকের কবল হইতে অবিলম্বে উদ্ধার না করিলে তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে হইত। তাহার মুক্তিলাভের আশা ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে মুক্তিদান করিলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের পৈশাচিক আচরণের কথাই চিন্তা করিতেছিল। তিনি স্মিথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ; অনাথ বালককে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া তিনিই প্রতিপালিত করিয়াছিলেন, তাহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে কায কর্ম্ম শিখাইয়াছেন, কত সাংঘাতিক বিপদে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন ;—তিনিই আজ স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ! কেবল তাহাই নহে, তিনি তস্কর ! গোপনে বহু লোকের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছেন, অথচ কেহই তাহা জানিতে পারে নাই।

সন্দেহের কোন কারণ ছিল না ; তিনি যে সকল হীরক রত্নাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার টেবিলের উপর সংরক্ষিত। লেডি মরগানের হীরার নেক্‌লেস ব্যাঙ্ক হইতে অপহৃত নোটগুলি সেই স্থানে বর্ত্তমান। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নোটের নম্বরগুলি মিলাইয়া দেখিলেন তাহা চোরা নোটই বটে। এতদ্ভিন্ন টেবিলের উপর যে অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন কারুকার্য্য ভূষিত মহামূল্য ঘটটি সংস্থাপিত—তাহা মিঃ ব্লেক লর্ড হেলিংএর যাদুঘর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট পূর্ব্বে লর্ড হেলিংকে টেলিফোনে

সংবাদ দিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য তিনি সেখানে আসিয়া তাঁহার অপহৃত ঘটটি সনাক্ত করিবেন।

স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল, দুশ্চিন্তায় তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।

মিঃ ব্লেক পরস্বাপহারী তস্কর—ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; অথচ চোরা মালগুলি তাহার সম্মুখে বর্ত্তমান। মিঃ ব্লেকের প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস বিচলিত হইল। (he felt his loyalty wavering) সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, এ সকল কি ব্যাপার তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! আমি যাহা দেখিতেছি—তাহা যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; কিন্তু নিজের চক্ষুকে কিরূপে অবিশ্বাস করিব? ইহার কোন কারণ আছে, নিশ্চয়ই আপনার সন্তোষ জনক কৈফিয়ৎ আছে। আপনি সকল রহস্যভেদ করিয়া আত্মসমর্থন করুন, আমাদের ভ্রম দূর করুন। আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করিতে ক্ষোভে দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আমার কিছুই বলিবার নাই; আত্মসমর্থনের উপায় নাই কুট্‌স! তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।"—তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুহূর্ত্তপরে দ্বারে করাঘাত হইল; একজন পুলিশম্যান সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অভিবাদন করিল, তাহার পর বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল; "লর্ড হেলিং আসিতেছেন।"

লর্ড হেলিং সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুতে বিষাদ পরিস্ফুট, কঠোর আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিচলিত। তিনি ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিফোনে আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি আপনার এই অদ্ভুত ব্যবহারের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আমার কোন কৈফিয়ৎ নাই; ঐ দেখুন টেবিলের উপর আপনার ঘট; আপনি উহা লইয়া যাইতে পারেন।"

লর্ড হেলিং তৎক্ষণাৎ টেবিলের পাশে গিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার ঘটটি তুলিয়া লইলেন; অতৃপ্ত নয়নে তাহার দিকে দুই এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমার প্রাণাধিক প্রিয় সামগ্রী ফিরিয়া পাইলাম।—এই ঘট আমার ঘর হইতে অদৃশ্য হওয়ায় আমি মোহিত হইয়াছিলাম ইন্‌স্পেক্টর! আমার নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিদায় গ্রহণ করিলে আমি আমার যাদুঘরের দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম—সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে যাদুঘরে প্রবেশ করিয়া জিনিসগুলি পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। এই ঘট কাচের একটি আবরণের ভিতর রাখা হইয়াছিল; আমি সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম আবরণ-খালি পড়িয়া আছে; ঘট তাহার ভিতর হইতে অদৃশ্য হইয়াছে! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কাচের সেই আবরণের গাত্রে গ্রে-প্যান্থারের একখানি ছবি আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল।

"প্রথমে আমার মনে হইল মিঃ ব্লেক এই ভাবে আমার সঙ্গে তামাসা করিয়াছেন। উনিই সকলের শেষে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; হাঁ, উনি সিগারেটে কৌটা খুঁজিতে একাকী লাইব্রেরীতে গিয়াছিলেন, এই জন্য আমার সন্দেহ হইয়াছিল ঘটটি উনিই আমার অজ্ঞাতসারে অপসারিত করিয়াছেন। উনি উহা অপহরণ করিয়াছেন ইহা আমি তখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যাহা হউক, অবশেষে টেলিফোনে আপনাকে ঘটের অন্তর্দ্ধান সংবাদ জ্ঞাপন করাই কর্ত্তব্য মনে হইল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "আপনি আমাকে সকল কথা বলিয়া তদন্তের ভার দেওয়াতে আমি আনন্দিত কি দুঃখিত হইয়াছিলাম তাহা এখন বলা কঠিন। মিঃ ব্লেক উহা লইয়া গিয়াছেন—আপনার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক উহা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই, বরং আপনার এই উক্তি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অসার বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু আমি আপনার যাদুঘরে প্রবেশ করিয়া কাচের আবরণের উপর যখন পীতাভ অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম—উহা ব্লেকেরই অঙ্গুলি

চিহ্ন তখন মনে হইল আপনার অভিযোগ সত্য হইতেও পারে ; কিন্তু কাচের আবরণের গ্রে-প্যান্থারের ছবি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। এই রহস্য দুর্ভেদ্য বলিয়াই আবার প্রতীতি হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পীতাভ অঙ্গুলি-চিহ্ন ?"

ইন্‌স্পেক্‌টর বলিলেন, "হাঁ, উহা আপনারই অঙ্গুলি-চিহ্ন ; উহার ভিতর একটি সুদীর্ঘ ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়া উহা চিনিতে পারিয়াছিলাম। লুই ফারান্দেজ নামক মেক্সিকান দস্যুকে আপনি ধরিবার চেষ্টা করিলে সে আপনার বুড়ো আঙ্গুলে ছুরী মারিয়াছিল—তাহা কি আপনার স্মরণ নাই ? আমি সেই ক্ষত-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়াছিলাম, কাচের আবরণে অঙ্গুলি চিহ্নের ভিতর সেই দাগটি দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু আপনার অঙ্গুলি-চিহ্ন কি জন্য পীতাভ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া লর্ড হেলিংএর বারান্দায় একটী ক্ষুদ্র কমলার গাছ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে কয়েক থোকা ফুল ফুটিয়াছিল আমি এক থোকা ফুল ছিড়িয়া দুই আঙ্গুলে তাহা রগড়াইয়াছিলাম, এজন্য আমার আঙ্গুলে তাহার পীতাভ রঙ লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমি আমার সিগারেটের কৌটা খুঁজিতে একাকী লাইব্রেরীতে প্রবেশ করি, কিন্তু লর্ড হেডিংএর যাদুঘরই আমার তখন প্রধান লক্ষ্য ; আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া সবখোল চাবি দিয়া ঐ ঘটির কাচের আবরণের ডালা খুলিলাম তাহার পর ঘটটি তাহার ভিতর হইতে অপসারিত করিবার সময় কাচের আধারে আমার অঙ্গুলিস্পর্শ হইয়াছিল, কিন্তু আমি তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই ; তখন আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। তুমি এই চুরি ধরিতে পারিয়াছ, এজন্য তুমি আমার প্রশংসার পাত্র !"

সকল কথা শুনিয়া স্মিথ হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক স্বয়ং স্বেচ্ছায় চুরি স্বীকার করিলেন !—তাঁহার সকল কথাই সত্য ; তবে আর কোন আশা নাই। ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহাও সে বুঝিতে পারিল। মিঃ ব্লেক এ কায কেন করিলেন ? ইহা ইচ্ছাকৃত অপরাধ, না মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল ?

স্মিথের পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল! তাহার মনে হইল সমগ্র সৌরজগৎ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংশের পথে ধাবিত হইতেছে।

মিঃ ব্লেক শুষ্ক হাস্যে বলিলেন, "খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, কুট্‌স, চল থানায় যাই, থানা হইতে বিচারালয়,—তাহার পর কোথায়, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর গাল চুলকাইতে চুলকাইতে কি ভাবিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক ঐ সকল জিনিস চুরি করিয়াছেন, চোরা মাল তাঁহার টেবিলের উপর সঞ্চিত; ইহা দেখিয়া কুট্‌স স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের ন্যায় হিতৈষী সুহৃদকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে—এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। এই দায়িত্ব-ভার ত্যাগ করিবার জন্য যদি তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিতেন তাহা হইলেও মিঃ ব্লেকের অপরাধ ক্ষালনের সম্ভাবনা ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "ব্লেক, এ কায করিতে আমি ঘৃণা বোধ করিতেছি। এ সকল কি ব্যাপার? তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে? তোমার কি আত্মসমর্থনের উপায় নাই? তোমার কি কৈফিয়ৎ আছে বল, তাহা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। আমি জানি তুমি স্বেচ্ছায় এরূপ জঘন্য কায কর নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কৈফিয়ৎ? না, আমার কোন কৈফিয়ৎ নাই; কিরূপে আত্মসমর্থন করিব—তাহাও আমি জানি না। আর সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? চল আমরা যাই।—স্মিথ, তোমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছি, এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, ইহার অধিক আমার কিছু বলিবার নাই।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

স্মিথ আকুল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা, আপনি আমার রক্ষক, অভিভাবক, আশ্রয়দাতা। আমি আমার পিতামাতাকে জানি না, চিনি না, আমার শৈশবকাল হইতে আপনিই আমার পিতামাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও গভীর স্নেহে পরম যত্নে আমাকে প্রতিপালন

করিয়াছেন। আমি জানি আপনি এই অপকর্ম্মের জন্য দায়ী নহেন; সমস্ত জগৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমি আপনাকে অপরাধী মনে করিতে পারিব না। আমি নিজের চক্ষু কর্ণকেও অবিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস করিতে পারিব না। যদি আপনিই এই কায করিয়া থাকেন—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোন কারণ আছে; আপনার স্বপক্ষে কোন-না-কোন কথা বলিবার আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমার স্বপক্ষে কোন-না-কোন কথা বলিবার থাকা উচিত, তোমরা আমার কৈফিয়ৎ শুনিবার আশা করিতে পার বটে; শোন স্মিথ, আমার প্রতি তোমার এই গভীর বিশ্বাসের জন্য আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।"

সহসা হাতের হাতকড়ির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, অনর্থক বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।"

মিঃ ব্লেক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থানায় চলিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল—লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক চুরি করিয়া চোরা-মাল সহ ধরা পড়িয়াছেন। গ্রে-প্যান্থার নামধারী যে তস্কর এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিরাত্রে কোথাও না কোথাও চুরি করিয়াছে, যাহার অত্যাচারে সমগ্র লণ্ডন সন্ত্রস্ত, আতঙ্কাভিভূত—সেই ছদ্মনামধারী তস্কর প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে!

এই সংবাদে লণ্ডনের সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। কেহই এ কথা বিশ্বাস করিল না। এই সংবাদ সত্য কি না জানিবার জন্য অনেকে মিঃ ব্লেকের বাড়ীর দিকে ছুটিল; চতুর্দ্দিকে টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল। অনেকেই অবিশ্বাসভরে নাথা নাড়িয়া বলিল, "যিনি দস্যু-তস্করের অত্যাচার নিবারণের জন্য চিরদিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এই চেষ্টায় শতবার জীবন বিপন্ন করিয়াছেন, তিনি তস্কর, প্রতিরাত্রে লোকের হীরা জহরত, ব্যাঙ্কের টাকা নোট প্রভৃতি চুরি করিয়াছেন!—এ কথা যে বিশ্বাস করে—তার মুখে মারি সাত জুতো।"

সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'ডেলি রেডিও'র প্রধান লেখক প্ল্যাস পেজ মিঃ ব্লেকের প্রীতিভাজন বিশ্বস্ত বন্ধু; সে যখন মিঃ ব্লেকের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাইল, তখনও তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া তাহার প্রত্যয় হইল না। বোভাইন পুলিশ-কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মিঃ ব্লেকের জবাব লইবার সময় 'রেডিও'র রিপোর্টারের রূপে তাহাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে সে যেরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিল; সেরূপ কষ্ট সে জীবনে কখন পায় নাই।

সংবাদপত্র-বিক্রেতারা রাশি রাশি কাগজ বগলে লইয়া পথে পথে চিৎকার করিতে লাগিল—

শর্ষের মধ্যে ভূত!

গোয়েন্দা ব্লেক চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার!

গোয়েন্দা ব্লেকই বিখ্যাত 'চোর গ্রে-প্যান্থার'!

প্ল্যাস পেজ সংবাদপত্রের রিপোর্টার হইলেও অতি কষ্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রবেশ করিতে পারিল। বিচারালয়ের সন্নিহিত পথগুলি জনতায় পূর্ণ হইল এবং বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় জনস্রোত প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দলে দলে পুলিশ শান্তিরক্ষার জন্য চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। প্ল্যাস পেজ এজলাসে প্রবেশ করিয়া রিপোর্টারের টেবিলে একটু স্থান পাইল বটে কিন্তু এজলাসে তখন তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। মিঃ ব্লেক কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিবেন—তাহা শুনিবার জন্য সকলেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে বিচার আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সকলেই বিস্মিত, ব্যথিত, উৎকণ্ঠাকুল; সকলেরই ধারণা হইয়াছিল—এই অভিযোগ মিঃ ব্লেকের শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রের ফল।

কিন্তু বেলা দশটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। বিচারারম্ভের বিলম্ব আছে বুঝিয়া গ্যালারীতে উপবিষ্ট দর্শকগণ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল এবং মৃদু গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করিল। রত্নালঙ্কারভূষিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার দল মিঃ ব্লেকের বিচার দেখিবার জন্য দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এজলাসে আসিয়া স্থান

অধিকার করিয়াছিলেন ; তাঁহারা অধীর ভাবে পুনঃপুনঃ হাতের ঘড়ির দিকে চাইতে লাগিলেন।

প্ল্যাস পেজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নোট-বহি খুলিল। সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এজলাসে কত লোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অনুমাণ করিয়া লইল, তাহার পর কৌন্সিলীদের টেবিলের নিকট স্মিথকে উপবিষ্ট দেখিয়া চক্ষু টিপিয়া তাহাকে কি ইঙ্গিত করিল। স্মিথের মুখ মলিন, চিন্তাক্লিষ্ট, সেই এক রাত্রিতেই দুশ্চিন্তায় তাহার বয়স যেন দশবৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল! তাহার চক্ষুর চারি ধারে কালী পড়িয়াছিল। সে দিন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

প্ল্যাস পেজের পাশে যে যুবকটি বসিয়াছিল তাহার নাম মেনার্ড; সে 'ডেলি গেজেট' নামক দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। সে প্ল্যাস পেজকে বলিল, "প্ল্যাস, মজার কথা শুনিয়াছ? ব্লেক না কি বহু কাল হইতে চুরি করিয়া আসিতেছে! চুরিই উহার পেশা; গোয়েন্দাগিরি চুরি ঢাকিবার একটা বাহ্যিক আবরণ।"

প্ল্যাস পেজ মাথা নাড়িয়া সক্রোধে বলিল, "ও কথা যাহারা বলে তাহারা নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী ; হাঁ, তাহাদের মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। আজ যাহারা চোর বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছে—তাহারা তাঁহারই অনুগ্রহে যশস্বী হইয়াছে, তাঁহারই সাহায্যে উচ্চ পদ লাভ করিয়া পরম সুখে সংসার প্রতিপালন করিতেছে। মিঃ ব্লেককে যে চোর বলে আমি তাহার মুখে—" প্ল্যাস পেজ বাকি কথাটি উহ্য রাখিয়া শ্লীলতা রক্ষা করিল।

সেই এজলাসে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল, দর্শকগণ মাথা উচু করিয়া এজলাসের পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একজন কেরানী, পাঁচ ছয় জন কৌন্সিলী এবং একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সেই দ্বার দিয়া এজলাসে প্রবেশ করিল। উক্ত কেরানীটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার। সে এক পাশে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বলিল, "হাকিম আসিতেছেন।"

মুহূর্ত্ত পরে পক্ককেশ প্রাচীন ম্যাজিষ্ট্রেট সার সোফীল্ড সেলী এজলাসে প্রবেশ

অষ্টম ধাক্কা

করিবামাত্র দর্শকগণ সম্মানভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসন গ্রহণ করিলে সকলে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েক মিনিট আফিসের কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন।—সকলেই আশা করিতেছিল, প্রথমেই মিঃ ব্লেকের মামলা উঠিবে; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার কাঁশরের মত খন্‌খনে আওয়াজে হাঁকিল—

"আসামী এলবার্ট গুডওয়ার্ড মিগ্‌স!"

অনেকে বিরক্তি ভরে মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হুত্তোর এড্‌ওয়ার্ড মিগ্‌স! উহার মামলা কে শুনিতে চায়?"

কিন্তু আদালতের দস্তুর অনুসারেই আদালতের কায চলিয়া থাকে। একটা শীর্ণকায় বেঁটে লোক ভাঙ্গাটুপি মাথায় দিয়া প্যাঁচার মত মুখ লইয়া আসামীর কাঠরায় উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পাশে একটা কন্‌ষ্টেবল। কন্‌ষ্টেবলটার দেহ আসামীর দেহের চতুর্গুণ স্থূল।

পেস্কার অভিযোগের বিবরণ পাঠ করিল; তাহার মর্ম্ম এই যে, আসামী এলবার্ট এডোয়ার্ড মিগ্‌স পূর্ব্বদিন রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটের সময় মদ খাইয়া হে-মার্কেটে মাতলামি ও শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল।

একটা মাতাল অস্ফুটস্বরে বলিল, "ধন্য বাবা তোমাদের আইন। একবার মদ বেচিয়া মাতালের পকেট খালি করিবে, আবার সে মদ খাইয়া মাতলামি করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া আনিয়া তাহার জরিমানা আদায় করিবে! দু'দিকেই লাভ, পয়সা রোজগারের খাসা কল বানাইয়া রাখিয়াছ।"

একজন পাহারওয়ালা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাড়া দিয়া বলিল, "চোপ্, চোপ্।"

ম্যাজিষ্ট্রেট চশমার ভিতর দিয়া মাতালটার মুখের দিকে চাহিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আসামী, তুমি অপরাধী, কি নিরপরাধ?"

আসামী বলিল, নিরপরাধ, হুজুর!"

মুহূর্ত্ত পরে একটা ছোকরা কন্‌ষ্টেবল সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া যথারীতি হলফ করিয়া বলিল, "কাল রাত্রি স-এগারটার সময় এই আসামী মদে চুর হইয়া একটা

আলো-স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া সেটিকে লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল ভাষায় গালি দিতেছিল ; আমি উহাকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া এই আসামী আমাকে কুৎসিত গালাগালি দিল ও অনেক অপমানসূচক কথা বলিল।”

আসামী কন্‌ষ্টেবলটার দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিল, “তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী ; আমি কখন গালি দিই নাই।”

যে প্রহরী তাহার পাহারায় ছিল সে ধমক দিয়া বলিল, “আস্তে।”

সাক্ষী বলিল, “আমি অগত্যা উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া চলিলাম, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে ও আমাকে মারিতে শুরু করিল, আর যে উ ভাষায় গালি দিতে লাগিল তাহা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়!”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “যখন তুমি উহাকে গ্রেপ্তার কর—সেই সময় ও কি তোমার কাযে বাধা দিয়াছিল?”

কন্‌ষ্টেবল বলিল, “হাঁ হুজুর, আমার হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল।”

আসামী বলিল, “বেটা মিথ্যাবাদী বদমায়েস।”—সে কন্‌ষ্টেবলটার মুখের দিকে এভাবে চাহিয়া রহিল যে তাহা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আমোদ বোধ করিলেন; দর্শকেরা হাসিয়া উঠিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তীব্র দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে চাহিয়া আসামীকে বলিলেন, “তোমার কোন কথা বলিবার আছে মিগ্‌স!”

আসামী বলিল, “মিথ্যা কথা বলিব না হুজুর! সরাপ একটু খাইয়াছিলাম, তাহার পর আপন মনে গান করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছিলাম। এই কন্‌ষ্টেবল বেটা খামকা আসিয়া মাতাল বলিয়া আমার হাত ধরিল; তাহার পর আমাকে থানায় লইয়া গেল ; আজ আবার এখানে আসিয়া হলপ করিয়া কতকগুলা মিথ্যা কথা বলিল ; কিন্তু আমি নিরপরাধ হুজুর! আপনি বিচার করিয়া যে রায় দিবেন, আমি তাহাই মঞ্জুর করিব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট পেস্কারকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কি বলিলেন, তাহার পর আসামীকে বলিলেন, "তোমার পাঁচ শিলিং জরিমানা।"

আসামী হাসিয়া বলিল, "অনাদায়ে ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এক সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড।"

আসামী প্রহরীকে বলিল, "পাঁচ সিলিং পকেটে থাকিলে আর এক দিন পেট ভরিয়া মদ খাওয়া চলিবে। চল হে, কোথায় যাইতে হইবে লইয়া চল।"

আসামী প্রহরী সহ প্রস্থান করিলে পেস্কার হাঁকিল, "আসামী রবার্ট ব্লেক !"

সংবাদ পত্রের রিপোর্টারেরা নোট-বহি খুলিয়া পেন্সিল বাগাইয়া ধরিল। মুহূর্ত্তপরে মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিলেন। পেস্কার তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ গুলি পাঠ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসামী, তুমি অপরাধী কি নিরপরাধ ?"

তাঁহার উত্তর শুনিবার জন্য দর্শকগণ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আদালত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "নিরপরাধ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের স্থূলদেহ সাক্ষীর কাঠরার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। প্ল্যাস পেজ স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া বাইবেল হাতে লইয়া ভগ্নস্বরে হলফ পাঠ করিলেন, তাহার পর তিনি মিঃ ব্লেকের অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল কথা বলিলেন বিচারক ও দর্শকগণ স্তব্ধ ভাবে সেই সকল কথা শ্রবণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক উন্নতদেহে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার অধরোষ্ঠ অবজ্ঞায় ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার তীব্র দৃষ্টিতে বিচলিত না হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে সতর্ক করিয়াছিলাম ; কিন্তু আসামী তখন আত্মসমর্থন না করিয়া আমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট একজন কৌন্সিলীকে ডাকিয়া দুই তিন মিনিট নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর আসামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমায় কিছু কি বলিবার আছে ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য এজলাসের সকল লোক রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আত্মসমর্থনের জন্য আমার যাহা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব। এখন আমার কিছুই বলিবার নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া সুস্পষ্টস্বরে কথা বলিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার কথা গুলি যেন গলায় বাধিয়া যাইতে লাগিল ; তিনি আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন—"ইয়ে, আমার কি বলে—না, পুলিশের বক্তব্য এই যে, আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় আসামীর ইয়ে—জামিন মঞ্জুর করায় আপত্তি আছে।"

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সের প্রস্তাবে দর্শকগণের ভিতর অসন্তোষের অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হইল। একজন উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, মিঃ ব্লেক এই সকল অকৃতজ্ঞ নরাধমদের হিতের জন্য কতবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন !"

আর এক জন বলিল, "উহার দোষ কি ? পুলিষের চাকরী, বাপ চুরি করিলেও ছেলে যদি পুলিশ হয় তবে তাহাকে ধরিয়া দিতে বাধ্য।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রস্তাব শুনিয়া মিঃ ব্লেক অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কুট্‌স সেই তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের নীরব ধিক্কার বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। পুলিশের কর্ত্তব্য তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট 'অর্ডার সীটে' কি লিখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসামী, তোমার হাজতের আদেশ হইল।"

মিঃ ব্লেক ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিবাদন করিলেন। মৃদুহাস্যে তাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত হইল। প্ল্যাস পেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়াছেন।

মিঃ ব্লেকের পাশে জেলখানার একজন ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে চল ব্লেক।"

কিন্তু সে দিকে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল না, এজলাসের এক প্রান্তে একটি সুবেশ ধারী দীর্ঘকায় যুবক বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, তিনি তাহারই মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। সেই যুবক কাঠামুক্ত আসামী ডাক্তার কন্‌রাড ক্লীন।

তাহার মুখ আনন্দে ও বিজয়-গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়াছিল। চক্ষু দুটি সঙ্কল্প-সিদ্ধির সাফল্যে হাসিতেছিল সেই হাসিতে পৈশাচিকতা প্রতিফলিত। মিঃ ব্লেকের হঠাৎ স্মরণ হইল কিছুদিন পূর্ব্বে সে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আমি কারাগারে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছি দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাকেও সেইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য করিব। গত পাঁচ বৎসর কাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ কঠোর অভিজ্ঞতা, কঠোর শাস্তি তোমাকে লাভ করিতে হইবে।'

মিঃ ব্লেক অধীরভাবে অধর দংশন করিলেন; তাঁহার চক্ষুর উপর হইতে যেন অন্ধকারের যবনিকা অপসারিত হইল। তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "উত্তম।"

ওয়ার্ডার পুনর্ব্বার হাঁকিল, "নামিয়া এস ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক আসামীর কাঠরা হইতে নামিয়া হাজতে চলিলেন। মিঃ ব্লেকের মামলা মুলতুবি হওয়ায় দর্শকগণ ক্ষুণ্ণমনে বিচারালয় ত্যাগ করিল; কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই বিপুল জনতা অদৃশ্য হইল। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে সংবাদ পাঠাইল, "রবার্ট ব্লেকের হাজতের আদেশ হইল। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জামিন নামঞ্জুর!"

দর্শকগণ এজলাস ত্যাগ করিলেও স্মিথ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুতে হতাশা পরিস্ফুট। তাহার হতাশ ভাব দেখিয়া প্ল্যাস পেজ তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর একটি মামলা আরম্ভ করিলেন। প্ল্যাস পেজ স্মিথের হাত

ধরিয়া তাহাকে এজলাসের বাহিরে লইয়া আসিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি এত হতাশ হইয়াছ কেন স্মিথ? তোমার ভয়ের কারণ কি?"

স্মিথ ভগ্নস্বরে বলিল, "আশ্বস্ত হইবার কি কোন কারণ আছে? কর্ত্তার হাজতের হুকুম হইল, বোধ হয় ম্যাজিষ্ট্রেট উঁহাকে দায়রা সোপরদ্দ করিবে, তাহার পর কত দিন উঁহার কারাদণ্ডের আদেশ হইবে কে বলিতে পারে? চুরি অভিযোগে মিঃ ব্লেকের কারাদণ্ডের আদেশ! কর্ত্তার ভাগ্যে অবশেষে এতদূর লাঞ্ছনা? কি ক্ষোভের বিষয়!—সমাজে যে আমাদের মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ হইল পেজ!"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "এতকাল ব্লেকের সাগরেদি করিয়াও তুমি উঁহার উপর বিশ্বাস হারাইলে? আমি বাজি রাখিতে বলিতে পারি—এইভাবে চোর সাজিয়া ফৌজদারীর আসামী হওয়া উঁহার একটা চাল মাত্র! উনি কোন্ ফন্দীতে কি কায করেন তাহা কি তোমার আমার বুঝিবার শক্তি আছে?"

স্মিথ বলিল, "তোমার কি বিশ্বাস কর্ত্তা নিরপরাধ? পুলিশ উঁহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, চোরামাল পর্য্যন্ত উঁহার কাছে পাওয়া গিয়াছে; উনি উঁহার অপকর্ম্মের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নাই। কিন্তু কর্ত্তা লোভে পড়িয়া বা অভাববশতঃ ঐ সকল হীরা জহরত বা ব্যাঙ্ক নোট চুরি করিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। উঁহার অর্থের অভাব নাই, পরের দ্রব্যেও উঁহার লোভ নাই। উনি কেন পরের জিনিস চুরি করিলেন?"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ বিশেষ কোন কারণে উনি চোর সাজিয়াছেন; কিন্তু সেই কারণটি কি, তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। মিঃ ব্লেক স্বয়ং যখন রহস্য ভেদ করিবেন, তখনই আমরা সকল কথা জানিতে পারিব, তাহার পূর্ব্বে নহে। আমি স্বীকার করি—উঁহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, উনি কি উপায়ে নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন, তাহা উনিই জানেন। কিন্তু উনি এখন পর্য্যন্ত আত্মসমর্থন করেন নাই; জবাব দাখিল করেন নাই; কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'আমি নিরপরাধ'।—মিঃ ব্লেক মিথ্যাবাদী নহেন, আমি উঁহার ঐ কথা বিশ্বাস

করিয়াছি স্মিথ! যথাসময়ে উনি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন; এই অভিযোগ হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিবেন।"

স্মিথ বলিল; "হয় ত তোমার অনুমান সত্য; কিন্তু যিনি দেশ বিদেশের চোরের চুরি ধরেন, তিনিই চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত। যে শর্ষের সাহায্যে ভূত ভাগে, সেই শর্ষের মধ্যে ভূত! জানি না কি কৌশলে উনি মুক্তিলাভ করিবেন। তুমি ও আমি ভিন্ন অন্য কেহ উঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে কি?"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "এক দিন সকলে তাহা বিশ্বাস করিবে। নিশ্চিন্তচিত্তে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাক।"

কিন্তু প্ল্যাস পেজের এই দৈববাণী সফল হয় নাই; মিঃ ব্লেকের অপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় দায়রার বিচারে তাঁহার সাত বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। কেন এরূপ হইল?

'প্রতিহিংসার পরিণাম' নামক উপন্যাসে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের সকল বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

সমাপ্ত

'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার
১৫৩ নং উপন্যাস

দুইবার মৃত্যু

পৃথিবীব্যাপী দস্যু তস্কর সমাজের
অধিনায়ক ও অপরাধ সচিব
জন স্যাভেজের
বিস্ময়াবহ রহস্যপূর্ণ কাহিনী
(এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল)

রহস্য-লহরীর ত্রৈমাসিক-সংস্করণ

'সেক্সটন ব্লেকের দপ্তরের'

দ্বিতীয় উপন্যাস

Lib Gen Bk Collection of Late R. P. Gupta through purchase Rs. 75/-

গুণ্ডার ঘাড়ে ষণ্ডা

আগামী মাঘ মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।

এই রহস্য-রসপূর্ণ উপন্যাসের প্রত্যেক ঘটনা 'বিস্ময়োদ্দীপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অথচ ইহা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নহে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাঠকগণ ইহাতে যে মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ করিবেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহা নূতন। ইহার প্রতি পরিচ্ছেদে নূতন নূতন ঘটনার বিকাশের পরিচয় পাইয়া পাঠক-পাঠিকাগণ রুদ্ধ নিশ্বাসে ইহার সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিবেন। রহস্য-লহরীর পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে ইহা সংগৃহীত হইল। ইহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট, আকার রহস্য-লহরীর উপন্যাসের দ্বিগুণ হইবে।

JADAVPUR UNIVERSITY ★ LIBRARY ★

THE NAUGHTIEST GIRL AGAIN

Enid Blyton

৩৩১'৪৪-৬১১'৪"১৮"
ৰহস্য
শা.মা. (AKC)

INDUSTRIAL SIC
& REVIVAL IN I